ভ্লাদিমির তেন্দ্রিয়াকোভ

জামাই

হাসিখুশি, মিশুক ও কাজের ছেলে ফিওদর সলভেইকভ দূর গ্রামের মেয়ে স্তেশা রিয়াসকিনার প্রেমে পড়ল্।

বিয়ে হল ওদের। সুখশান্তিতে বসবাস করার কথা কিন্তু রিয়াসকিন পরিবারের কুলাক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ফিওদর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না।

ফিওদরের পক্ষে নিজের স্ত্রী, নতুন সংসার ছেড়ে যাওয়া কঠিন কিন্তু তাই করতে বাধ্য হল সে।

এই বিষয়বস্তুর উপর উপন্যাস লিখে তরুণ তেন্দ্রিয়াকোভ ১৯৫৪তে খ্যাতি লাভ করেন। সংবাদপত্রে, সাহিত্যিক মহলে ও পাঠক সাধারণের মধ্যে বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ভ্লাদিমির ফিওদরভিচ তেন্দ্রিয়াকোভের জন্ম ১৯২৩ এ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেন তিনি, পরে মস্কো সাহিত্য ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে স্নাতক হন।

১৯৫২তে প্রথম এঁর ছোট গল্প নাটিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩তে বার হয় 'বনের মধ্য', তারপর 'ইভান চুপ্রভের পতন' ও 'জামাই'; ১৯৫৬তে 'সাশা গেল ভ্রমণে'।

নিজস্ব বিষয়বস্তু, নিজস্ব শৈলী ও নিজের জীবনবোধ নিয়ে লেখক সাহিত্যচর্চা শুরু করেন।

সোভিয়েত ছোট গল্প গ্রন্থমালা

ভ্লাদিমির তেণ্ড্রিয়াকোভ

জামাই

উপন্যাস

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ইউ. রেব্‌রোভ

হপ্তাখানেক ধরে সামান্য বরফ গলছিল কিন্তু হালকা বাতাস চলছে বলে বায়ুচালিত নরম বরফস্তূপ আবার পাথরের মত শক্ত হয়েছে। রাতের আকাশে তারা জ্বলছে মৃদু প্রভায়, চাঁদের আলোয় নেকড়ের ক্ষুধার্ত চোখের মত সবুজ স্ফুলিঙ্গে বরফ চকচক করছে ভীতিজনকভাবে।

দু'টো বাজে, রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহর। গ্রামের একটি লোককেও দেখা যাচ্ছে না। এমনকি কুকুরগুলোও নিজ জায়গায় গুড়িসুড়ি মেরেছে। বুড়ো পাহারাওয়ালা এক পাত্র চায়ের জন্য ঘরে গেছে, চা খাবার পর কোট না খুলে বোধ হয় উনুনের পাশে ঝিমোচ্ছে। বরফ-ঢাকা ছাদগুলো রূপোর মত চকচকে। গাছগুলো দেখাচ্ছে কালো আকাশের বুকে মাথা তোলা জমাট নীল বাষ্পের মত। গ্রামটি জনপ্রাণীহীন, অলৌকিক ও মনোরম।

1*

একটি বাড়ির কিন্তু সব জানলাতেই আলো জ্বলছে, ছায়া কাঁপছে তার পাশে, কাঁচের দু'দুটো শার্শির ভিতর দিয়েও গলার স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

একটা দরজায় দড়াম করে আওয়াজ হল। এক বৃদ্ধ এল বারান্দায়। টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামল সে পায়ে-চলা পথের উপর। হোঁচট খেয়ে খুঁটি আঁকড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল, তারপর কর্কশ গলায় গাইতে শুরু করল:

'আমার যদি থাকত সোনার পাহাড়...'

স্তব্ধতায় ভয় পেয়ে থেমে গেল, টলতে টলতে ফিরে তাকাল বারান্দার দিকে। একটা উল্টোনো খালি বালতি জোর ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে বারান্দার পথে গড়িয়ে এল, দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল আর সেই আলোকিত পথ ধরে লোকজন এল বেরিয়ে। তাদের পায়ের তলায় শুকনো বরফ কিচকিচ করে উঠল।

'দাদু ইগ্‌নাত! ইগ্‌নাত! কৈ—তুমি কোথায়?'

'চিল্লাবার দরকার নেই, তোমার কাছটিতেই আছে, ডুব মারবার জন্য তৈরী হচ্ছে।'

'ইভানভ্‌নার ঘরে চোলাই করা মদ বেশ তাতিয়েছে দেখছি।'

'সেটা ত জানই বাপু, তুমিও কিছু কম টাননি!'

মত্ত কণ্ঠস্বরে রাত্রির স্তব্ধতা ও রহস্য গেল ভেঙে।

এক জোড়া তরুণ-তরুণী বড় একটা কোট গায়ে জড়াজড়ি করে অতিথিদের বিদায় জানাবার জন্য বারান্দায় এল।

'বুড়োকে সোজা বাড়ি নিয়ে যাও,' তরুণ বলল। 'ও হয়ত ঘুমোবার জন্য বরফের ভিতরেই কোথাও কুঁকড়ি মারবে। বরং ওর রাতটা এখানে কাটানই ভাল।'

'আমি? ... না, না! ... আমি স্বাবলম্বী, সত্যি বলছি!...'

'আচ্ছা, আচ্ছা ... ঠিক আছে, দাদু, এস তাহলে। সুখশান্তিতে থেকো!'

'দোলনা ভর্তি করতে থাক!'

শুকনো বরফ ভাঙার জোরাল কিচকিচ ও কড়মড় শব্দ মিলিয়ে গেল, বাড়িগুলোর পিছনে কোথাও আবার ভেসে এল বৃদ্ধের কর্কশ গলা: 'আমার যদি থাকত সোনার...' —এবং হঠাৎ থেমে গেল। আবার শান্তি ও সৌন্দর্য নেবে এল গ্রামটির উপর।

'এই ত সব হয়ে গেল, স্তেশা ... এখন থেকে শুরু হল আমাদের জীবন,' বলল তরুণ। তরুণী কাঁপতে কাঁপতে কোটের ভিতর তরুণের পাশে আরও ঘেঁষে দাঁড়াল।

বিয়েটি খুব হৈচৈ করে হয়নি, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা স্বল্প আর তারা সারারাত না কাটিয়ে আগেভাগেই সরে পড়ল।

* * *

ট্রাক্টর দলের নেতা, ফিওদর সলভেইকভ ফুর্তিবাজ, সবসময় হাসিখুশি। কাজের পর নাচতে কিংবা মোটা ড্রাইভারের সঙ্গে শক্তি পরখ করতে প্রস্তুত। দেখতে লম্বা, চটপটে, সুন্দর কোঁকড়ানো চুল, ভাল নাচিয়ে, ওস্তাদ কুস্তিগির আর মেয়েদের বড়ই প্রিয়।

খ্রম্‌ৎসভো গ্রামে ফিওদরের দলটি কাজ করে। এক একদিন সন্ধ্যায় শিক্ষিকা জোইয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে নিয়ে স্কুলে যাবার পাইনকুঞ্জের মাঝখান দিয়ে বাড়ি ফিরত সে— আবার আর একদিন সেখানকার গ্রাম্য সোভিয়েতের সেক্রেটারী গালিনা জ্লোবিনাকে গ্রামের অপর প্রান্তে তার পাতা-ছাওয়া কুটিরটিতে নিয়ে যেত। মেয়েরা দেখাসাক্ষাৎ হলে পরস্পর পরস্পরকে নেক নজরে দেখতে লাগল। কিন্তু কী বলত ওরা দুজনা যদি জানত, মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে সদ্য-আগত কৃষিবিদ মেয়েটি সলভেইকভের আসার কথা থাকলেই চড়াত সৌখীন, উঁচু ঘাড়ওয়ালা পোষাক আর প্রতি বারই অন্যান্য কথার মধ্যে যোগ করত:

‘ফিওদর, সত্যি আপনার প্রতিভা আছে। কেন আপনি তার চর্চা করেন না? চলুন আজকেই আমরা ক্লাবে যাই মহড়া দিতে।’

এরকম মুহূর্তগুলিতে ফিওদর সত্যিই নিজের গুণাবলী সম্পর্কে শ্রদ্ধা পোষণ করত; যেত ক্লাবে, নাচত জিপসি নাচ আর কোন মহড়া না থাকলে সিনেমা যেতে সব সময় তৈরী।

তারপর অবশ্য সেই সময় এসে হাজির হল যখন, লরিড্রাইভার ভাসিয়া লুবিমভের ভাষায় বলতে হয়—ফিওদর ‘সরাসরি ডুবে গেল, একেবারে তলিয়ে গেল অক্ষদণ্ড পর্যন্ত’।

খ্রম্ৎসভোতে, শীতের প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে ‘শস্য-মাড়াই উৎসব’ হয়। নামটি এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে কিন্তু উৎসবের কায়দাটি আধুনিক। ক্লাবে বক্তৃতা আর অপেশাদারী আমোদ-আহ্লাদ চলে। চেয়ারগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে টেবিল পাতা হয়, পান ও ভোজন চলে আর তরুণ-তরুণীরা নাচে সকাল পর্যন্ত।

দূরের গণ্ডগ্রাম ও পল্লী থেকে এসে নাচে যোগ দেয় তরুণ-তরুণীরা। সবকিছুই শুরু হয় বিশেষ মর্যাদা সঙ্গে আর শেষ হয় হৈহুল্লোড়ে। রেডিওলাকে সরিয়ে রেখে, পেতিয়া রীঝিকভ তার একর্ডিয়ন নিয়ে এককোণায় বসে

আর নাচিয়েদের পদতাড়নায় জানলাগুলো ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। ফিওদর সামান্যই নাচে তাও অনেক সাধাসাধির পর কিন্তু একবার শুরু করলে সে লোকদের এমন কিছু দেখায় যা বহুদিন তাদের মনে থাকে।

ট্রাক্টর ড্রাইভার চিঝোভকে ভাসিয়া লুবিমভ ছাড়া আর কেউ জানত না, কাইগোরোদিসে জেলার চুখ্‌না নদী পেরিয়ে স্খোব্লিনভো গ্রাম থেকে সে এসে হাজির হল। সঙ্গে নীল সিল্কের পোষাক-পরা একটি মেয়ে। সুন্দর মুখ, গর্বোন্নত চিবুক, সোন্নত বুক, মন্থর-গমনা। চওড়া, বেঁটে ও বেঢপ দেখতে চিঝোভ, তার মাথাটা বড় আর চোয়ালের হাড় উদ্‌গত—ওর সঙ্গে মেয়েটি বড়ই বেমানান। এবার নাচতে বলার পর ফিওদর বিশেষ কোন ওজর আপত্তি জানাল না। এসে হাজির হল বৃত্তের মাঝখানে, শুরু করল একটি রুশ নাচ। এই বসে, এই লাফায়, আবার জোরালো শিসের সঙ্গে গোড়ালিতে ভর দিয়ে টাট্টুর তাল দেয় আর নীল পোষাক-পরা মেয়েটির সামনে শেষ বারের মত পা ঠুকে তাকে নাচে আহ্বান জানায়। মেয়েটি চক্রাকারে বৃত্তটি ঘুরে আবার চিঝোভের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, এত অনায়াস তার গতিভঙ্গী, এমনই মসৃণ যে তার পিঠের উপর প্রলম্বিত বেণী একটি বারও দুলল না।

যখন সবাই নাচতে শুরু করল, ফিওদর সরাসরি মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল।

মেয়েটির চোখদুটি টানা, নীল, দীর্ঘ পক্ষ্ম, বাইরের ঠাণ্ডায় গাল তখনও গোলাপী। ভি আকারে খোলা পোষাকের উপরে গলার সাদা কোমল টোলের দিকে না তাকাতে চেষ্টা করছিল ফিওদর। কিন্তু নাচের সময় সমস্তক্ষণ ফিওদর পেল মাখোরকার* মৃদু গন্ধ।

'আপনাদের স্থখোব্লিনভোর সব ছেলেরাই ওরকম না কি?' চিঝোভের দিকে মাথা নেড়ে বিদ্রূপ করে ফিসফিসিয়ে বলল ফিওদর।

'কীসের মত?'

'শরীরে শুধু চামড়া, খেতে-না-পাওয়া চেহারা ... এখানে খ্রম্‌ৎসভোতে বরং চেষ্টা করে ভালকিছু বার করুন না?'

মেয়েটির চোখে হাসি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখের পাতা নাবিয়ে নিল।

'যেমন কিনা আপনি?'

'হ্যাঁ, কেনই বা নয়?'

নাচ শেষ হলে মেয়েটি চিঝোভের কাছে না গিয়ে বরং

---

* মাখোরকা—একটা নিকৃষ্ট ধরনের ঘরে তৈরী তামাক।

আনমনাভাবে ফিওদরের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। নিজের সম্বন্ধে তার বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব, সে নিশ্চিত যে সে পাশে থাকায় ফিওদর আনন্দ পাচ্ছে। ধারণাটা ঠিকই করেছিল — সারা সন্ধ্যা একবারও ফিওদর তার কাছ্-ছাড়া হল না।

চিঝোভ একটা কোণা থেকে ভুরু কুঁচকিয়ে তাকাতে লাগল। ফিওদর সম্পূর্ণ নির্বিকার। বাছাই করা, সেটা ত মেয়েটির ব্যাপার।

... বড় বড় তুষার কুঁচি পড়ছে নরমভাবে, জমছে স্তেশার ফুলন্ত শালখানায় আর ভেড়ার লোমের সৌখীন কোটের ঘাড়ে। ফিওদর মেয়েটির হাতে চাপ দিল। মেয়েটির বাড়ি বহু দূর, দুজনে পাশাপাশি চলছে তাড়াতাড়ি, কোন কিছু না বলে। মেয়েটির চুপচাপ ভাবটির ভিতর একধরনের মর্যাদাবোধ ছিল আর ফিওদরও বোধ করল অনভ্যস্ত লজ্জা, তার স্বাভাবিক রসিকতাও বেমানান মনে হল এখানে ... সামনে মাত্র কয়েক পা দেখা যাচ্ছে, ঝরে পড়া তুষার তাদের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, পায়ের শব্দও চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গীত, হৈচৈ, হাসিভরা স্বল্পালোকিত হলঘরটি স্বপ্নের মত পিছনে ফেলে এসেছে তারা; মনে হল বায়ুবাহিত বরফের নিঃশব্দ পৃথিবীতে ওরা সম্পূর্ণ একা। কিন্তু এতে ভয় পাওয়ার কিছু

ছিল না, আনন্দের একটি উত্তপ্ত অনুভূতি এল ওদের মধ্যে, কারণ তারা দুজন একসঙ্গে — আর তাদের কী চাই?...

ফিওদর মেয়েটিকে তার গ্রামে নিয়ে গেল। শুভরাত জানাল দুজনে দুজনকে। ছেলেটি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সেই অন্ধকারে তার ঠাণ্ডা গালে ঠিক চোখের নীচে চুমো খেল। আবার সেই সতেজ তুষার-ছাওয়া বাতাসে বাসি মাখোরকার একটা মৃদু গন্ধ পেল কিন্তু এবার গন্ধটাও বেশ মিষ্টি লাগল — এর ভেতর খামারবাড়ির ঘরোয়া একটা উষ্ণতা মিশে আছে।

গালিনা জ্লোবিনা আর জোইয়া আলেক্সান্দ্রভনার মধ্যে আবার বন্ধুত্ব জমল। তাদের আর দ্বন্দ্বের কোন কারণ নেই — ওদের কাউকেই এখন আর ফিওদর বাড়ি নিয়ে যায় না। প্রতি দ্বিতীয় দিনটিতে সে বারো কিলোমিটার দূরে সুখোব্লিনভোতে হেঁটে যেতে শুরু করল।

গালিনা, জোইয়া এবং মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের কৃষিবিদ মেয়েটির সঙ্গে এতদিন চলেছিল নিছক ভালবাসার খেলা — আসল জিনিস নয়।

স্তেশা সবসময় ওর সঙ্গে একইভাবে দেখা সাক্ষাৎ করে। তার নরম, উষ্ণ হাতটির ভিতর ফিওদরের হাতটিকে টেনে নিয়ে তার দিকে আনত আঁখিপল্লবের নীচ থেকে কোমল

স্নেহভরে তাকিয়ে যেন বলে, 'ওগো, তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। তুমি আমাকে পেয়ে সুখী আমি একথা জানি, আর আমিও ত সুখী। কেন একথা লুকোতে যাব? ...'

একদিন ফিওদর তার বন্ধু ভাসিয়া লুবিমভের কাছে একটু অভিযোগ করল, 'স্তেশা চমৎকার মেয়ে বটে কিন্তু ভিতরে খুব বেশী প্রাণ নেই—কোন সময়েই কিছু বলার নেই ওর।' কথাগুলো বলেই ওর অনুশোচনা হল, হপ্তা ধরে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেল —ভয় হল কথাগুলো হয়ত কোনভাবে স্তেশার কানে উঠবে। এটা অদ্ভুত যে হৃদয়ে ওর যন্ত্রণা নেই, রক্ত বইছে একইভাবে, কিন্তু স্তেশাকে না দেখে দিন কাটানো কঠিন! কী যেন তাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে যায়, ওর উষ্ণ হাত আর শান্ত চোখের কাছে। প্রতি দু'দিনের দিন সে বারো কিলোমিটার হেঁটে সেখানে যায়, বারো কিলোমিটার হেঁটে ফিরে আসে।

স্তেশা থাকে গ্রামের প্রান্তে একটি নীচু চওড়া ধরনের কুটিরে, স্থানীয় মাখন তৈরীর কারখানায় চেকিং ক্লার্কের কাজ করে। প্রথমবার তার মা-বাবাকে দেখেই ফিওদরের ভাল লেগেছিল।

একদিন এই বলিষ্ঠ, চওড়া-হাড় লম্বা-নাক স্তেশার বুড়ো বাবা তার কড়াপড়া হাতখানা মনস্থির করে ফেলার ভঙ্গীতে টেবিলের উপর রাখল।

'আগে হলে আমার পক্ষে প্রথম একথা বলা ঠিক হত না,' সে জানাল, 'কিন্তু এখন এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সুতরাং শোন, বাছা... তোমাকে ত প্রায়ই আমাদের স্তেশার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। তা বেশ, এতে আমার বুড়ী-গিন্নীর আর আমার কোনো আপত্তি নেই। অনেকের চাইতেই আমাদের অবস্থা ভাল, দু'পয়সা আছে, অভিযোগ করার কিছু নেই। আর আমাদের এই বাড়ি দেখতে পাচ্ছ—এর অর্ধেকটাই খালি, কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এখানে এসে আমাদের সঙ্গে থাক। সবাই মিলে থাকলে আরও ভাল হবে।'

স্তেশা পাশাপাশি চুপ করে বসে লজ্জায় টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। তার বুড়ী মা, মুখখানা ভরাট ও শান্ত, মেয়ের মতই নীল চোখের চারপাশে করুণ রেখা, ফিওদরের দিকে চেয়ে স্নেহভরে মাথা নাড়ল:

'হ্যাঁ, এখানে চলে এস, তাহলে আরও ভাল হবে। ঈশ্বর আমাদের পুত্রসন্তান দেননি। তুমিই আমাদের ছেলে হবে।'

বাড়ির বাইরে এসে ফিওদর স্তেশাকে প্রতিবাদ জানাল:

'আমার পক্ষে যৌথখামার আর নিজের মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশন ছেড়ে আসা কঠিন। অনেকদিন এই কাজে আছি। প্রথমটায় ছিলাম সাধারণ ড্রাইভার এখন আমি দলপতি, ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে জমে গেছি।'

'আমার পক্ষে ঘর-ছাড়া আরও কঠিন হবে,' স্তেশা জবাব দিল, 'এখানেও তুমি যথেষ্ট কাজ পাবে। আমাদের ট্র্যাক্টর ড্রাইভার বেশী নেই। সঙ্গে সঙ্গেই দলপতি হয়ে যাবে তুমি।'

শীতের সময় যখন ট্র্যাক্টরগুলোর সংস্কার হয় ফিওদর মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনের কাছে ঘর ভাড়া করে আর ওগুলো যখন মাঠে নাবে সে তার এক দূর আত্মীয় খ্রুস্‌ৎসভোর কামার কুজমা মোখভের ঘরে থাকে।

সাত বছর আগে ফিওদরের বাবা মারা যান, তার মা দূরবর্তী বনাঞ্চলের এক গ্রামে থাকেন—নাম জাওসিচে। খ্রুস্‌ৎসভো থেকে এটি চল্লিশ কিলোমিটার দূর। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও স্থানীয় যৌথখামারে শণ মেলা বা নিকটবর্তী মাঠে খড় জড় করার মত কাজ করেন। আসলে তাঁর কাজ করার কোন দরকার ছিল না। তাঁর বড় ছেলে, ভরকুতার খনি ইঞ্জিনিয়ার, তাঁকে যথেষ্ট টাকা পাঠায় কিন্তু বাড়িতে

কোনকিছু না করে কেবল একটি ছাগল আর সামান্য এক টুকরো আলুর ক্ষেত দেখে সময় কাটানো বিরক্তিকর।

প্রত্যেক মাসে ফিওদর কিছু বিস্কুট, চিনি আর চা নিয়ে মার সঙ্গে দেখা করে। সে সময় সে কাঠ এনে তাতে করাত চালায়, টুকরো করে জড়ো করে রাখে, ছাগলের জন্য খড় কাটে।

মা প্রায়ই ওকে পীড়াপীড়ি করেন, 'বাছা, উপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের খামারে বদলী হয়ে আয়।'

এটা কিন্তু ফিওদরের পছন্দসই নয়। সে ট্রাক্টর ড্রাইভার, কাজে উৎসাহী, আর এখানে জমি বনে ছাওয়া বলে ট্রাক্টরগুলো প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। খ্রম্‌ৎসভোর জমি দেখার পর কে এই হতচ্ছাড়া জায়গায় আসতে চাইবে? তবু মার মনে সে কষ্ট দিতে চায় না, তাই শুধু বলে ওরা ওকে ছাড়বে না।

এখন কি না যেখানে থাকতে সে অভ্যস্ত সেই জায়গা তাকে ছাড়তে হবে। জাওসিচেতে সে নিজেই থাকতে চায় না, সেখানে মার কাছে স্তেশাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কুজমা মোখভের কাছেও ওকে চাপানো সম্ভব নয়। সে অবশ্য নিজের ঘর বানাতে পারে, যৌথখামার তাকে সাহায্য

করবে, কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ। স্তেশা কি এক বছর, সম্ভবত দু'বছর নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে থাকতে রাজী হবে?

ফিওদর স্তেশার গ্রামে আসাই সাব্যস্ত করল।

তার কোন বন্ধুই বিয়েতে এল না। সবাই মেরামতের কারখানায় ব্যস্ত। মাও আসতে পারলেন না। ষাট বছরের বৃদ্ধার পক্ষে হঠাৎ-পেয়ে-যাওয়া লরিতে করে শীতের ভিতর দিয়ে আসা প্রশ্নের বাইরে। খ্রুম্‌ৎসভো খামারের কাছ থেকে ঘোড়া চাইবার ইচ্ছে হল না তার, সেখানকার সভাপতিও চলে যাচ্ছে বলে অসন্তুষ্ট আর যে খামারে সে তখনও নবাগত সেখান থেকে চাওয়াও অসম্ভব। চাইলেও সম্ভবত পেত না কারণ ঘোড়াগুলো বনে মাল টানার কাজে ব্যস্ত। ফিওদরের মা এক বৈয়াম মধু, ঘরে তৈরী বিয়ারের একটি বড়ো বোতল—এবং এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বছর দশেক রেখে-দেওয়া একখানা সিল্কের শাল পাঠালেন। সুখোব্লিনভো যাওয়া তাঁরই এক বন্ধুর হাতে জিনিসগুলি পাঠালেন আর আশীর্বাদ করে একখানা চিঠি দিলেন। তাতে ছেলে বৌয়ের কাছে অনুরোধ জানালেন, বিয়ে হবামাত্রই যেন ওদের ফটো তুলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সুখোব্লিনভোর জনকয়েক লোক বিয়েতে এল, তারা

সবাই বয়স্ক, গুরুগম্ভীর স্বামীস্ত্রী। একমাত্র বুড়ো ইগ্‌নাতই এল একা; তার বউ স্থানীয় যৌথখামারের সভাপতি; নেমন্তন্ন করা হয়েছিল কিন্তু এল না।

সুখাদ্যের স্তূপে টেবিল ভারাক্রান্ত, মদের ব্যবস্থা প্রচুর কিন্তু হৈচৈ বা আনন্দ অতি সামান্য। লোকজন উঁকি মেরে দেখল, দরজার কাছে দাঁড়াল কিন্তু সংখ্যায় তারা সামান্য— থাকলও না বেশীক্ষণ। বেশীর ভাগ দর্শকই হচ্ছে বাচ্চা, জানলার ভিতর দিয়ে উঁকি মারল তারা। কিন্তু শীতের ঠেলায় আর রাত বেশী হওয়ায় তারাও ভেগে পড়ল।

ফিওদর নিজের বিয়েতে নাচল না পর্যন্ত।

* * *

সাধারণত এই কথা মনে করা হয় যে বিয়ে হল পারিবারিক জীবনের আরম্ভ। দুটি লোক নিবন্ধীকৃত হয়, চমৎকার একটি উৎসবের মধ্যে দিয়ে নূতন একটি পরিবারের হয় উদ্ভব।

একথা ফিওদরের কখনও মনে হয়নি যে বাড়ির আরাম দিয়ে পরিবারের শুরু। সে বা স্তেশা কখনও তাকওয়ালা আলমারি বা পর্দা কিংবা সূপের পাত্রের মত নীরস জিনিস নিয়ে আলোচনা করেনি। এসবের উল্লেখমাত্রই

পীড়াদায়কভাবে গদ্যময় মনে হয়। স্তেশা ভবিষ্যৎ স্ত্রী আর ফিওদর ভবিষ্যৎ স্বামী—এইটুকুই মাত্র ওরা দেখতে পেয়েছে, দেখতে চেয়েছে তারা। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাই, বিয়ের সময়ও তাই। পরের দিন সকালে একই মনোভাব নিয়ে তাদের ঘুম ভাঙল। কিন্তু তাদের গুছিয়ে বসা দরকার—অল্প সময়ের জন্য নয়—দু-এক বছরের জন্য নয়, সারা জীবনের মত। তাদের সংসার পাতা চাই।

কুটিরের অর্ধেকটাই দেওয়া হয়েছে ওদের।

বারান্দার দেয়ালে বাঁকা পেরেকে ফিওদরের সাইকেল গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ঝুলোনো হল। যৌথখামার চালু হওয়ার আগে সেখানে ঘোড়ার কলার ঝুলোনো থাকত। সে সময়ের কথা তার কিম্বা স্তেশার মনে নেই। ফিওদরের বেতার যন্ত্রটি টেবিলের উপর স্থান পেল। সারা সকাল ধরে সে ছাদের বরফ পরিষ্কার করল, এরিয়াল টাঙাল।

স্তেশা তার বিয়ের যৌতুক হিসেবে পেয়েছে কাঠের কারুকাজ করা বিরাট এক সিন্দুক—এত পুরোনো যে কালো হয়ে গেছে। সিন্দুকটা লোহার পাত দিয়ে মোড়া, লোভীর মুখের মত দেখতে তালার চেহারা। সিন্দুকটি হল পরিবারের সম্পত্তি রাখার আধার, পুরোনো দিনের গৃহস্থঘরের ভিত্তিস্বরূপ,

দাদুর যে দাদু তারই সিন্দুক। একটা ক্রুদ্ধ মরচে-ভাঙা আওয়াজে বাক্সটা তার তরুণী কর্ত্রীর সামনে নিজের সম্পদ উদঘাটিত করল — বেরিয়ে এল মাখোরকা, ভেড়ার চামড়া আর প্রাচীন বনাতের ভারী গন্ধ।

একেবারে উপরটায় একজোড়া বেশ ছিমছাম চেহারার উঁচুহিলওয়ালা জুতো এবং সেই নীল সিল্কের পোষাকটি, যেটি খ্রিস্ত্‌সভোর উৎসবে ফিওদর স্তেশাকে যখন প্রথম দেখে, সেই সন্ধ্যায় সে পরেছিল। এই সেই মাখোরকার গন্ধ যা সে পারিবারিক সিন্দুকটি থেকে তার সুন্দর পোষাকটির ভাঁজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

ছিমছাম জুতো জোড়ার সঙ্গে পোষাকের তলায় একজোড়া চামড়ার বুট — এটাও কায়দা-দুরস্ত, কিন্তু কায়দাটা বহুদিন আগেকার — মাঝামাঝি হিল, সামনের দিক চোখা, উপরটা উল্টোনো। তার পর দেখা দিল বনাতের তৈরী মেয়েদের শীতের কোট, কোমরের কাছে অগুনতি ভাঁজ, ওজন ১৮ সেরের কম নয়। ফিওদরের অস্পষ্ট স্মৃতিতে তার শৈশবে এরকম কোট দেখেছে বলে মনে হল। এর পর এল সূঁচের কাজ করা পোষাক, সাধারণ পোষাক ও উৎসবের পোষাক, চামড়ার লোমের কোট, বনাতের তৈরী কোট — পুরোনো সিন্দুকটিতে কত জিনিসই না ভরা থাকতে

পারে। শেষটায় একেবারে নীচে দেখা গেল বাড়িতে বোনা— পুরোনো কায়দার নানা স্কার্ট--লাল, হলুদ, নীল ফিতে দেওয়া।

এ সব জিনিসকে বারান্দায় টাঙানো হল। স্তেশা পরল একটা পুরোনো দিনের পোষাক। তাতে ফুটে উঠল তার সুদৃঢ় তরুণ দেহের প্রতিটি ভঙ্গী। এক হাতে কাঁধের উপর শাল ধরে অন্য হাতে লাঠি নিয়ে একটা কোটকে সোৎসাহে পিটিয়ে ধুলো আর তামাকের গন্ধ ছাড়াতে লাগল, তার মা, আলেভতিনা ইভানভনা, ফিওদরের শাশুড়ী, সাহায্য করতে লাগল তাকে।

'অত জোরে নয়, বাছা, অত জোরে নয়, বনাতটা ছিঁড়ে যেতে পারে,' উপদেশ দিল সে।

বৃদ্ধ বেরিয়ে এল বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে গোঁফ জোড়ার প্রান্ত কামড়াতে লাগল, ঝুলে-পড়া ভ্রূর নীচে ম্রিয়মাণ চোখদুটি আনন্দে চকচক করছে। ফিওদর তার হতভম্ব ভাব চেপে রাখতে পারল না।

'কিন্তু আমাদের এ সবের কী দরকার?' বেড়ার উপর ঝুলন্ত পুরোনো কায়দার পোষাকগুলোকে দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করল। 'ঐ রামধনুর মত জিনিসটা পরে গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া যাবে না—কুকুরগুলো পাগল হয়ে পিছু

পিছু ছুটে আসবে... বরং এগুলো কোথাও বিক্রি করে দিলে হয়।'

বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ চোয়ালের হাড়ের উপরটা রক্তিম হয়ে উঠল। 'আমাদের কাছে যা আছে তাই দিয়ে কাজ চালিয়েছি। এর চাইতে ভালো কিছু তোমাকে দেবার নেই আমাদের। ইচ্ছে করলে এদের ফেলে দিতে পার, সে তোমার ব্যাপার।'

'ফেলে দিয়ে কী হবে? সহরের ক্লাবকে দিলে কাজে লাগবে। সেখানে নাটকে বণিক বৌদের পোষাক বানাতে পারবে।'

'তুমি ত এগুলো জমাওনি। এদের বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার তোমার নেই,' খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করল বৃদ্ধা। 'এই পোষাক ছিল আমার ঠাকুরমার, পরে আমার মায়ের। এ ভাবে আমার কাছে এসেছে। এরকম সূঁচিকাজ কোথায় পাবে তুমি আজকাল? প্রয়োজন?... কার কাছে?... এদের থিয়েটারে পাঠানো হবে, বটে! দ্যাখ্, স্তেশা, তোমার স্বামী তোমাকে শেষ করতে পারে।'

'মা, চুপ কর, ও শুধু রসিকতা করছে,' সান্ত্বনা দিয়ে স্তেশা বলল। 'এগুলোর জন্যে ত আর ঘরের কোন ক্ষতি হবে না, কোন না কোন সময় কাজে লাগবে।' তার কণ্ঠ করিৎকর্মা মেয়ের মত।

'তুমি ভাল বৌ পেয়েছ, চমৎকার বৌ,' বৃদ্ধা বলল। 'এ হল আসল গিন্নী মেয়ে, সত্যিই তাই।'

বৃদ্ধার গলা শুনে আর বুড়োর ভাঁজওয়ালা মুখ দেখে ফিওদর বুঝতে পারল ওরা দু'জনেই তখনও রুষ্ট। সামান্য এই বিরক্তি প্রায় অলক্ষ্যগোচর, হঠাৎ মিলিয়ে গেল, ভুলে যাওয়া হল কিন্তু বিরক্তিত বটেই — একটা সাংসারিক সংঘর্ষ।

সন্ধ্যা নাগাদ সবকিছু ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা হল। স্তেশা মেঝে নূতন করে ধুল, ঘরগুলো থেকে উঠল টাটকা মিষ্টি গন্ধ। টেবিলের উপর সাদাসিধে সাদা কাপড় বিছোন। ফিওদর জানে আর একটি টেবিল-ক্লথ আছে, ফুল আঁকা আর ঝালর লাগান কিন্তু বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য স্তেশা সেটিকে তুলে রেখেছে। পালিশ করা বেতার যন্ত্রটি কাপড়ের উপর চকচক করছে, জানলায় ঝুলছে নেটের পর্দা। জানলার তাকের উপর একটি খর্বাকৃতি রবার গাছ, এটিকে আনা হয়েছে বৃদ্ধদের ঘর থেকে। গম্ভীর চেহারার সিন্দুকটি উজ্জ্বল রঙের কাপড়ের ফালি দিয়ে ঢাকা। আলোর ঢাকনাটা ঘরে তৈরী, কাগজের। ফিওদর ঠিক করল একটা নতুন ঢাকনা কিনতে হবে, উপরে সবুজ, নীচে সাদা।

সার্ট খুলতে খুলতে চারদিকে চেয়ে একটা শান্তিভরা আনন্দ পেল সে। এই হল সেই জিনিস, একেই বলে পারিবারিক জীবন। বেতার যন্ত্র, আলো, সাদা টেবিল-ক্লথ — ছোটখাট সব জিনিস — কিন্তু সংসারের পক্ষে একান্ত দরকারী। অবিবাহিতের অসুবিধে আর নয় — আরামী গার্হস্থ্য জীবন, তার নিজের পারিবারিক নীড়।

স্তেশা বিছানায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছে, ভ্রূ কুঞ্চিত। এখন তাকে ফিওদরের খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে — এই গার্হস্থ্য আরামেরই অংশ বিশেষ সে। ফিওদর উঠে গিয়ে হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। স্তেশা কাল পর্যন্তও তার ছোঁওয়ায় কেঁপে উঠেছিল, আজ সে তাকে সরিয়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, 'একটু দাঁড়াও, চিরুণীটা ভেঙে ফেলবে দেখছি।' ফিওদর অবাক হল না বা আঘাত পেল না। তারা ত পরিবার গঠন করেছে। পারিবারিক জীবনে এ ধরনের জিনিসকে ত স্বাভাবিক বলেই নিতে হয়।

* * *

কাইগোরোদিসের মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে ওরা দলপতি সলভেইকভের কথা জানতে পেল এবং পরিচালক নিজেই ফিওদরকে ট্রাক্টর দেখাবার ভার নিল। ফিওদর অফিস ঘরের

দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে করতে তার নামের উল্লেখ শুনতে পেল।

‘ও কী করে এল আমাদের কাছে?’

‘স্নুখোব্লিনভোর একটি মেয়েকে বিয়ে করে তার মা বাবার সঙ্গে থাকতে এসেছে।’

‘খাসা মেয়ে! আমাদের একজন কাজের লোক এনে দিয়েছে।’

পরিচালক আনাস্তাস পাভলভিচের চালচলন সম্ভ্রান্ত, গলার স্বর গম্ভীর কর্তৃত্বসম্পন্ন—ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা ভারিক্কি মর্যাদার ভাব আছে। সে ফিওদরকে সহজ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গ্রহণ করল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাকতে সুরু করল ফেদিয়া বলে।

‘জান ফেদিয়া,’ ট্র্যাক্টরের চাকার দাগওয়ালা বিরাট প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বলল সে, ‘আমার মনে পড়ে যখন ছোট্ট ছিলাম, দৌড়ে বেড়াতাম গ্রামের ভেতর। এখানে একটি লোক ছিল, তাকে সবাই ডাকত “কোকিল” বলে। লোকে তাকে জিজ্ঞেস করত, “এই কোকিল, এমন সুন্দর চকচকে ঘোড়াটাকে তুমি দড়ির লাগাম পরাও কেন? এত গরীব ত তুমি নও। এর চাইতে ভাল কিছু লাগাতে পার না?” কিন্তু সবসময়ে সে একই উত্তর

দিত, "ঘোড়াটা যেমন কাজ করছে ঠিক তেমনিই করবে। ভাল চামড়ার লাগাম লাগালেও এর চাইতে ভাল মাল টানবে না।" আর জান ফেদিয়া, আমাদের এই মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনটি অনেকটা ঐ কোকিলের ঘোড়ার মত। এই ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে দেখ।' পরিচালক ক্যাটারপিলার ট্রাক্টরের পাশাপাশি সাজান সারি দেখাল। 'এদের ছাউনি কিন্তু—যে কোন পুরোনো কায়দাতে তুললেও চলে। আমরা চালা তৈরী করে উঠতে পারছি না আর কারখানাটাও কোন রকমে জোড়াতালি মেরে চলছে। তুমি কমসমোল সদস্য, ভয় পাবার ছেলে নও তুমি। এ জন্যই আমি সরাসরি তোমাকে এ কথা বলছি... দেখতে পাচ্ছি তুমি কী ধরনের লোক। এ তোমার চোখে লেখা আছে। উপযুক্ত লোক পেলে আমরা এগিয়ে যাব পুরোদমে।'

ফিওদর ইঁটের তৈরী একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পেল, অনেকটা গ্রাম্য কামারশালার মত, দরজা খোলা আর অন্ধকার—ভিতরটায় ওয়েল্ডিং যন্ত্রের সবুজ অগ্নিশিখা। কাছেই একটা লম্বা বৈশিষ্ট্যহীন দালান, আস্তাবল বা চালা হতে পারে। ফিওদর এটাকে কারখানা বলে ধরে নিল। এর পিছনে পাশাপাশি একসঙ্গে দাঁড়ান

লাল ও নীল রঙের কম্বাইনগুলি, চাকার উপরের অংশ বরফে ডোবা।

'কোকিলের খামারই বটে,' ভাবল ফিওদর। 'আর আমি আমার মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন ছাড়লাম এরই জন্য — বাজের বদলে কোকিল।'

'আমি নিজেও এখানে নতুন, বুঝলে হে,' পরিচালক সানন্দে বলে চলল, 'মাত্র মাসখানেক আগে কাজে লেগেছি... কর্মীদের প্রয়োজন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু আমি জিনিসটাকে এই ভাবে দেখি: কাজের ভার নিলে দক্ষ লোকগুলোর জন্য নিজের সবকিছুও দিতে দ্বিধা করা উচিত নয়, এতে শেষ পর্যন্ত ফল ফলবে।'

'এত মিষ্টি কথার দরকার নেই, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না,' বিষণ্ণভাবে ভাবল ফিওদর।

'এই যে তোমার ট্রাক্টর — আর এই একজন ড্রাইভার। চিঝোভ, এই তোমার নতুন দলপতি — সলভেইকভ। তুমি এর নাম শুনেছে হয়ত — ভালো লোক। আচ্ছা, আমি চললাম, এবার তোমরা আলাপ কর।'

পরিচালক ফিওদরের সঙ্গে করমর্দন করে চলে গেল। চিঝোভ পিছন ফিরে এক মুঠো চর্বি-মাখা ফেঁসো নিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা মুছতে লাগল।

ফিওদর জানতে পেরেছিল, স্তেশার পুরোনো প্রণয়াকাংক্ষীটি এই মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনেই কাজ করে কিন্তু তাকে যে চিঝোভের সঙ্গেই কাজ করতে হবে এরকম সম্ভাবনার কথা কখনও মনে হয়নি। সে তার কথা আমলেই আনেনি — ভুলেই গিয়েছিল।

'ও হে ছোকরা, তোমার কি মুখটুক আছে না শুধু পাছা সর্বস্ব?'

'কী চাও তুমি?' চিঝোভ মুখ ঘুরাল মনমরাভাবে।

'হ্যাঁ, এই ত চাই। কেমন আছ, এস, আলাপসালাপ করি, আমি ফিওদর।'

আড়চোখে ফিওদরের এগিয়ে-দেওয়া হাতখানার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে অনিচ্ছুকভাবে সেটাকে গ্রহণ করল।

'আচ্ছা, তোমার কী খবর?'

'রাগারাগি না করে পরিচয়টা জমুক। আমি ভদ্রতা পছন্দ করি।'

'আমাকে যদি ভাল না লাগে তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলা কেন?' চিঝোভ আবার ফেঁসো কুড়িয়ে নেয়।

'বলতেই হবে। আমাদের কাজ করতে হবে একই সঙ্গে যে। ঘুরে ঠিকভাবে কথা বল। মেরামতের কাজ কেমন এগুচ্ছে?'

চিঝোভ অশিষ্টভাবে কাঁধটাকে আধা বেঁকিয়ে কারখানার ছাদের দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সে সব কর্তাদের খুব জানি যারা সবকিছু শেষ হলে এসে হাজির হন।'

'ও, তবে ত দেখছি সবকিছুই হয়ে গেছে। তাহলে যে ট্র্যাক্টরটা নিয়ে তুমি ব্যস্ত সেটা বুঝি অন্য দলের?'

'দুটো ট্র্যাক্টর রেডি। এটার কাজ বাকি। ব্যস্।'

'এটা বলার মত কিছু নয়, না? শীত শেষ হতে চলল, মার্চ এল বলে, দুটো সারাই হয়েছে, একটা ধরাই হয়নি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এটার অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে।'

'তোমার মত ব্যস্তবাগীশ লোক খুব জানা আছে আমার।'

'ট্যাঙ্কে পেট্রোল আছে?'

'হ্যাঁ। এটাকে কারখানায় পাঠাতে হবে।'

'বেশ, কাজে লাগা যাক তাহলে। চালাও এটাকে।

চিঝোভ কিছুই বলল না।

'বোধ হচ্ছে তোমার চালাবার ক্ষমতা নেই? একটু সর দেখি, আমিই চালাচ্ছি।'

সাবধানে চিঝোভকে একপাশে সরিয়ে সে হাত রাখল চালানর হ্যাণ্ডলের উপর—অভ্যাস বশে সমস্ত শরীরের

ভার দিয়ে ওটাকে নীচে ঠেলে দিল। ইঞ্জিনটা সাঁ সাঁ শব্দ করে কয়েকবার খাবি খেয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

'এর গোলমালটা কোথায়?'

'তুমি ত কর্তা, তোমারই সেটা সবচাইতে ভাল জানা উচিত।'

'ঠিক বলেছ। ঢাকনাটা তোল দেখি।'

যত আস্তে আস্তে সম্ভব চিঝোভ আদেশ মত কাজ করল। ফিওদর ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল।

'ওহে ছোকরা, আমি ট্রাক্টর ড্রাইভার, চিমনি সাফাইকারী নই। এটাকে কারখানায় নেবার আগে যতক্ষণ না ইঞ্জিনটা বুড়ো মানুষের টাকের মত চকচক করে ততক্ষণ পালিশ কর। বুঝলে কথাটা? ... বলছি, কথাটা বুঝলে?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'তাহলে, তাই কর।'

ফিওদর পকেটের মধ্যে হাত পুরে পিছনে না তাকিয়ে আনমনাভাবে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে আর কিছুই করার ছিল না, কিন্তু সে ইচ্ছে করে সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য চল্লিশ মিনিট কাটাল—কারখানা দেখল, তারপর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারী-টাইপিস্ট মাশেঙ্কার সঙ্গে অল্পস্বল্প ফষ্টিনষ্টি

করল। মেয়েটির গোলাপী গালওয়ালা বড়সড় মুখ, শণের মত চুল বব করা, সাদা গলায় এক ছড়া গুটির মালা।

চিঝোভের ট্রাক্টরের কাছটায় ফিরে এসে সে দেখতে পেল ওটা পরিত্যক্ত, ঢাকনা খোলা, ইঞ্জিনের সেই একই নোংরা অবস্থা, মরচে-পড়া চাকার উপর অযত্নে পড়ে-থাকা তুলোর ফেঁসো।

চিঝোভকে দেখতে পেল কারখানায়, লেদের পিছনে চুল্লির পাশে অন্ধকার কোণায় বসে আছে। দৃষ্টিতে ক্রোধ। ফিওদর শান্তভাবে তার পাশে বসল, সিগারেট ধরাতে একটু সময় নিয়ে, নীচু গম্ভীর গলায় বলল:

'আচ্ছা, কী ব্যাপার? আমরা কী সব সময়েই ঝগড়াঝাটি খেয়োখেয়ি করব?'

'তুমি কি আমাকে একা থাকতে দেবে না? কী চাও তুমি? আমি কি মিনিটখানেকও শান্ত হয়ে থাকতে পারব না? শিকার-খোঁজার মত এখানেও এসে তুমি হাজির হচ্ছ।'

'শান্ত হও। এ কেবল আজ বা কালের কথা নয়, হপ্তাখানেকের ব্যাপার নয়। সব সময়ে আমাদের কাজ করতে হবে একসঙ্গে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, পুরোনো শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা ছাড়তে হবে। বোকার মতো তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট করব না। তোমার চাইতে খারাপ লোককেও আমি টিট করেছি।'

লোকজন এদিকে ওদিকে যাচ্ছিল কিন্তু পাশাপাশি বসে থেকে তারা যে ধীরেসুস্থে কথা বলছে সেদিকে কেউ বিশেষ নজর দেয়নি — দেখে যতটা মনে হয় তাতে দুই বন্ধু একটু উষ্ণ আরাম ও ধূমপানের জন্য সেখানে এসেছে।

'আমাকে চোখ পাকানর কোন মানে নেই। এ ভাবে তোমার আদৌ সুবিধে হবে না...'

'আমাকে শাসিও না। তোমাকে ভয় করিনে।'

'ভয় দেখাচ্ছি না। আমি শুধু যুক্তি দেখিয়ে খোলাখুলি-ভাবে কথাগুলো বলতে চাই।'

বৈদ্যুতিক যন্ত্রে শক্তি সঞ্চারের চালা থেকে পরিচালকের আবির্ভাব হল, বুক-খোলা কোট ঘষা খেল লেদের সঙ্গে, চুল্লির কাছে দু'জন লোককে পাশাপাশি বসে দেখে মনে হল যেন বহুদিন ধরে পরিচিত তারা। একটু হেসে উঠল সে:

'কী, একটু তাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে বুঝি? তোমরা দেখছি সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধু বনে গেছ।'

'আমাদের আলাদা থাকা চলে না,' বলল ফিওদর।

'বাঃ, ভাল কথা। শরীরটাকে তাতিয়ে নিয়ে আবার কাজে লেগে যাও।'

লোকটি চলে যাবার পর ফিওদর সিগারেটের টুকরোটা চুল্লিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'চল, যাওয়া যাক।'

চিঝোভও উঠে দাঁড়াল, দৃষ্টি মেঝের উপর।

* *

পুরোনো স্কুলটি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক কাইগোরোদিসে গ্রামের বাইরে, মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের পাশাপাশি। যে ব্যক্তি এই স্কুলঘরটি তৈরী করেছিল সে যথার্থই বিশ্বাস করত যে ছাত্রদের প্রয়োজন প্রচুর সূর্যালোক ও মুক্ত বাতাসের। চার দিকে থাকা চাই ঘাস ও গাছ। স্কুলটি দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝখানে—বাড়ীটার জানলাগুলো বড়, সিলিং খুব উঁচু। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই শিশু প্রেমিকের মনটি ছিল চুল্লির মত গদ্যময় জিনিসের ঊর্ধে। ক্লাশরুমগুলোর জানলা প্রশস্ত আর সিলিং উঁচু বটে কিন্তু গোল চুল্লিগুলো ছোট্ট। দরজা এত অপরিসর যে হাত গলানও অসম্ভব। গরমের সময় জানলার ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকে বাড়িটাকে অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ছাড়ে। শীতের সময় বরফের ঘর। গভীর বরফের ভিতর দিয়ে ছেলেদের দীর্ঘ পথ চলতে খুবই কষ্ট হয়। শিক্ষক ও আঞ্চলিক জনশিক্ষা বিভাগের

কর্মীরা বাড়ি বানানেওয়ালাকে অভিশাপ দিত। শেষ পর্যন্ত গ্রামের মাঝখানে একটি নূতন স্কুলবাড়ি তৈরী হল — সাধারণ দোতলা বাড়ি, তার জানলা সিলিং সাধারণ আর চুল্লিগুলো ভালো। পুরোনো স্কুলটা দেওয়া হল মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের হাতে। এর অর্ধেকটাকে করা হল পরিচালকের ও প্রধান মেকানিকের থাকার ঘর আর বাকি অর্ধেকটা ড্রাইভারদের আস্তানা।

আগেকার ক্লাশরুমের দু'পাশে পাতা হল চওড়া চর্বি মাখা তক্তা। মাঝখানে একটা পুরোনো পেট্রোলের পিপে দিয়ে কাজ-চালান-গোছের চুল্লি। এর ভিতর থেকে একটা কালো লোহার নল সোজা ছাদ বরাবর বাইরে গেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে কেনা নূতন গদিগুলোকে তক্তার উপর বিছোন। বালিশ নেই কিন্তু পরিচালক তার জন্য পাখনা কেনার নির্দেশ দিয়েছে।

দিনভর ফিওদর একবারও স্তেশা বা বাড়ির কথা স্মরণ করেনি কিন্তু যখন সে জড়ান কোটটার উপর মাথা রেখে বাল্‌বের আলোয় দেয়াল ও সিলিং-এর উপর চুল্লির নলের বাঁকা ছায়া দেখতে লাগল, তখন সে বিষণ্নভাবে উপলব্ধি করল আজ সবে সোমবার। আরও পাঁচদিন বাদে রবিবার — পাঁচদিন তাকে কাটাতে হবে ঘরে না গিয়ে, স্তেশাকে না দেখে!

চওড়া জানলার উপর কুয়াসার ভিতর দিয়ে কেবল রাত্রির কালিমা দেখা যাচ্ছে। এক কোণায় একটি লোক একর্ডিয়নে একই সুর বাজাচ্ছে বার বার। কয়েকজন ড্রাইভার টেবিলে সাপার খাচ্ছে, একটা ঝুল কালো কেটলি থেকে ভর্তি করছে চায়ের মগ... আর স্তেশা বোধ হয় বসে আছে তার বিছানায়, ঘনচুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে—সম্পূর্ণ একা সে। আর আছে বেতার যন্ত্রটি, সিন্দুকের উপরে রঙীন কাপড়, টেবিলে সাদা ঢাকনা। মনে পড়ছে তার বিলাসবাহুল্য বর্জিত আরাম, তার নিজের ঘর ছোট প্রদীপের শিখায় আলোকিত। 'কালকেই আমি একটা আলোর ঢাকনা কিনব,' ভাবল সে। 'দেখব দোকান ঘুরে। বাছাই করে কিনব পছন্দসই দেখে।'

পরের দিন আসতে সে কিন্তু দোকানের কাছেও গেল না। তার দলের আরও তিনজন ড্রাইভার এল গ্রাম থেকে, ইঞ্জিন নাবিয়ে পরিষ্কার ও পালিশ করে দিনটা কাটিয়ে দিল। ফিওদর ওদের কাজ তদারক করল, ঢাকনার কথা গেল মনে চাপা পড়ে—আসলে সে এর কথা ভুলে যায়নি কিন্তু তার সময় ছিল না, ঢাকনা কেনা বন্ধ রাখতে হল।

চিঝোভ চোখ না তুলে চুপচাপ কাজ করল, আপত্তি না জানিয়ে নির্দেশমতই কাজ করে গেল।

ট্রাক্টরটাকে যাচ্ছেতাইভাবে অবহেলা করা হলেও এটা চলেছিল মাত্র এক বছর। এজন্য খুব সামান্যই পরিষ্কার, সংস্কার বা বিয়ারিং বদলের দরকার হল।

চিঝোভের রূঢ়তা আর আশেপাশের অচেনা লোকের দল ক্রমশই ফিওদরকে ঘরের চিন্তায় প্রায় পাগল করে তুলল। মাত্র একটি দিনের জন্যও ঘরে যেতে পারলে অনেক ভালো বোধ করে ফিরে আসত সে; আর যাই হোক, সব সময় বউয়ের গাউন ঘেঁষে থাকার লোক সে নয়।

'কমরেড সলভেইকভ!'

তার পিছনে দাঁড়িয়ে মাশেঙ্কা। কলারের কাঠবিড়ালীর লোমে তার চিবুক গোঁজা।

'আপনাকে অফিসে যেতে হবে,' বলল সে।

'মাশেঙ্কা, পথ দেখাও, পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমি অনুসরণ করব!'

'এরকম কথা আমার ভালো লাগে না। আপনার স্ত্রী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাশেঙ্কা মোচড় মেরে চলে গেল।

স্তেশা বসে আছে অফিসে, তার নূতন ফেল্ট বুট ও নতুন চামড়ার লোমের কোট পরে নরম শালখানা সুশ্রীভাবে

মাথার উপর রাখা, কেবল দেখা যাচ্ছে সাদা নাকটি আর গোলাপী গালের সামান্য অংশ।

পরস্পরকে সংযতভাবে অভ্যর্থনা জানাল তারা — আরও লোক রয়েছে সেখানে।

'মাখন কারখানা থেকে একটা লরি আসছিল, তাতে করে চলে এলাম।' চারদিকে লোক থাকায় স্তেশা লজ্জা পেল।

'কী এনেছে লরিটা?' ফিওদর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল যেন ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'কিচ্ছু না। ওটা ছিল খালি। আমাদের জন্য প্যাকিং বাক্স নিয়ে গিয়েছিল।'

ওরা এল উঠোনে। স্তেশা ফিওদরের কাঁধে ভর দিল।

'ফেদিয়া, তোমাকে ছেড়ে আমার এত ফাঁকা লাগছে। সবে বিয়ে হল আর তুমি কি না পালিয়ে এলে। বোধ হয় কাজটা তোমার বৌয়ের চেয়ে বেশী দরকারী।'

'আমি নিজেও জানি না কী করে রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর যাই হোক তুমি ত বাড়িতে আছ কিন্তু আমি এত দূরে...'

'তুমি চলে আসতে পার না -- কেবল হপ্তাখানেকের জন্য? বড়ই অধৈর্য হয়েছিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে এলে এখানে — আমরা ত একসঙ্গে থাকতেই পেলাম না।'

ফিওদরের দিকে ব্যগ্র ও গম্ভীরভাবে চাইল সে। দৃষ্টিতে আর সেই কিশোরীসুলভ নিশ্চয়তা নেই যাতে সে ভাবতে পারে ফিওদর তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। সে চলে এসেছে, ও উতলা হয়ে উঠেছে। এমন কথাও ভাবা অসম্ভব নয় যে ফিওদর অন্য কোন মেয়ের পিছনে লেগেছে, তার মত লোককে কদাচ বিশ্বাস করা চলে না। ফিওদর স্তেশাকে জড়িয়ে ধরে তার সন্দেহভরা চোখে চুমো খেতে চাইল কিন্তু উঠোনের মাঝখানে চারদিকে লোকের মধ্যে তা সম্ভব নয়।

'তুমি ঠিক বলেছ, স্তেশা, আমি বড়ই অধীর হয়ে উঠেছিলাম, তোমার কাছে আমার আরও একটু থাকা উচিত ছিল!'

সংসারের আজে বাজে কথা, আলোর ঢাকনা, অসুস্থ হয়ে খাওয়া বন্ধ করা আধ-বয়েসী শুয়োরছানা, এই সব বলে ওরা ঘণ্টাখানেক উঠোনে পায়চারি করল।

সন্ধ্যায় পরিচালকের অফিসে গিয়ে ফিওদর এক সপ্তাহের ছুটি চাইল।

'তরুণী ভার্যা, কী বল?' পরিচালক চোখ টিপল।

'বউ হলেই কি আর না হলেই কি, আসল কথা

এই, মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, আমার এখানে আর করার বিশেষ কিছু নেই।'

'আমি ভাবছিলাম তোমাকে শিবানভের দলটির ভার দেব। আসলে তুমি সবকিছুই তৈরী পেয়েছিলে। ট্র্যাক্টরগুলোও নতুন।'

'কী বলছেন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি। তোমাকে বাড়ি আমি যেতে দেব কিন্তু সেখানে তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি তোমাদের সুখোব্লিনভো খামারের সভাপতিকে জান?'

'ভারভারা স্তেপানভনা? আমি তার কথা অনেক শুনেছি কিন্তু এখনও তার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'সে খাটে খুব, কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়, তবু কাজকর্ম ঠিক চলছে না ওখানে। আমি শুনেছি, আমাদের ট্র্যাক্টর সুখোব্লিনভোর মাঠে যত অকেজো হয়ে পড়ে থাকে এমন আর কোথাও নয়। অবশ্য এজন্য আমাদের ড্রাইভারদের দোষই বেশী, সেটা অস্বীকার করা চলে না। একটি ছেলেকে এক বছরের শিক্ষার পর সরাসরি তার কাজের ভার নিতে হয়। কিন্তু ভারভারার উচিত ছিল ছোকরাদের উপর নজর রাখা, ওদের দিয়ে ঠিক মত কাজ করান। আমি এখানে বেশীদিন আসিনি কিন্তু এর মধ্যেই দেখেছি,

সে আমাদের ছেলেগুলোকে বিশেষ পছন্দ করে না। গোশালার ঠিক পাশেই প্রচুর সারের স্তূপ হয়ে আছে; এগুলোকে মাঠে নিয়ে যাওয়া দরকার। ঘোড়াগুলো এ কাজ করে উঠতে পারছে না। তুমি একটু সাহায্য কর! কিন্তু মেরামতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দেব না। এ তোমার মনমত হোক চাই নাই হোক। আমার নিজের একটা ইচ্ছা বলে জিনিস আছে, বুঝলে ভায়া।'

হস্টেলে এসে ফিওদর দেখল, সবাই ঘুমিয়ে আছে, কেবল চিঝোভ রাতের খাবার খাচ্ছে। কড়া সেদ্ধ ডিমে নুন মাখাচ্ছে সে।

ফিওদর তার স্ত্রীর নিয়ে-আসা বাড়ির তৈরী খাবার সাজাল টেবিলে—দই বড়া, মাংসের কোর্মা আর এমনি সব সুস্বাদু খাবার।

'কেটলি গরম?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'যাচ্ছেতাই... এই যে, যদি ইচ্ছে হয় এর থেকে কিছু চেখে দেখতে পার। যদি ভাব আমার এই খাবার খেয়ে তোমার অসুখ করবে তাহলে খেয়ে কাজ নেই।'

'না, ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, শোন এবার, তোমার এই গুমরান ভাব কবে

দূর হবে? আমাকে দিয়ে অতো সাধিও না। এত রাতে খাচ্ছ, গিয়েছিলে কোথায়?'

চিঝোভ লাল হয়ে উঠল।

'সিনেমা দেখতে।'

'একা?'

'না... কয়েকটি ছেলের সঙ্গে।'

এটা সত্যি নয়। সে মাশেঙ্কার সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল, সারা সন্ধ্যা মাশেঙ্কা তাকে বলেছে তার দলপতি সলভেইকভ কত খারাপ, কত শঠ—সব মিলিয়ে কত জঘন্য।

রাতটা ফিওদর আর চিঝোভ পাশাপাশি তক্তার উপর শুয়ে ঘুমোল।

* * *

ফিওদর আর তার শ্বশুর গরমজলের ভাপে একসঙ্গে স্নান করে বাড়িতে তৈরী বিয়ার পান করল। ফিওদর এখন বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে।

পরিষ্কার পোষাকে বেশ আয়েসী ঠাণ্ডা লাগছে। মাথার কাছে প্রদীপের মৃদু সাঁ সাঁ শব্দ। গলার নীচে নরম বালিশের ওয়ার ঠাণ্ডা, এত নতুন যে মনে হচ্ছে বরফের গন্ধ মাখা। হ্যাঁ, ঘরে থাকা আরামের বটে।

পড়া বন্ধ না করে বালিশের উপর থেকে কান তুলল সে, শুনবার চেষ্টা করল — ঐ কি দরজার শব্দ, স্তেশা আসছে না কি? 'ওঠ ত, সাপারের সময় এখন,' বলবে সে, 'মনে হচ্ছে বই-এর সঙ্গে আটকে গেছ!' তার গলার স্বর ঈষৎ বিরক্তিভরা মনে হবে — একটু তিরস্কারের মত... গৃহিণীর কণ্ঠস্বর! না, কোন শব্দই নেই, স্তেশা এখনো আসেনি; আবার সে বইয়ে মন দিল।

লোকে যখন ফিওদরকে জিজ্ঞেস করে তার প্রিয় লেখক কে, সে বলে: 'লেভ তলস্তয়, চেকভ...' অথবা সে যে খুব পড়াশুনো করেছে তা দেখাবার জন্য হয় ত গুস্তাভ ফ্লবেয়র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু এগুলো নিছক কথার কথা, আসলে সে দুমা আর জুল ভার্ণের ভক্ত।

প্রদীপটা মৃদুভাবে সাঁ সাঁ করছে... কাঁচের পাশ দিয়ে হাঙ্গরগুলো সাঁতরে গেল আর জাহাজের দিকে চেয়ে দেখল, সবুজ জলের মাঝখানে জেলি মাছগুলোকে দেখাচ্ছে ভূতুড়ে... স্তেশা রান্নাঘরে, চুল্লির পাশে দাঁড়িয়ে, সে কাছে আসবে, তার সমস্ত মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠেছে — ছুঁলে উত্তপ্ত মনে হবে... এতক্ষণ ধরে সে করছে কী?

হ্যাঁ, ঘরে থাকা আরামের। এমনকি চলে যাওয়াও ভাল; মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে থাকা আর তক্তার উপর ঘুমোন।

সব সময় নরম বালিশ আর টেবিল-ক্লথ আর আরামী বিছানা নিয়ে থাকলে এতে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, বিরক্তি আসবে, এমনকি তার স্ত্রীর দামও কমে যাবে তার কাছে। কিন্তু কারখানায় ছুটাছুটি করলে, হপ্তাখানেক শক্ত গদিতে শুয়ে কাটালে, উনুনের তাপে রক্তিম কপোল স্তেশার কথা অনেকবার মনে পড়বে আর একটা সাধারণ পরিষ্কার বালিশের ওয়ার আনন্দের শিহরণ জাগাবে—সবকিছুই খুশিতে ভরা, সুখ আছে সবকিছুতেই, এমনকি মেঝেতে বিছোন মাদুরটার মধ্যেও। ঘরে থাকা কী আরামের!

ফিওদর বইখানা বুকের উপর ফেলে রাখল, ছাদের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

নরম ফেল্ট বুট পায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল স্তেশা।

'এস, ওঠ, সাপার তৈরী।'

ফিওদর কিছুই বলল না। তার নরম মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি, তার কুঞ্চিত কেশ পড়েছে কপালের উপর। ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

* * *

গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাস্তাটির বরফ সাফ করা হয়েছে। ইঁদারার চারপাশ থেকে বরফ কাটা। বুড়ো সিলান্তি পেত্রোভিচ উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একটা

কুড়োল নিয়ে, লোমশ টুপির তলা থেকে উঁকি মেরে দেখছে গেটের দরজার আড়াআড়ি বর্গাটাকে। পাইন কাঠের একটা বড় খণ্ড পড়ে আছে তার পায়ের কাছে।

সবে ভোর কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বরফ পরিষ্কার করে ফেলেছে, ইঁদারার চারপাশটা সাফ করেছে। এখন ভাবছে, বিশ্রীভাবে ঝুলে-পড়া পুরোনো বর্গাটাকে পাল্টাতে হবে। ফিওদরের বিবেকে লাগল। যখন সে ঘুমিয়েছিল তখন থেকেই বৃদ্ধটি কাজ করছে।

সিলান্তি পেত্রোভিচ সম্পর্কে কয়েকটি জিনিস সে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করে ঘরে ফেরার সময় রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া একটা ঘোড়ার পায়ের ক্ষয়ে-যাওয়া নাল আস্তিনে লুকিয়ে আনতে দেখেছে। অনেক অংশে ভাগ-করা একটা লম্বা বাক্স ছিল বারান্দায় — কয়েকটা অংশ চওড়া, বাকি অংশ এত সরু আর গভীর যে দস্তানা দিয়ে বন্ধ করা চলে। এরই একটা খোপের ভিতর ঘোড়ার পুরোনো নাল ঢুকল। সম্ভবত এটা বৃদ্ধের জীবনে কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু কে বলতে পারে, হয়ত বা লাগবে — হয়ত প্রয়োজনের মনে হবে। পড়ে থাক 'ওখানে, ওটা ত আর রাস্তার ওপর নেই। ফিওদর জানত, একবার বললেই হল;

'বাবা, শুয়োরের ঘরের এক দিকটা নড়বড়ে, এর একটা খিল দরকার,' কিম্বা 'তোমার কাছে কি পেরেক আছে? স্তেশা আয়নার নীচে একটা ছবি টাঙাতে চায়,' আর সঙ্গে সঙ্গে সিলান্তি পেত্রোভিচের বাক্স থেকে বেরিয়ে আসবে ভারি খিল আর ছোট পেরেকটি।

বৃদ্ধ অনায়াসে পাইন কাঠের একটি অংশ শূন্যে তুলে কুড়োলের সঠিক ও পরিমিত আঘাতে ওটাকে মসৃণ করতে লাগল। ফিওদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে তার তারিফ করছে। 'দেখ একবার, এটা ত একটা ভারি কাঠ, আমি ত অনেক বেশী শক্তি রাখি কিন্তু সন্দেহ হয় আমি এভাবে কাজ করতে পারব কি না...' কোমল আওয়াজে কুড়োল বসছে কাঠের বুকে আর হলদে টুকরো চিড় খেয়ে বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ছে নরমভাবে।

'সাহায্য করব আপনাকে, বাবা?' ফিওদর জিজ্ঞেস করল। সিলান্তি পেত্রোভিচ কাঠটা ফেলে ভেজা কপালের উপর থেকে টুপিটা সরাল।

'না বাছা, আমি নিজেই পারব। এ শুধু আধঘণ্টার কাজ। তুমি তোমার কাজে যাও।'

সিলান্তি পেত্রোভিচ লম্বা, চওড়া কাঁধ, যুবকের মত সটান, ভাবভঙ্গী ধীরস্থির। 'বুড়ো কাজের লোক,'

যেতে যেতে ফিওদর ভাবল। 'সমস্ত পরিবারটিই এমনি পরিশ্রমী স্বভাবের। তাদের আলসে হলে চলবে না।'

ভারভারা স্তেপানভনা খামার অফিসে ছিল না, সুতরাং ফিওদর খামারের আর এক অংশে তাকে খুঁজতে গেল।

'এখানটা খুব সুবিধের নয়,' ভাবল সে। 'খ্রম্‌ৎসভোর চাইতে কিছুটা অন্য রকমের।'

গোয়ালের পাশে দরজা থেকে প্রায় বিশ পা দূরে সে বরফ-ঢাকা সারের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ দেখতে পেল। 'হায় ভগবান,' ভাবল সে, 'ওরা তাহলে গরমের সময়ও সার ফেলে রাখে দুর্গন্ধ, নোংরা ডোবা আর মাছির ঝাঁক। এদের নাম চাষী।'

কাছেই কয়েকজন স্ত্রীলোক লরি থেকে খড় নাবাচ্ছিল। তাদের একজন, খাটো দেখতে, দস্তানা-ছাড়া হাত ঠাণ্ডায় লাল, খড়ের গাদার উপর দাঁড়িয়ে কাঠের কাঁটার সাহায্যে একটার উপর আর এক চাপ খড় সাজাচ্ছে।

'এই ভাবে! এই ভাবে! সময় নষ্ট না করে!' সে চিৎকার করে বলছে। অপর দুটি স্ত্রীলোক লরির পাশে ছুটাছুটি করছে।

'কী খবর, কেমন চলছে কাজকর্ম?' ফিওদর তাদের

সানন্দ অভ্যর্থনা জানাল। 'ভারভারা স্তেপানভনা কোথায় জানেন কি?'

স্ত্রীলোকটি খড় সাজান বন্ধ করল।

'কী দরকার তোমার তার সঙ্গে?' ভাঙাটে গলায় প্রশ্ন করল।

'তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'এই যে, প্রাস্‌কোভিয়া, কাঁটাটা নাও।' পায়ের উপর ভর দিয়ে সে খড়ের স্তুপ থেকে বিশ্রীভাবে গড়িয়ে নেবে এল, তারপর কাঁধ থেকে খড় ফেলে ঘুরল ফিওদরের দিকে। আপাদমস্তক দেখল চেয়ে। তাকে কাছে থেকে দেখলে যে কথা প্রথমেই মনে আসবে তা হল 'গতর বটে।' আসলে সে খাটো, কোনরকমে ফিওদরের কাঁধ পর্যন্ত, কিন্তু তার মুখ চওড়া ও পুরুষালী, চেহারা রুক্ষ। তার চেহারার রুক্ষতায় ছোট ধূসর চোখদুটো আরো স্পষ্ট দেখায়। দৃষ্টিতে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ ভাব। হাতদুটো বড়, কাঁধ চওড়া, সে তাদেরই একজন যাদের দেহসংগঠন বিশ্রী কিন্তু তৈরী খুব মজবুতভাবে।

'আমিই ভারভারা স্তেপানভনা। কী চাও তুমি?'

খ্রম্‌ৎসভো যৌথখামারের সভাপতি পাভেল পলিকারপভিচ খাটো, পাতলা, শুভ্রকেশ ও খুব ভদ্র। সে যখন তার

উঁচু বুটজোড়া পরে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে চলাফেরা করে, তাকে সম্ভ্রান্ত মনে হয়। সে কথা বলত শান্তভাবে, প্রত্যেককেই সম্বোধন করত 'আমার বাছা' বলে। কিন্তু একথা বলা দরকার যে বাছাটি — হয়ত সে দাড়িওয়ালা বিরাট একটা লোক, বয়স পাভেল পলিকারপভিচের তুলনায় অনেক বেশী — প্রশংসাবাক্যে উল্লসিত হয়ে বা তিরস্কারে লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে উঠত।

'আমি ফিওদর সলভেইকভ, ট্রাক্টর দলের নেতা।'

'সিলান্তি রিয়াসকিনের জামাই, না?'

'হ্যাঁ।'

ভারভারা স্তেপানভনা আবার তার দিকে কঠোর, একটু অবঙ্কুচিত দৃষ্টি হানল।

'হুঁ, খুব চটপট তোমার মত দিব্যি ছোকরাকে পাকড়াও করেছে। স্তেশা অবশ্য নজরে পড়ার মত মেয়ে, মোটাসোটা আর সুন্দরী, দুধ আর মধুখাওয়া — কেমন, বউকে নিয়ে খুশি ত?'

'এখনো পর্যন্ত পাল্টাবার কথা মনে হয়নি।'

'বেশ কথা। বল এবার কী দরকার তোমার?'

'আপনাদের অনেক সার পড়ে আছে ওখানে,' ফিওদর মাথাটাকে সারের স্তূপের দিকে ঘোরাল।

'আমরা ওটা গাড়ী করে সরাব।'

'আমাদের সাহায্য ছাড়া? চুক্তি মতে আপনাদের আমাদের একশ' টন তোলার কথা।'

'কে তদারক করার আছে তোমাদের বল! কয়েক কোদাল সার তুলে বলে বসবে এক বোঝা। কে সার ওজন আর পরীক্ষা করবে? তারপর এসে হাজির হবে তোমাদের টন-কিলোমিটারের ইয়া এক বিল আর খামারকে টাকা দিতে হবে।'

'ভারভারা স্তেপানভনা, আমি জানি পুরোনো ধরণের যৌথখামার সভাপতি যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন ধরণেরও।' ফিওদর খুব গম্ভীরভাবে কথা বলতে লাগল। ঠাট্টার ভাব আর নেই।

ভারভারা স্তেপানভনা কঠোর হয়ে একপাশে তাকিয়ে তার কথা শুনল।

'আপনাদের মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন যে কোন লোকের চুল পাকিয়ে ছাড়বে... বেশ, কাজ শুরু কর তাহলে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি—প্রত্যেকটি বোঝা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব। পুরো কিনা দেখব আমি।'

'হ্যাঁ, এই হল কথা! আমি কৃষিবিদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি কোন মাঠে এগুলো নিতে হবে। আমাকে

যদি একটা ঘোড়া দেন ত গিয়ে দেখে আসি রাস্তাটা কেমন।'

'আস্তাবলে গিয়ে বল যে আমি বলেছি ভাসিলিয়ককে নিতে।'

আস্তাবলের পাশে পাহারাওয়ালার কুটিরে ফিওদর দেখতে পেল সিলান্তি পেত্রোভিচ আর গাড়ীচালককে। ভেড়ার লোমের ভারি কোট গায়ে চিড় খাওয়া চুল্লির কাছে বসে আছে স্বপ্নাবেশ অবস্থায়, সিগারেটের ধোঁয়া মিলছে চুল্লির ধোঁয়াতে। বাষ্প-ঢাকা পাইন শাখার একটা গন্ধ। সিলান্তি পেত্রোভিচ, ঘরে যে এত কঠোর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সে বসে আছে গোবেচারাভাবে বেঞ্চের একটা কোণায়, বড়ই বিরক্ত আর অকিঞ্চিৎকর দেখাচ্ছে তাকে।

'ভাসিলিয়ককে কী ভাবে পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ফিওদর। 'ভারভারা স্তেপানভনা বলেছেন আমি ওকে নিতে পারি।'

'ভিতরে গিয়ে নিয়ে এস। জিনটা ওই বেঞ্চের তলায় থাকার কথা। অন্যান্য জিনিসও ঐ সঙ্গেই আছে, বোধ হয়,' জবাব দিল সিলান্তি পেত্রোভিচ।

ফিওদর নীচু হয়ে দেখল। 'অন্যান্য জিনিস'এর মধ্যে আছে বেঞ্চের তলায় তালগোল পাকান ঘোড়ার সাজ। একটা ধরে টান মারতে সবকিছু বেরিয়ে এল।

'ঈশ্বর, কি আপদ। রোববার আমাদের গ্রামে বুড়ো গোর্দেই লোহার টুকরো বিক্রি করে, তার জিনিসও এর চাইতে গোছান। এগুলোকে টাঙাবার জন্য দেওয়াল বরাবর একটা খুঁটি পোতেন না কেন?'

'আমাদের ত কেউ একথা বলেনি,' শান্তভাবে বলল সিলান্তি পেত্রোভিচ।

'বলার অপেক্ষায় থাকার দরকার কি? উঠোনে ত অনেক খুঁটি পড়ে আছে। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কাজ করি না এখানে, বলতে গেলে নতুন লোক তবু আমি নিজেই এটা ঝট করে করে ফেলব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের আর এক কর্তা জুটল দেখছি।'

গাড়ীচালক ফিওদরের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'লোকটা ঠিক বলেছে, অবশ্য। আমাদের ধাক্কা না মারলে আমরা উঠি না। সিলান্তি, আমাকে তোমার কুড়োলটা দাও দেখি, আমিই বসাব ওটা।'

'আমার নিজের একজোড়া হাত আছে, তোমাকে না হলেও চলবে।'

সিলান্তি পেত্রোভিচ রাগ করে উঠে গেল, একটু বাদেই ফিরে এল। সঙ্গে আনল একঝলক তুষার-শীতল বাতাস আর একটা লম্বা খুঁটি, পিছল বরফ ঢাকা।

'আমাকে তোমার শিক্ষা দেবার দরকার নেই, ফিওদর, তোমার মত একটা চ্যাংড়া ছেলে,' সে খুঁটি থেকে বরফ ফেলে গোঁ গোঁ করে উঠল। 'তুমি ভাবছ আমাদের হুকুম করতে পার।'

ফিওদর ছোট্ট লোমশ ভাসিলিয়কের উপর চেপে গ্রামের বাইরে যেতে যেতে সব জিনিসটাকে ভেবে দেখল। 'অদ্ভুত— সিলান্তি পেত্রোভিচ ঘরে সবসময়েই কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু যৌথখামারে এসে কিচ্ছু না করে বসে সময় কাটায়।'

ফিওদর যখন ফিরে এল অন্ধকার হয়ে গেছে। সে ঘোড়াটাকে তার ঘরে পুরে খড় দিয়ে গা ঘষে দিল, ঘোড়ার ঘামের গন্ধ মাখা জিনটাকে ঘাড়ে নিয়ে দরজার কাছে গেল। বাইরে তার শ্বশুরের গলা শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

'আমি যে কাজ করেছি সেটা লিখে রাখ। আমি কি বিনা পয়সায় খাটব না কি? তোমার এই ঘরের যা

দশা ছিল তা ঘেন্নার ব্যাপার। রাজ্যের জিনিস চারদিকে ছড়ান। এখন এটা দোকান ঘরের মত সুন্দর, ভেতরে এসে যা কিছু পছন্দ করে নাও।'

'গোটা দুই পেরেক পুতে তুমি এরকম দর কষাকষি করছ!' তিরস্কারের সুরে জবাব দিল একটা কর্কশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠ।

'দর কষাকষি করছি না। যে কাজ করেছি সেটা লিখে রাখ, এটা বলার অধিকার আমার আছে! তখন কেউ একটি আঙুলও তোলেনি, আর এখন ধন্যবাদের বদলে তুমি গাল দেবার চেষ্টা করছ।'

'এরকম মনে করলে কাজ না করলেই পারতে।'

ফিওদর অপ্রস্তুত বোধ করল — বুড়ো হয়ত পিছন ফিরে ওকে দেখতে পাবে। পা টিপে অন্য দরজার দিকে এগুল। চলে গেল লোকদুটিকে দূরে ফেলে।

সিলান্তি পেত্রোভিচ অবশ্য লজ্জা পাবার মত কিছু দেখতে পেল না। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সক্রোধে কোটের বাঁধন খুলতে খুলতে সরাসরি আরম্ভ করল:

'এত উৎসাহ দেখিও না, ফেদিয়া। এর জন্য বোনাস মিলবে না। মনে কর না পাবে। ওরা কিছু না দিয়ে লোকদের কাজ করিয়ে নিতে চায়।'

আলেভতিনা ইভানভনা দাঁড়িয়ে গেল, গরুর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল সে, সেই বালতি তার হাতে ধরা।

'কী হল আবার?'

'না, কিছু না। সেই পুরোনো জিনিস। ধন্যবাদের বদলে মাথায় চাঁটি। ওদের কাজ করলাম কিন্তু তার জন্য টাকার কোন হিসেব নেই।'

'তোমার কাজ না করাই উচিত ছিল।'

'আমি সাহায্য করতে চাই। আমার বিবেক বলে একটা জিনিস আছে ত।'

'বিবেক... বড় বেশী বিবেক। ভারভারা ত বিবেক নিয়ে মাথা ঘামায় না, মনে পড়ে তুমি যখন শ্লেজ গাড়ীটা বানাতে চাওনি কী ভাবে সে কথা শুনিয়েছিল তোমাকে?'

'ও—এত আমাদের যৌথখামারের সব সময়কার ব্যাপার—কোন কাজ করা মানে নিজের ক্ষতি করা—আর না করলে বকুনি।'

'এ ত নতুন কিছু নয়।'

ফিওদর বুড়োর গোমড়া মুখ দেখে বুঝল সে তার উপর রাগ করেছে। গম্ভীর-প্রকৃতি, সাধারণত যুক্তিমানা লোকটি যে এমন সামান্য জিনিস নিয়ে এত হৈহাঙ্গামা করতে পারে এতে সে লজ্জা পেল। লুকিয়ে একবার চাইল স্তেশার দিকে।

সেও নিশ্চয় বাবার জন্য লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু স্তেশা রাতের খাওয়ার জন্য টেবিলে কাপড় বিছোচ্ছিল এমন উদাসীনভাবে যেন কোনকিছুই হয়নি। ফিওদর আগেও লক্ষ্য করেছে মা-বাবার সঙ্গে সে তর্ক করে না — বাধুক মেয়ে।

বাড়ির নিজের অংশে গেল সে, সন্ধ্যে পর্যন্ত বেতারের পাশে বসে মস্কোর এক থিয়েটার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনল। পিছনে স্তেশার নরম পায়ের আওয়াজে বিরক্তি কিছুটা কমল। 'ওর সঙ্গে আছি আমি,' ভাবল সে, 'কী আসে যায় যদি বুড়োবুড়ী গজর গজর করে? বুড়োরা সব সময়েই অমনি করে থাকে।'

*

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু তার অভ্যেস হয়ে গেল।

কাইগোরোদিসের মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের অপরিসর কারখানাটিই হয়ে দাঁড়াল নিজের কারখানা। চিঝোভের সঙ্গে এখন তার বেশ বন্ধুত্ব।

ফিওদর ভারভারা স্তেপানভনাকেও ভাল করে বুঝতে পারল। প্রথমটায় সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি কঠোর, লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, রাগকে ভয় পায়, তবুও খামারের প্রতি ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা। ফিওদর এবং তার ট্রাক্টর না হলে

ঐ সারের পর্বত এখনও সেই গোয়ালঘরের পাশেই পড়ে থাকত। প্রথমটায় সে বিব্রত বোধ করেছিল, পরে গোলমালের মূল ধরতে পারল। হ্যাঁ, ভারভারা স্তেপানভনা কঠোর এবং লোকেরা তাকে ভয়ও পায় কিন্তু তার দলপতিরা দর্বল, তার উপযুক্ত সহকারী নেই, সে চেষ্টা করে একই সময়ে সবজায়গায় উপস্থিত থাকতে, সবকিছুতে নজর দিতে, সবকিছু নিজেই করতে—কিন্তু তার ছিল মাত্র একজোড়া চোখ আর একজোড়া হাত।

ঘরে সবসময় যে গজগজানি চলেছে তাতেও ফিওদর অভ্যস্ত হয়ে গেছে: 'সবসময় আমাদের খেলো করা... আমরা এত করছি তবু...' সে চেষ্টা করত কান না দেবার। 'বুড়োর দল, কী আর আশা করা যায়?'

সবকিছুই পরিচিত নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেল—কেবল একটি মাত্র জিনিস সজীবতা হারায়নি।

প্রথম দিনের মতো কাজ থেকে ঘরে ফিরে এখনও সে ঘনিষ্ঠ আনন্দ পায় বিশ্রাম ও আরামের মধ্যে—উষ্ণজলের ভাপে স্নানের পর সেই পরিষ্কার বালিশের ওয়ারে মুখ রাখা, চুল্লির তাপে রাঙা স্তেশার কপোল।

দিনকে দিন স্তেশার সৌন্দর্য যেন বেড়ে চলেছে। তার গঠনের মধ্যে, তার ভঙ্গীতে একটি নূতন লাবণ্যের সঞ্চার

হয়েছে—সে আর কিশোরী নয়—স্ত্রী। যখন সে ঘাড় ফেরায়, ছোট কালো কোঁকড়ান চুল পড়ে তার গলার উপর আর উঁচু বুকের উপর পিছলিয়ে পড়ে একটি বেণী। 'ফেদিয়া, কিছু কাঠ নিয়ে এস।' 'ওরে আমার সুন্দরী হংসী।' এমনকি ঐ কয়েক মিনিটের জন্য তার কাছ থেকে দূরে থাকাও যেন কষ্টসাধ্য।

সেটা কেমন করে নিত্যনৈমিত্তিক হতে পারে? সুখ এমনি জিনিস যাতে ক্লান্তি নেই। সম্ভবত সে জন্য ফিওদর বুড়োবুড়ীর গজরগজরকে ক্ষমা করতে পারে। সে বাস করছে স্তেশার সঙ্গে, ওদের সঙ্গে নয়।

স্তেশা কখনও অসন্তুষ্ট নয়। সত্যি বলতে, অসন্তুষ্টির মত কোন কিছুই ছিল না তার। পছন্দ করুক চাই নাই করুক, বুড়োবুড়ী যৌথখামারে কাজ করে কিন্তু এর সঙ্গে স্তেশার কোন সম্পর্ক নেই। মাখন কারখানার পুরোনো বাড়িটি গ্রামের বাইরে। ছাদ চওড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, জানলার সামনে ঘোড়া বাঁধবার জন্য খুঁটি। ফিওদরের যাবার কিছু পরে স্তেশা রোজ সকালে সেখানে যায়, দিনের বেলা প্রায়ই বাড়ি ফেরার সময় পায়। ফিওদর যখন সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে সে বাড়িময় কর্মব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মাটির তলার ভাঁড়ার থেকে বারান্দা পর্যন্ত দৌড়দৌড়ি করে, গরুর জন্য

খাবার বানায়। স্তেশার কাজ বয়ে চলে নিঃশব্দে, সুসঙ্গতভাবে। এ নিয়ে সে কদাচিৎ কথা বলে, হয়ত জামাকাপড় ছাড়বার সময় হাই তুলে বলে, 'মাখন তোলার জন্য ওরা আজ লুব্‌কোভো থেকে দুধ এনেছিল... এই ঠাণ্ডাতেও সব দুধটাই কেটে গেছে। গরমের সময় ওরা কী করবে?' কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্তেশা যে কোথাও কাজ করে একথাও ফিওদর মাঝেমধ্যে ভুলে যায়।

বসন্তের মাঝামাঝি পর্যন্ত এইভাবেই কাটল।

সিলান্তি পেত্রোভিচ সব কাজই নিপুণ ও গভীরভাবে করে থাকে। এক রৌদ্র দিনে বুড়ো বার্চগাছটার উপর একটা মই লাগিয়ে পাখির বাক্সটা নাবিয়ে, গোঁফের কোণা কামড়ে সযত্নে সেটা পরীক্ষা করল। পাখির বাক্স শিশুসুলভ আমোদের ব্যাপার নয়—এটা খামারের অংশ বিশেষ। খামারের উঠোনে পাখির বাক্স না থাকা যৌথখামারের অফিসের দরজায় সাইনবোর্ড না থাকার মত। বোর্ড না থাকার মানে কাজকর্ম সুবিধে হচ্ছে না। পাখির বাক্স মেরামত করা হলে সবকিছু সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে চলেছে—একথা বলা চলে। অতএব সিলান্তি পেত্রোভিচ বিশেষ মন দিয়ে আবহাওয়ায় ক্ষয়ে-যাওয়া পাখিদের বাসা মেরামত করতে লাগল।

বসন্ত কিন্তু যৌথখামারে নিয়ে এল নতুন উদ্বেগ।

ভারভারা স্তেপানভনা ফিওদরকে অফিসে ডেকে পাঠাল, টেবিলের দুপাশে বসল তারা। ভারভারা তার বড় হাতের মুঠোর উপর গাল রেখে ফিওদরের কাছে আবেদন জানাল।

'আমাদের কাজটা করে দাও, ফেদিয়া। তুমি সার নিয়ে গিয়েছিলে, ফাঁকি দাওনি একেবারে, এ নিয়ে একটি কথাও বলার নেই। আচ্ছা, আমাদের আবারটি সাহায্য কর। শরৎকালটা কেমন গেছে তুমি জান, তুমি ত আর দূরে ছিলে না... ফসলের সারা সময়টা বৃষ্টি। ফসল শুকোবার সময় জল বেরিয়ে গেছে। আর সেগুলোকেই বীজের জন্য রাখতে হয়। সারা শীত ধরে ফসল অফিস আমাদের বোকা বানিয়েছে, নিপাত যাক ওরা। সারা শীত ধরে কেরাণীর দল আমাদের বীজ নিয়ে নানা ভবিষ্যৎ বাণী করেছে—এগুলোকে বোনা চলে কি চলে না... যদি ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলত "না" আমি বুঝতে পারতাম কী করা দরকার, কিন্তু এখন যখন কাজ সুরু করা দরকার ওরা বলছে: অঙ্কুর বার হবার ক্ষমতা কম দেখা যাচ্ছে, বোনা চলবে না! আমার ইচ্ছে করে খাতা দিয়ে ওদের মাথা ভেঙ্গে দিই! আমাদের জন্য বীজ পড়ে আছে, জেলা সমিতি আমাদের ভালো বীজ দিয়েছেন কিন্তু স্টেশন থেকে তাদের আনার উপায় নেই। বিপদ থেকে উদ্ধার কর, ফেদিয়া।

পরিচালককে বলে আমাদের জন্য স্টেশনে একটা ট্রাক্টর পাঠাও। দুবার ট্রাক্টর নিয়ে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে, তুমিই বাঁচাবে আমাদের খামারকে।'•

ফিওদর এ কথা শুনে চিন্তা করল। স্টেশন চল্লিশ কিলোমিটারের উপরে, রাস্তা কাদাভর্তি, তাতে আবার চাকার গভীর দাগ। বরফ গলে ধুয়ে গেছে অর্ধেকটা। ট্রাক্টর চালান কঠিন বিশেষ করে ভারি, মালবোঝাই স্লেজশুদ্ধ। আর যা পেট্রোল এতে খরচা হবে...

'না, ভারভারা স্তেপানভনা, আমি এ করতে পারব না,' সে বলল। 'নিজেই ভেবে দেখ, তোমারও এটা অসম্ভব মনে হবে। একটা "কেডি"র পক্ষে এই রাস্তায় যাওয়া সম্ভব নয়, এর উপর দিয়ে মাল বইতে পারবে না ওটা।'

'কিন্তু বড়টা? ওটার হর্সপাওয়ার পঞ্চাশ—একটা হাতির সমান। যে কোন জিনিস নিয়ে যেতে পারে।'

'ডিজেল ট্রাক্টরের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। রাস্তার যা অবস্থা, নিশ্চয় করে বলতে পার না, ওটা যে কোন জায়গায় বিকল হতে পারে, আমার পক্ষেও বলা সম্ভব না। ওই একটিমাত্র আমাদের সম্বল, আর যে কোন দিন ওটা ক্লোভার ঘাসের জন্য কাজে লাগবে। বীজ পাবে কিন্তু

বুনবার মত কিছু থাকবে না। সেটা মোটেই সুবিধের নয়, ভারভারা স্তেপানভনা।'

'তা হলে কী করা যায়? আমি ত কিছু ভেবে পাচ্ছি না!'

'যতগুলো ঘোড়া আছে সবগুলোকেই কাজে লাগাও!'

ভারভারা স্তেপানভনা অনিশ্চিতভাবে ফিওদরের দিকে চাইল কিন্তু আশার আভাস তার মুখে।

'সব ঘোড়াগুলো ... এটা অবিশ্যি সহজ রাস্তা, আমি নিজেও ওদের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু—সবগুলো? ওই নিয়েই আমার যত চিন্তা; সবগুলোকে কাজে লাগাতে ভয় হচ্ছে আমার। ওদের ক্লান্ত করে ছাড়লে তার পর? ঢেকেঢুকে কথা বলে লাভ নেই, তোমার ট্রাক্টরগুলো আমাদের পথে বসাতে পারে এ আমি গত বছর থেকেই জানি। একদিন কাজ করে দুদিন বসে থাকে। ড্রাইভাররা সব মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে গেছে ট্রাক্টরের বিভিন্ন অংশের খোঁজে। সে সময় ঘোড়াগুলো বাঁচিয়েছে আমাদের। আমি তোমাকে সিধে বলছি, ফিওদর, বীজ বোনার সময় ঘোড়া না থাকায় ভয় পাচ্ছি আমি।'

'ভারভারা স্তেপানভনা, তুমি দলপতি সলভেইকভকে চেন না! ট্রাক্টরগুলো কাজ করবে, আমি তার জন্য দায়ী থাকব। আমাকে কি হলফ করতে বলো? বীজের জন্য

তোমার ঘোড়াগুলো পাঠিয়ে দাও! মাঠের কাজে ওদের তোমার দরকার হবে না! আমি দশ বছর ধরে ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করছি, আমার জীবনের প্রায় অর্ধেক কাটালাম এই করে। ট্রাক্টর ড্রাইভার হিসেবে আমি যখন কথা দিচ্ছি, তার দাম আছে।'

'তাই নাকি?'

কিন্তু তার গলার স্বর থেকে ফিওদর বুঝল সে রাজী হয়েছে। তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা আনতে পারছে না বটে কিন্তু আর কোন উপায় নেই।

*

চালার পাশে জমাট ধূসর বরফের স্তূপ অদৃশ্য হয়েছে। জানলার নীচে ফুলবাগানের কালো মাটির উপর দিয়ে ছোট ছোট স্রোতধারা বয়ে গেছে, রেখে গেছে পরিষ্কার হলদে বালুর দাগ। ফুলের জমির চকচকে কালিমা লোপ পেয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যে মাটির ঢেলায় লেগেছে নিভে-যাওয়া অঙ্গারের মত ধূসর ছোঁয়াচ। জমি শুকিয়ে আসছে।

ক্লোভার ঘাসের মাঠ চষবার জন্য ডিজেল ট্রাক্টর পাঠিয়ে ফিওদর তার সঙ্গে সেই ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটাল।

বাড়ি ফিরল ক্লান্ত ও নোংরা হয়ে কিন্তু খুব খুশি মেজাজে।

'ওগো, আমার এত ক্ষিদে পেয়েছে একটা ষাঁড়ই খেয়ে ফেলতে পারি। পাদুটো এত ক্লান্ত আর দাঁড়াতে পারছিনে।' স্তেশা চলে যাবার উদ্যোগ করতে সে তাকে চিমটি কাটার চেষ্টা করল — উত্তরে জুটল একটি চপেটাঘাত, ফিওদর হা হা করে হাসতে লাগল বাড়িঘর কাঁপিয়ে।

একদিন সন্ধ্যায় ফিওদর তার আধ-ঠাণ্ডা সূপ প্রবল উৎসাহে খেতে শুরু করেছে, স্তেশা বসে তার উল্টোদিকে। সাদা বাহুদুটিকে রাখা টেবিলের উপর, স্বামীকে সে দেখছে সানন্দে অথচ কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে। কেউ যেন ওর পিছু ধাওয়া করেছে এমনিভাবে খাবার গিলছে ফিওদর, মনে হল স্তেশার।

'ও, হ্যাঁ, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাদের নিজেদের মাঠ চষবার জন্য আমরা আর কদ্দিন সবুর করব? অনেক আগেই সময় হয়ে গেছে। যৌথখামারের মাঠে কতদিন আগে থেকে কাজ সুরু হয়েছে আর আমাদেরটায় হাতও দেওয়া হয়নি। বাবা চাইছেন তুমি ভারভারার কাছে একটা ঘোড়া চাও, সে অরাজী হবে না। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না সে।'

'তা হতে পারে না, স্তেশা। খামারের পর্ষদ স্থির করেছে স্টেশন থেকে বীজ না আনা পর্যন্ত কেউ ঘোড়া

পাবে না। ভারভারার নিজেরও জমি আছে কিন্তু সে নিজেও ঘোড়া নিচ্ছে না। অন্যের আগে নিজেদের হাজির করি কেমন করে।'

'আমরা কি তাহলে মোটেই চাষ করব না?'

'আমাদের একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে, স্তেশা। জমি খুঁড়তে শুরু করলে হয় না? যৌথখামার এ বছর বিপাকে পড়েছে, বীজ স্টেশনে পড়ে আর এদিকে বসন্ত এসে গেল।'

'খুঁড়তে হবে? এক চিলতে জমিও খুঁড়বে কে বল? তুমি গিলবার জন্য অপেক্ষা করলেই যথেষ্ট। তাও ত প্রায়ই তুমি তাড়াহুড়ো করে এক টুকরো খাবার পকেটে পুরেই কেটে পড়। কে খুঁড়বে? আমি? না কি মা? বাবার ত সোত্তর হতে চলল, তাঁর পক্ষে ও কাজ করা অসম্ভব।'

'একটু সবুর কর, স্তেশা। আমরা বীজ নিয়ে আসি।'

'কিন্তু কদ্দিন এজন্যে সবুর করতে হবে? তুমি যৌথখামারের মাঠে বীজ বুনছ আমাদেরটা ফেলে রেখে।'

'শোন স্তেশা, ঘোড়া চাইতে পারব না আমি, ব্যস্। আমার কথার যে কোন মানে করতে পার তুমি। ও রকম মনোবৃত্তি আমার নেই।'

স্তেশার পুরু ঠোঁট সূক্ষ্ম রেখায় সঙ্কুচিত হল, কোণাগুলো

কাঁপতে লাগল। ফিওদর দেখতে পেল ওর চোখ জলে ভরে আসছে। স্তেশা উঠে দাঁড়াল।

'বিবেক সম্পর্কে বড়ই সচেতন তুমি। কিন্তু টেবিলে যখন এসে বস তখন ত বিবেকের বালাই থাকে না।'

পিছনে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হল।

ফিওদর খেয়ে চলল কিন্তু সূপটাকে এখন বিস্বাদ মনে হচ্ছে। 'এ কিছু না,' মনে মনে বলল সে। 'মেয়েরা ওরকম বিচলিত হয়ে থাকে। স্তেশা এসব কাটিয়ে উঠবে... নিছক পারিবারিক গোলমাল। এখুনি ফিরে আসবে সে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে...'

ফিওদর গেল তার বেতার যন্ত্রের কাছে—গোলমালের সময় এটি তার ভরসা। মস্কো ধরল। চড়া সুরে পুরুষকণ্ঠ গান গাইছে:

'দেব আমার সকল ভুবন তোমার নীল চোখেরি জন্য...'

তাড়াতাড়ি বেতার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, দরজার কাছে পায়চারি করল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পেল না। বুড়ো হয়ত ওখানে বিষণ্ণভাবে চুপচাপ বসে আছে, সেলাই করছে পুরোনো বুটজোড়া অথবা কেটলির উপর নল ঝালাই করছে। বুড়ী হয়ত তার চাপা ঠোঁট খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে: 'বোনাসের তালে আছে ছোঁড়াটা।' স্তেশা সম্ভবত কাঁদছে...

স্তেশা কেন ওরকম উত্তেজিত হয়ে কথাটা বলল? কেন ও শান্তভাবে যুক্তি নিয়ে আলোচনা করল না? এত সর্বনাশ ঘটার মত কিছু নয়!... জমি নিপাত যাক, আদপেই যদি চাষ না করা হয় তবু ওরা না খেয়ে মরবে না!

এক ঝটকায় জুতো ছেড়ে সে বিছানার উপর সটান শুয়ে পড়ল, মুখ বালিশের উপর, অপেক্ষা করতে লাগল স্তেশার। কিন্তু সে এল না। ঘুমও আসছে না তার।

উঠে পায়চারি শুরু করল, জোরে চেয়ার নাড়া দিল যাতে অন্য ঘর থেকে শুনতে পায়। মনে পড়ল সেদিন লাঙল ঠিক করার জন্য ছেলেদের সাহায্য করার সময় আস্তিনটা ছিঁড়েছে, ঠিক করল ওটাকে সেলাই করবে। স্তেশা এসে দেখুক সে কী করছে। কোন কথা না বলে সে সেলাই করতে থাকবে—দেখ তুমি স্বামীকে কতখানি অবহেলা কর, লজ্জা নেই তোমার?

যেখানে সূঁচসূতো থাকে সেই পুরোনো বিস্কুটের টিনটা খুলল সে। ঠিক রঙের সূতো বাছতে গিয়ে হঠাৎ কমসমোল সদস্যের একখানা কার্ড পেয়ে গেল।

কমসমোল সভায় স্তেশার সঙ্গে তার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, পরিচয় দেবার সময় সে তাকে ঠিক যেমনটি তেমনি ভাবেই গ্রহণ করেছিল। তারপর অভ্যেস হয়ে গেল—স্তেশা

কাজ করে এবং তার কাজ নিয়ে সে খুশি। এ কথা তার মাথায় আসেনি সে কমসমোলের সদস্যা কি না।

কার্ডখানা পরিষ্কার ও নূতন দেখাচ্ছে কিন্তু ওটা চার বছরের পুরোনো। ছবিতে স্তেশাকে কিশোরীর মতো দেখাচ্ছে, সাধারণ একটি মুখ, ভ্রূ কোঁচকান। এখন সে অনেক বেশী সুন্দরী। সদস্যের চাঁদা মাত্র তিন মাসের দেওয়া হয়েছে। আপনা থেকেই বহু আগে সে সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছে। চার বছর ধরে পড়ে আছে কার্ডটা।

ফিওদর ওটা হাতে ধরে চিন্তায় ডুবে গেল। 'ও আমার স্ত্রী, তার চেয়ে অন্য কোন আত্মীয় লোক নেই; তিন মাস হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে বাস করছি। সম্ভবত আরও বহু জিনিস আছে যা আমি ওর সম্পর্কে জানিনে... প্রবাদবাক্যটি সত্যি—অপরের মন, অন্ধ নিকেতন।'

স্তেশা এল না।

মা-বাবার কাছে ঘুমোচ্ছে সে।

* * *

...সে যদি একটা ঘোড়া চায় তা দিয়ে দাও, যৌথখামার গোল্লায় যাক!...

স্তেশা যে কাজ পেয়েছে তাও ছিমছাম, নিরুপদ্রব, সহজ—যৌথখামারের কাজ ছাড়া যে কোন কাজ সই...

তার কমসমোল কার্ডখানাকে সূঁচসুতোর মধ্যে গুঁজে রেখেছে, পুরোনো জঞ্জালের মত ভুলে গেছে ওটাকে...

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে দয়াবতী, সৎ। এর আগে তাদের জীবন খারাপ ছিল বলা চলবে না। তাকে অমনিভাবে তাচ্ছিল্য করতে পার না...

ফিওদর ছ'বছর ধরে ট্রাক্টর দলের নেতৃত্ব করছে আর গ্রামাঞ্চলের ট্রাক্টর ড্রাইভাররা এমন লোক যাদের কিছুটা আত্মাভিমান আছে। তারা নিজেদের কদর বোঝে, প্রচণ্ডভাবে স্বাধীনচেতা ওরা। ফিওদরকে বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে। কখনও তার নাকের সামনে একটি পেট্রোলগন্ধী মুঠি আন্দোলিত হয়েছে: 'আমাদের উপর সর্দারী করতে এসো না, ফেদকা—আমরা বরদাস্ত করব না!' কিন্তু ফিওদর ও ধরণের লোকদের সঙ্গেও কাজ করেছে কর্তৃপক্ষের সাহায্য না নিয়ে। লোকদের কায়দা করার কৌশল তার জানা আছে—তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শান্ত হয়ে যায়। মেয়েরা অবশ্য তার অধীনে চমৎকার কাজ করে—তাদের দিয়ে কাজ করান সবসময়েই সহজ। কখনো একটু মিষ্টি কথা, কোথাও একটু পরিহাসভরা প্রশংসা, ওমনি ওরা পিঠের মত মিষ্টি। তবে, স্তেশা কি অদের চাইতে আলাদা? ফিওদর কি তার সঙ্গে ব্যবহারেও ঠিক সুরটি

আনতে পারে না? তাছাড়া কী নিয়ে গোলমালটা? একটা ঘোড়া নিয়ে? ... কেন, স্তেশার কাছে যদি কথাটা ঠিকভাবে ও বলে তাহলে স্তেশা নিজেই সবার আগে অমত করবে। 'ফিওদর, ফিওদর, কেন তুমি এত বিচলিত? তোমার নিজের স্ত্রীকে বোঝাবার উপায় বার করতে পারছ না? অদ্ভুত বটে!'

দুপুরের খাবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইল না তার।

স্তেশা বাড়িতেই ছিল, আশ্চর্যভাবে মিটমাটের মেজাজে।

'তাহলে এসেছ দেখছি, সত্যিই এলে, খামখেয়ালী প্রভু? আজ তোমাকে দেখতে পাব আশাই করিনি! কত বড় উৎপাত তুমি! আচ্ছা, আচ্ছা, খেতে বস।'

সারা সকাল ফিওদর স্তেশাকে কী বলবে মনে মনে তাই নিয়ে যুক্তি করেছে, উত্তর, তিরস্কার, পরিহাস করে কী বলবে তাই নিয়ে মহড়া দিয়েছে। কিন্তু এ সবের কিছু দরকার ছিল না। স্তেশার মনে কোন রাগ নেই। ফিওদর অবাক হয়ে গেল—একটু হতভম্ব।

'তুমি বুঝবে স্তেশা, নিজেই ভেবে দেখ তুমি যা চেয়েছিলে—আমার পক্ষে তা কী করে সম্ভব? এর সময় এখনো নয়।'

‘কী বলছ? ও ঘোড়া? ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তুমি চাওনি, তাই বাবাই একটা জোগাড় করেছেন। তিনি এখন লাঙল দিচ্ছেন। তুমি তার পাশ দিয়েই এসেছ কিন্তু খেয়াল করনি। আগ্রহ নেই বলেই হয়ত।’

‘কী? কিন্তু কী করে জোগাড় করলেন? কোত্থেকে?’

‘কোত্থেকে, কেন? কোত্থেকে মনে হয়? ... ভারভারার কাছে গিয়ে চেয়েছেন। চাইতে তোমার অহঙ্কারে বাধে, বিবেকের বড়াই কর! ... বস দয়া করে। চিকেন সূপ বানিয়েছি, নোনা মাংসে নিশ্চয়ই তোমার অরুচি ধরে গেছে।’

বরাবরের মত সে শান্ত, গৃহিণীরই মত। ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে নরমভাবে, ভারি লোহার চাটুটাকে তুলছে সাবধানে, অনায়াসে রাখছে টেবিলে যাতে কাজের জন্য যে সাদা ব্লাউজ পড়েছে সেটা নোংরা না হয়। ওর উপর রাগ করা? ওর সম্পর্কে খারাপ ভাবা?

এসত্ত্বেও, ফিওদর খাওয়ার সমস্ত সময়টাই চুপ করে রইল। এই চিন্তায় সে বিরক্ত হতে লাগল: ‘ভারভারা স্তেপানভনা কেন এ কাজ করতে গেল? একটা ঘোড়াও ত নেই যাকে ছাড়া চলে। সে সিলান্তি পেত্রোভিচ বা আলেভতিনা ইভানভনাকে বিশেষ ভালবাসে না। এতে সন্দেহজনক কিছু আছে ...’

খাওয়া শেষ করে দেখার জন্য সে বাইরে এল। স্তেশা রসিকতা করেনি। ওখানে উল্টোনো মাটির কালো খাত, দাঁড়কাক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর বুড়ো লাঙলের হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে পা ফাঁক করে টলতে টলতে এগুচ্ছে।

ফিওদরের মনে ক্রমশ ধারণা জন্মাল ব্যাপারটা গোলমেলে। খামার অফিসে হাজির হল সে।

ভারভারা স্তেপানভনা তার দিকে তাকিয়ে মুখভার করে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

'তুমি একটা ঘোড়া চেয়েছিলে, তা পেয়ে গেছ,' সে যে অভ্যর্থনা জানাল তা এড়িয়ে গিয়ে বলল ভারভারা স্তেপানভনা।

'আমি? ... ঘোড়া চেয়েছি? ...'

'তুমি বলতে চাও চেয়ে পাঠাওনি? আজ সকালে পাক্কা এক ঘণ্টা ধরে সিলান্তি আমার পিছনে লেগেছিল। বলল আমরা লোকের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করি না, খামারের কথা ভেবে ভেবে তোমার চোখে ঘুম নেই আর আমরা তোমার সম্পর্কে কোন বিবেচনাই করি নে। সে বলল: "ফিওদর বলেছে তার দিকটা বিবেচনা করে দেখতে।" আমাকে সে ভয়ও দেখিয়েছে — একটা ঘোড়া দিতে আপত্তি, এর ফলে শেষ পর্যন্ত আমার অনেক ক্ষতি হবে। আমি

নাস্তাসিয়া পেস্তনোভাকেও দিতে রাজী হইনি যদিও তার পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা — বিধবা, নিজে অসুস্থ। কিন্তু তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করেছি। করতেই হল... একটা ঘোড়া না হয় ক্লান্ত হোক, তার চাইতে মাঠের কাজ বেশী জরুরী।'

'আমি কখখনো ঘোড়া চাইনি, ভারভারা স্তেপানভনা।'

কিন্তু ভারভারা পিছন ফিরে হিসাব-রক্ষককে বলল:

'বল ত, কেন তুমি জমাখরচের বাকি অংশকে আয়ের সঙ্গে বসিয়েছ?'

'ভারভারা স্তেপানভনা! আমার কথা শোন! আমার দিকে পেছন ফিরে থাকবে না, আমার কথা শুনতেই হবে!'

'আমার কাছে চেঁচিও না। তোমার পরিবারের লোক যদি তোমার সঙ্গে অন্যায় করে থাকে তাদের কাছে গিয়ে চেঁচাও।'

ছেঁকা-খাওয়া বিড়ালের মত ফিওদর অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, বড় বড় পা ফেলে চলল বাড়ির দিকে।

ঘোড়াটা বার বার বড় মাথাটা নোয়াতে নোয়াতে মাঠের শেষে এসে পেঁৗছন পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর তার বল্গা ধরল।

'বাবা, থাম!'

'কী চাও তুমি?' বুড়োর পুরোনো রংচটা সৈনিক টুপি তার মাথার তুলনায় অনেক বড়, টুপির থাক-কাটা মাথাটা গড়িয়ে পরল থ্যাবড়া নাকের উপর।

'ঘোড়াটাকে খোলো!'

সাহায্যের অপেক্ষা না করে ফিওদর নিজেই ঘোড়াটাকে লাঙল থেকে মুক্ত করল। ঘোড়াটা এক পা এগিয়ে থেমে গেল, বল্গা হাতলের সঙ্গে আটকান।

'বল্গা খুলে দাও।'

'ও এই বুঝি রীতি, দিব্যি ছেলে ত? ধন্যবাদ তোমাকে। বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছ কার বাড়িতে থাক, কার অন্নে বেঁচে আছ... বল্গাটাকে রেহাই দাও—ওটা আমার, খামারের নয়।'

ফিওদর বল্গা খুলে মাটির উপর ছুড়ে ফেলল।

'আমার দুর্নাম করতে দেব না।' ঘোড়া নিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল সে। 'আর অন্নের কথাটা না বললেও চলবে। আমাকে আর আমার স্ত্রীকে খাওয়াবার মত যথেষ্ট রোজগার করি আমি।'

ঘোড়াটাকে সে আস্তাবলে ঢুকিয়ে মাঠে গেল ট্রাক্টরের কাছে, সেখানে থাকল অনেক রাত পর্যন্ত।

* * *

অন্ধকার হয়েছে।

কে একজন বাজাতে বাজাতে চলেছে। গ্রাম ছাড়া আর সব জায়গায় ভুলে যাওয়া একটা পুরোনো সুরের রেশ দূরে মিলিয়ে গেল। পাঁচ কিলোমিটার দূরে, সোবোলেভকা গ্রামে একটা বিয়ে। ফিওদরের কাছে অপরিচিত ইলিয়া জীভুনোভের কাল পারিবারিক জীবনের শুরু। বারান্দায় সিগারেটের আলো জ্বলছে মৃদু মৃদু আর মিলিয়ে যাচ্ছে। দু'টি স্ত্রীলোক রাস্তার উল্টোদিকে বাইরের দরজার উপর হেলান দিয়ে গপ্প করছে, হঠাৎ-যাওয়া পথিকদের কানে তাদের কথা পেঁৗচচ্ছে, কে এক সেকলেতিয়া সম্বন্ধে উঁচু গলায় সমালোচনা করছে ওরা। সে এরকম, সে ওরকম, তার নাক আলুর মত, মুখময় ছুলি, এমন কদাকার মেয়ের মুখে লোকে যে কী দেখতে পায় তা একটা রহস্য বটে...

সাধারণ গ্রাম্যজীবন। শান্তভাবে, ধীরেসুস্থে রাত্রির বিশ্রামের জন্য লোক তৈরী হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবাই শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে।

একটা ঘর র‍্যাস্‌প্‌বেরি ঝোপের ভেতরে নিবিড়ভাবে চাপা পড়ে আছে। জানলাগুলো অন্ধকার... ফিওদর ইতস্তত করে এগুতেই যেন তার দিকে কটমট করে তাকাল। যদি তাকে এর দরজা না পেরুতে হত, যদি সে এটাকে এড়িয়ে যেতে পারত!

কিন্তু তা অসম্ভব। ফিরে যাওয়া, এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ নয়!

ফিওদর সতর্কভাবে দরজায় ঠেলা দিল। নড়ল না। খিল দেওয়া। এখন সে কী করবে? ফিরে যাবে? ধাক্কা মারবে? দুটোই সমান কষ্টসাধ্য।

'এখন পর্যন্ত এখানেই আমার বাস আর কোথাও নয়...' সশব্দে ধাক্কা মারল দরজায়।

অনেকক্ষণ ধরে কোন সাড়াশব্দ নেই। শেষটায় একটা খসখস আওয়াজ কানে এল।

'কে ওখানে?' ফিওদরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আগের চাইতে স্বাভাবিক হল—বুড়ো বা বুড়ী নয়, এ হল স্তেশা। ভাল।

'আমি... দরজা খোল।'

চুপচাপ। শরীরটা শির শির করে উঠল তারপর গরম হয়ে ওঠল সে।

শেষটায় খিল উঠল, দরজা খুলল, কারও পিছিয়ে যাওয়ার তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ ভারি পায়ের আওয়াজ পেল।

ফিওদর দরজা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকল।

'হুঁ, এসেছ তাহলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ।' কেন এসেছ তুমি? কী চাও এখানে?... আমাদের চেয়ে অন্যদের নিয়ে ঢের বেশী মাথা ব্যথা তোমার! বেরিয়ে যাও! তোমাকে

দেখলে আমার গা জ্বলে, শরীর খারাপ হয়। কেন আমি তোমার মত জানোয়ারকে পছন্দ করেছিলাম?'

'স্তেশা।... দাঁড়াও, একটু থাম, স্তেশা... শোন, যা বলছি বোঝবার চেষ্টা কর...'

স্তেশার চুল আলুথালু, পরনে সাদা নাইটগাউন। অন্ধকারে তার মুখ ভাসা ভাসা, রাগে গলার স্বর কাঁপছে, একবার ফুঁপিয়ে উঠছে আবার পড়ছে। সেই স্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়িতে ফিওদর চাপা গলায় যা কিছু বলবে ভাবছে তা শুধু অপ্রীতিকরই নয়, আতঙ্কজনকও বটে।

'শোন, আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও...'

'কী রকম স্বামী তুমি! কেন আমি এরকম বোকার দিকে নজর দিয়েছিলাম! তুমি ঢুকলে বাড়িতে, নিজেকে নিয়ে মহা খুশি। ভাবটা, এই যে এসেছি, আমার তারিফ কর সবাই।'

'স্তেশা।'

'থাকার মত কোন বন্ধু খুঁজে পাওনি, তাই এখানে এসে ঢুকেছ।'

'থাম, স্তেশা!'

'ও-ও-ও! মা-আ-আ। উঃ নির্লজ্জ, নোংরা মিথ্যুক কোথাকার! বাবার সঙ্গে বেয়াদপি করে আমার সঙ্গে লাগতে

এসেছে!... আমার কেন মরণ হয় না! আমার নিজের বা-আড়িতে!'

'কান্না থামাও! আমার কথা শোন!'

কিন্তু স্তেশা থামল না, বুক চেপে ধরে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল।

'আমি কী করে-এ-ছি যে আমাকে এ-এ-রকম শাস্তি পেতে হবে!'

দরজা খুলে গেল, পেটিকোটের উপর পুরোনো জ্যাকেট পরে তার মা ঢুকল ঘরে।

'হে প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট!... স্তেশা, সোণা আমার, কী হয়েছে? আমার ছোট্ট মণিটা!... সিলান্তি! সিলান্তি! নাক ডাকিয়ে ঘুমিও না। তোমার মেয়েকে মেরে ফেলছে!... পাষণ্ডটা মাতাল হয়ে জোর করে ঘরে ঢুকেছে!'

ফিওদর নিজেকে সামলাতে পারল না।

'কেটে পড় এখান থেকে, বুড়ী ডাইনী! এ তোমার ব্যাপার নয়!'

'সি-লা-আ-ন্তি!'

'মা-আ-আ! বা! বাবা!'

সিলান্তি পেত্রোভিচ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল, সাদা অন্তর্বাসে তাকে লম্বা আর বিশ্রী দেখাচ্ছে, মেয়ের

হাত ধরল, বউকে ঠেলা মেরে দরজার দিকে নিয়ে গেল সে।

'চলে এস, চলে এস। স্তেশা, তুইও আয়। আমরা পরে এর হেস্তনেস্ত করব... আর তুমি—শয়তান, আমি তোমাকে শায়েস্তা করবার রাস্তা বার করছি।'

'বার করবার আগেই বেরিয়ে যাও!'

'আমি দেখে নেব!'

বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বুড়ীর গলা শোনা গেল:

'ও-ও, ও সবকিছু চুরমার করে ফেলবে। ও ওখানকার সব ভালো ভালো জিনিস শেষ করে দেবে।'

এর পর সবকিছু চুপচাপ।

অনেকক্ষণ ফিওদর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তাহলে এরকম জিনিস ঘটে থাকে... আমি এখন কী করি? চলে যেতে হবে, এখখুনি চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়?... লোকগুলোর কাছে, ট্রাক্টর ড্রাইভারদের কাছে... কিন্তু তারা কারণ জিজ্ঞেস করবে; কী হয়েছে জানতে চাইবে। তাদের বলা মানে বিস্তারিত কাহিনী দেয়া, আমাদের নোংরা ব্যাপার ওদের জানাতে হবে? না, তার চাইতে সকাল পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে দিই।'

অন্ধকার ঘরের দুঃস্বপ্ন —যেমন স্তেশার আবছা মূর্তি,

কাঁধের উপর কোট-ফেলা তার মা, অন্তর্বাস পরা স্তেশার বাবা, কাঁচির মত সরু ও শক্ত—এ সব দূর করার জন্য সে বাতিটা জ্বালল।

অগোছাল বিছানা, মেঝেতে মাদুর, টেবিলের উপর সাদা কাপড়, হলদে বার্নিশ করা বেতার যন্ত্র আর কাগজের ঢাকনা দেওয়া আলো ... সেই নিষ্ফল কথাটা মনে এল: 'আমি আলোটার জন্য একটা ঢাকনা কিনতে যাচ্ছিলাম, উপরে সবুজ, নীচে সাদা ...' আতঙ্ক ও বিহ্বলতার মাঝামাঝি একটা অনুভূতি ফিওদরকে পেয়ে বসল। 'এই কি সব শেষ?'

যার উপর সে দাঁড়িয়ে আছে স্তেশা সেই মেঝে পরিষ্কার করেছে, তার হাতে এই টেবিল-ক্লথ বিছোন, তার মা এটিকে হেমস্টিচ করেছে। ঐ যে মাদুর, পর্দা আর কুৎসিত সিন্দুকটা ... চিৎকারটা মনে পড়ল: 'ও সবকিছু চুরমার করে ফেলবে! ও ওখানকার সব ভালো ভালো জিনিস শেষ করে দেবে।' তার নিজের ঘরে সে সুখী ছিল। এখন যা কিছু দেখছে—টেবিল-ক্লথ, মাদুর—সব যেন স্তেশার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার দিচ্ছে: 'বিভীষণ, কেন তুমি ঢুকেছ এখানে?'

'বাড়ি—কিন্তু তার নিজের নয় ... সে সকাল পর্যন্ত থাকবে, তারপর তাকে একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে ...'

যদিও মা-বাবার ঘরের অংশে একটা ছোট ঘরে একটা খাট আছে — চওড়া, সুন্দর নিকেল করা খাট আর তাতে নরম গদি, এক গাদা বালিশ আর উটের লোমের কম্বল — তবুও বুড়োবুড়ী শোয় হয় বড় ইঁটের চুল্লিটার উঁচু তাকে বা পাটাতনের উপর, নীচে কয়েকটা পুরোনো কোট বিছিয়ে। স্তেশা বাকি রাতটুকু খাটটায় শুয়ে কাটিয়ে দিল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে স্রেফ রাগের চোটে কাঁদল স্তেশা। 'চাষাড়ে লোকটার কাছে কার দাম বেশী, ভারভারার না তার নিজের স্ত্রীর?' কাঁদতে কাঁদতে তার রাগ পড়ে এল, তার বদলে দেখা দিল লজ্জা আর ভয়। 'এর ফলটা কী দাঁড়াবে? কী হবে যদি এই হয় সবকিছুর শেষ? আবার চোখের জল বেরিয়ে এল — ক্রোধের অশ্রু নয়, দুঃখের; যে সুখ সে চেয়েছিল তা সে পায়নি।

স্তেশা নিজের মত করে সুখের স্বপ্ন দেখেছিল।

সে এই বাড়িতে জন্মেছে, তার সংক্ষিপ্ত জীবন এইখানেই কাটিয়েছে সে। কেউ যদি তাকে এই প্রশ্ন করার কথা ভাবত: 'তুমি কি, কখনো বড়ো দুঃখ বা বড়ো আনন্দ পেয়েছ?' তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে কঠিন হত। বড়ো দুঃখ? বড়ো আনন্দ? ... এমন কিছু তার মনে পড়ছে না। সতেরো বছরের জন্মদিনে ওর মা-

বাবা ওকে একটা নীল সিল্কের পোষাক দিয়েছিল। এখনও কোন উৎসবের সময়ে সে ওটাকে পরে থাকে ... তারপর থেকে প্রতি বছরেই ওরা ওকে নূতন কিছু দেয়। এসব জিনিস ওকে সুখী করেছে যদিও নীল পোষাক সম্ভবত সবচাইতে বেশী আনন্দ দিয়েছিল। এর চাইতে বেশী আনন্দ সে কোন দিনও পায়নি।

স্কুলের জীবন। যখন সে চৌদ্দয় পা দেয় তাকে দেখতে অনেক বড়, প্রায় বিবাহযোগ্যা। বয়সের তুলনায় সে লম্বা, গোলাপী গাল, পরিপূর্ণ গঠন। অঙ্ক ছাড়া স্কুলের পড়াশুনোয় সে ভালো ছিল — যখন অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাত তার মন ফাঁকা হয়ে যেত। সাধারণভাবে সে অবশ্য অপরের চেয়ে খারাপ ছিল না — ক্লাশের মাঝারী ধরণের ছাত্রী। স্কুলের গানের দলে যোগ দিয়েছিল সে — অপেশাদারী আমোদ অনুষ্ঠানে গান গাইত।

কমবয়েসীরা সাধারণত খামার থেকে সরে পড়তে চাইত। ছেলেরা যোগ দিত সৈন্যদলে আর ফিরে আসত না; মেয়েরা লাগত সুদূর অঞ্চলের নির্মাণকাজে কিম্বা কোন কারিগরি বিদ্যালয়ে অথবা জেলা সহরে কোন কেরাণীর কাজে — যেমন ফাইল ক্লার্ক। স্তেশা অষ্টম শ্রেণীর পাঠও শেষ করেনি। সে সন্ধ্যায় নাচে যেতে লাগল, ছেলেরা

তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, বাচ্চার মত টেবিলে বসে অঙ্ক কষতে তার লজ্জা করে—আর কেনই বা করবে সে? ঐ 'এক্স' আর 'ওয়াই' কোন দিনই তার দরকার হবে না।

স্তেশা বাড়ি ছাড়ল না। সে যেখানকার সেখানেই থাকল, বাবা-মা দু'জনাই বলল যৌথখামারে কাজ করে কোন লাভই হয় না। তাই সে কাজ নিল এক মাখন কারখানায়, চমৎকার সহজ কাজ। দুধ এলে হিসেব রাখা আর তার রসিদ লেখা। পাঁচজন মাত্র লোক কাজ করে সেখানে, সবাই বয়স্ক ও বিবাহিত। স্তেশার বন্ধুবান্ধবের মতো লোক তারা নয়।

প্রথমটায় সে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল, তাদের সঙ্গে যেত পার্টিতে, নিরালা কোণে বসে গোপন কথার আদান-প্রদান করত, গান চালিয়ে যেতে লাগল আর এমনকি সদস্যা হল কমসমোলের। আর সবাই যোগ দিচ্ছে, সেই বা না কেন?

যাই হোক, বুঝতে দেরী হল না যে খড় তোলা বা মাঠে সার আনার আলোচনা-সভা পার্টি বা নাচের মত আনন্দের নয়। যেমন করেই হোক, অজ্ঞাতসারে, সে পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে এল। তা ছাড়া

তাদের খুব অল্প লোকই থাকল গ্রামে। তারাও তাকে ভুলে গেছে।

বাড়ি থেকে কারখানা আবার বাড়ি ফিরে আসা, প্রতিদিন একই পথ, সেই আগ্নিয়া স্ত্রিগুনোভার বাড়ি, পিওতর শিবানভের বেড়া, খামার অফিসের পাশ দিয়ে যাতায়াত ... নিঃসন্দেহে একঘেয়ে কিন্তু সব সময় একটা বিশ্বাসী আশা — অপরে হয়ত আইবুড়ী থাকবে কিন্তু সে নয়! তার উপযুক্ত লোক সে খুঁজে নেবে, আর বেশী দেরী নেই, একজনকে সে বার করবেই!

মা-বাবার মত জীবন কাটাবার ইচ্ছে তার ছিল না। ওরা সারাদিন বাড়ীর চারপাশে, বাগানে আর উঠোনে গাছ লাগিয়ে জল দিয়ে কাটায়, তারপর যায় বাজারে, এখানে ওখানে মধু, মাংস আর আলু বিক্রি করে কিছু পয়সা রোজগার করে। খাবার মত যথেষ্ট সংস্থান আছে ওদের, আছে নতুন জিনিস কেনার টাকা কিন্তু তারা থাকে যেমন-তেমন ভাবে, এমনকি বিছানায় পর্যন্ত ঘুমোয় না। চুল্লি বা পাটাতনের উপর শুয়ে থাকে। বাড়িতে আরাম বলে কিছু নেই, দেয়ালে আছে দুটো মলিন আইকন আর একটা পাতা ফেলে-দেওয়া ক্যালেণ্ডার — আর কিছুই নেই। তবু ওরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। প্রায়ই বলে থাকে:

‘অনেকের তুলনায় আমাদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। অভিযোগ জানালে পাপ হবে...’

বুড়োদের কাছ্ থেকে আর কী আশা করা যায়? তারা একইভাবে জীবন কাটাতে পারলে খুশি।

কিন্তু যখন সে বিয়ে করবে সে তার নিজের পছন্দমত সবকিছুই করবে। তার স্বামী নিশ্চয়ই হবে শিক্ষক বা কৃষিবিদ — সংস্কৃতিবান লোক, বই পড়বে আর খবরের কাগজ রাখবে। যে ঘরে ডাচ চুল্লি আছে সে ঘরটা শুদ্ধ তারা বাড়ির অর্ধেকটা নেবে, জানলায় ঝুলবে নেটের পর্দা, থাকবে একটা গ্রামোফোন যার উপর পাতা হবে নক্সা-আঁকা ছোট্ট তোয়ালে আর কাপডিশ রাখার জন্য কাঁচ-লাগান আলমারি।

সে সবকিছুই দেখতে পেত... ভোরে উঠবে সে ঠিক সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তার স্বামী ও ছেলে (অবশ্যই ছেলে হবে) তখনও ঘুমিয়ে। তরকারীর বাগানে নিঃশব্দে ঢুকবে সে, ঠাণ্ডা শিশিরে তার খালি পাদুটো শির শির করে উঠবে, উজ্জ্বল শিশিরের ফোঁটা গড়িয়ে পড়বে পরিপুষ্ট বাঁধাকপির পাতা থেকে, টমেটো পাতার একটা গন্ধ পাওয়া যাবে। সবকিছুর মধ্যে তার নিজের বলে একটা জিনিস থাকবে... বিকেলে আসবে অতিথিরা, গ্রাম থেকে ওর

আত্মীয় ইয়েগর বা ইগ্‌নাতের দল নয়, তার স্বামীর বন্ধুরা। টেবিলের চারধারে বসে তারা চা খাবে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবে আর সে তখন হয় কোণায় বসে সূঁচের কাজ করবে অথবা অতিথিদের চা ঢেলে দেবে—সঙ্গে সুস্বাদু খাবার: 'আর একটু মধু নিন, আমাদের অনেক আছে, আমাদের মৌমাছিরা এবার অনেক মধু জমিয়েছে।'

এই হল তার সুখ: শান্তি, সন্তোষ, তার নিজের বাড়ি—পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে।

কিন্তু সবকিছু তার পরিকল্পনা মত হয়নি। স্বামী দেখতে সুন্দর হলেও শিক্ষক কিম্বা কৃষিবিদ নয়, সাধারণ যৌথ কৃষকের চেয়ে বেশী উঁচুদরের নয়। বই সে পড়ে বটে, খবরের কাগজ নিয়ে বাড়িও ফেরে কিন্তু ওর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে যথেষ্ট আনন্দ নেই, চা আর রাজনীতির বদলে ওরা চায় বিয়ার আর ভদকা, আলোচনা করে পেট্রোল নিয়ে।

স্বামী ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়।

অন্তরের অন্তরতম জায়গাটিতে স্তেশা অনুভব করত তাকে পেয়ে ফিওদর ভাগ্যবান, সহজেই স্তেশা ত অন্য কাউকে পেতে পারত। এই কারণেই আঘাতটা তার এত গভীর: ফিওদর ওর মা-বাবার চাইতে, তার বাড়ি

ও বৌয়ের চাইতে বাইরের লোকের কথা বেশী করে ভাবে। সে শোনে ভারভারার মত লোকের কথা।

পরের দিন সকালে রোজকার মত সে কাজে গেল, বসল তার কালিমাখা টেবিলে, যতবার দরজা খোলে চমকে ওঠে এই কথা ভেবে, ফিওদর অবিশ্যি আসবে — নিশ্চয়ই লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে।

লোহার ছাদে সূর্যের আলো ছোট ঘরখানাকে এমন গরম করে তুলেছে যে দমবন্ধ হয়ে আসছে। মাখন তোলা টকো দুধের জোরালো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুই করার ছিল না তার — দিনটা গরম, রাস্তা তখনও খারাপ, কোন খামারই দুধ পাঠাল না।

স্তেশা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ফিওদর কিন্তু এল না।

হঠাৎ একটা বমির ভাব তাকে অভিভূত করে ফেলল। মাথা ঘুরতে লাগল তার।

* * *

ফিওদর এই ভেবে ঘুমোতে গেল যে কাল সে একটা পথ বার করবে। কিন্তু কোন পথই পেল না সে।

চষা জমির উপর এধার ওধার করতে লাগল সে। এক

ট্রাক্টর থেকে আর একটার কাছে গেল, তার পর রোদে একটা শুকনো জায়গা পেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সেখানে, টুপিটা টেনে নিল চোখের উপর, চেয়ে রইল স্বপ্নাকুলভাবে গভীর নীল আকাশের দিকে।

'আমি বরং গিয়ে মাকে দেখে আসি? অনেক দিন হল যাইনি। বিয়ে হবার আগে ত এক মাসও বাদ দিইনি...'

মায়ের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঈষৎ কুঁজো, মাথার উপর বিবর্ণ শাল সামনের দিকে ঝোলা, কনুইদুটো পিছনে-রাখা। ছোট্ট পাদুটিকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে চলাফেরা করছেন। কোন দলপতির সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু মন্তব্য করে থাকেন: 'কী ভাবা হচ্ছে? চোখদুটো কোথায়? লোপাতিনের বাড়ির পিছন দিয়ে জই-এর ক্ষেতে ছাগলগুলো ঢুকছে। বেড়াগুলো সারাবার সময়ও পাওনি, আমার মত এক বুড়ীকে তোমার কাজ করতে হবে। এমন একটা ফাঁক ছিল যার ভেতর দিয়ে একটা গাড়ি যেতে পারে। আমি সেটাকে কিছুটা ঠিক করেছি।' সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা বুঝতে পারবে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই: দারিয়া সলভেইকভা যদি 'কিছুটা ঠিক করে থাকে' তাহলে সেখান দিয়ে আর ছাগল ঢুকতে পারে না। অতএব কথা বলতে

বলতে মা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত নম্রভাবে তাঁর কথাগুলো শুনে যায়।

হ্যাঁ, তার মা তিরস্কার করতে ভালোবাসেন; বাবাকে বেশ ভুগতে হয়েছে। ডিনারের সময় বাড়ি ফিরলে মা তাঁকে কোন না কোন ভাবে গঞ্জনা দিতেন—ছাদটা কোথায় ফুটো হয়েছে, বুট সাফ করতে গিয়ে পা দিয়ে ঠেলে মাদুরটাকে বেজায়গায় সরিয়েছেন অথবা এনে হাজির করেছেন ভেজা কাঠ। বাবা একে বলতেন, 'গানের সঙ্গে ডিনার'। ফিওদর নিজেও অনেকবার গাল খেয়েছে। হ্যাঁ, তার মা সবসময়েই গজর গজর করেন, তাঁর সঙ্গে বাস করা কঠিন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাঁকে ভালবাসে।

তাঁর কাছে গিয়ে বললে তিনি বুঝতে পারবেন; সবসময়েই যেমনটি করেন তেমনি বকবেন কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবেন তিনি... না। আমি পারব না। ওঁর একমাত্র আনন্দ এখন—ওঁর সন্তানরা। তাদের ভিতরেই তিনি তৃপ্তি খুঁজে পান। গিয়ে আমার দুর্দৈবের কথা উজাড় করব তাঁর কাছে... দূর থেকে বিচার করলে ব্যাপারটাকে দশগুণ বেশী খারাপ মনে হবে। না, ফিওদর, তোমাকে নিজেই নিজের রাস্তা বার করতে হবে, মাকে দুশ্চিন্তায় ফেলা চলবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল ফিওদর, গেল গ্রামে।

বোঝা গেল ভারভারা স্তেপানভনা তার মানুষী হৃদয়ে ফিওদরের গোলমালের কথা আঁচ করেছে।

'কী নিয়ে তুমি এমন মনমরা?' সে অবশ্য আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। জানত, ফিওদর ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছে। রিয়াসকিন পরিবারকেও সে চিনত। সুতরাং যেটা সে বলল তা এই: 'আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি চল। আমরা একসঙ্গে কাজ করছি অথচ অফিসের বাইরে আমাদের পরিচয় নেই। তা চলবে না। তা ছাড়া আমার বুড়োও খুশি হবে, বিল্লীর সরের বাটি পাওয়ার মত। নতুন কেউ আসা মানেই টেবিলের উপর একটা বোতল। এ ব্যাপারে ওর দুর্বলতা আছে।'

ভারভারার বাড়িতে দুটি ছোট্ট ঘর, পরিচ্ছন্ন, কাঠের দেওয়াল সুন্দরভাবে মাজা। দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকবার সময় ফিওদরকে নীচু হতে হল।

'চেয়ে চেয়ে কী দেখছ?' ভারভারা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ত এর চেয়ে ভালো জায়গায় থাকতে পার।'

'তা ঠিক হবে না। এমন অনেক লোক আছে যারা এর চেয়ে ভালো থাকে না। তাদের জন্য বাড়ি না বানিয়ে খামার কর্তৃপক্ষ আমার জন্য নূতন বাড়ি তৈরী করতে পারেন

না। আমরা বনের মধ্যে চাপা পড়ে আছি, ছাদ ছাড়া আর কোথাও রোদ ঢুকতে পায় না। আমাদের গ্রাম তৈরী হয়েছিল বিপ্লবের আগে, যৌথখামারের ত কথাই নেই। আমরা এখনই বাড়ি তৈরীর কাজে লাগতে পারি না।'

'কার দোষ সেটা? খ্রুয়্‌ৎসভোতে রাস্তায় রাস্তায় নতুন বাড়ি।'

'কার দোষ?... সম্ভবত আমার...' ভারভারা তার স্বামীর দিকে চাইল। 'আবার তুমি মেঝেটা সাফ করনি দেখছি।'

'কেন, রোজই ঝাড় দিতে হবে না কি?' লজ্জার নামগন্ধ নেই, সানন্দে জবাব দিল সে।

ভারভারা স্তেপানভনার স্বামী ক্ষীণদেহ বৃদ্ধ, মুখে পাতলা সাদা দাড়ি আর দুর্ভাবনাহীন বার্ধক্যের রেখা, হাসলে সেগুলো একসঙ্গে মেশে। ফিওদর জানত আলেভতিনা ইভানভনার সঙ্গে এর দূর সম্পর্ক, বিয়ের সূত্রে তার সঙ্গেও। ইগ্‌নাত বিয়েতে এসেছিল, আর সবার চেয়ে যে বেশী মদ খেয়েছিল তা নয় কিন্তু সবপ্রথমেই ওকে নেশায় ধরেছিন।

'আমি গিন্নী ভাল পাইনি,' মাথা নেড়ে ভারভারা বলল।

'তাহলে ভালো একজন খুঁজে নাও... ওহে ছোকরা, এটা ভালো করে মনে রেখ, বউ যদি কেউ-কেটা হয় তার চাইতে খারাপ আর কিছু নেই। কী হবে জান ত।' বুড়ো ফিওদরের দিকে ফিরল, '"ইগ্‌নাত, মেঝে সাফ কর, ইগ্‌নাত উনন ধরাও।" — কুত্তার জীবন।'

'বলছই যখন বলে ফেল না কেন যে তুমি গরুর দেখাশুনা কর আর রুটি বানাও... ও সব কাজ শিখে ফেলেছে। আর জান, ফিওদর, বিস্কুটও ভালো বানায়, আমার চাইতেও ভালো। দোষের মধ্যে লোকটা আলসে। গ্লাসখানেক না দিলে একটি কাজও করবে না। সময় সময় বাড়িতে এক টুকরো খাবারও থাকে না। বাড়ির কাজে ও খারাপ নয় — বরং এক ধরনের হাত আছে — কিন্তু মেয়েদের মত মন নেই।'

খামারে আচরণে রূঢ় ও তীক্ষ্ণ ভারভারা, ঘরে এসে আর এক ধরনের নরম মানুষ, পরিহাস-মেশানো অভিযোগের সময় গলার স্বর গভীর ও কোমল।

'আচ্ছা, ভারভারা, ওটা আনি তাহলে?' বুড়ো মনে করিয়ে দিল।

'ও — ওটার জন্য যেতে কোন আপত্তি নেই দেখছি, ওরে বুড়ো শয়তান! আচ্ছা, শীগগির নিয়ে এসো।'

ইগ্‌নাত দাদু উননের পিছনে তন্নতন্ন করে একটা খালি বোতল টেনে পকেটে পুরে ফিওদরকে ধূর্তভাবে চোখ টিপে অদৃশ্য হল।

ফিওদর ভাবল এবার ভারভারা তাকে কীভাবে ও কেন গৃহবিবাদ হল জিজ্ঞেস করবে। জল হাওয়ার কথা আলোচনার জন্য এখানে আমাকে আনেনি ও।

ভারভারা স্তেপানভনার অবশ্য প্রশ্ন করার কোন বাসনা ছিল না, সে তার নিজের কথা বলতে সুরু করল।

'ওরা বলে থাকে আমি খামারের পরিচালনার কাজ ঠিকভাবে করতে পারি না। কী করা যায়? ঠিক শিক্ষাটি আমি পাইনি কখনো। বই পেয়ে থাকি, বুঝবারও চেষ্টা করি কিন্তু আগের মত তরুণী ত আর নই। এখন এ সব বোঝা কঠিন।'

ইগ্‌নাত দাদু অতি দ্রুত ফিরে এল।

'এই যে!' দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল সে, ছুটোছুটি শুরু করল খাদ্যাগার আর টেবিলের মাঝখানে।

সবাই বসল।

'আঃ, কেয়াবাৎ, পান কর ধ্বংসকারীকে।' ভর্তি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে নিষ্ঠার ভাব নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো ইগ্‌নাত।

'আর তুমি?' ভারভারাকে উদ্দেশ করে বলল ফিওদর।

'না, আমাকে পীড়াপীড়ি কর না।'

'আমরাই এটা সাবাড় করতে পারব। ও শুধু টেবিলে বসে আমাদের সঙ্গ দেবে। তোমার স্বাস্থ্য পান করছি, ভাগ্নে!—সম্পর্কে তুমি ওরকমই একটা কিছু, যদিও একটু দূরের।'

সেই একই ধরনের কথাবার্তা চলল—বীজ, বপন, পেট্রোল সরবরাহ, লোকাভাব।

'বোনার সময় ততটা খারাপ নয়; আমরা ওটা ঠিক করে নিতে পারব,' ভারভারা বলল, 'কিন্তু খড় তোলা! আমাদের খড়ের ক্ষেত বনের মধ্যে, দাদু যেমন করতেন তেমনি ওদের অর্ধেক কাটতে হবে কাস্তে দিয়ে। তখন মাথা ঘামাতে হবে—নেই আমাদের অনেক লোক, নেই অনেক হাত। এ কথা আমরা ভাল করেই জানি, সবাই যদি সত্যি সত্যি কাজে হাত লাগায়, খামারটিকে এমনি করে তোলে যাতে সবাই কাজের জন্য যথেষ্ট মজুরি পায়, তাহলে শীগগিরই দেখবে যারা চলে গেছে তারা আবার জড় হচ্ছে। আমি ত বার বার ওদের একই কথা বলছি, গলা ফাটিয়ে একই কথা বোঝাচ্ছি—এস লেগে যাই, একবার চেষ্টা করে দেখি। কেউ কেউ শোনে, কেউ কানও

দেয় না। আমাদের মধ্যে আবার এ ধরনের লোকও আছে— নিজেরটা ছেড়ে অন্য দিকে তাকায় না। ময়দার মধ্যে তুষের মত।'

'তুমি আমাদের পরিবারের ইঙ্গিত করছ, তাই না?' ফিওদর বলল।

'ইঙ্গিতের দরকার নেই। তুমি নিজে আমার মতই দেখতে পাচ্ছ... ফিওদর, তুমি ছেলে ভালো কিন্তু কাঁচা। ভুল রাস্তা ধরেছিলে। কেন তুমি রিয়াসকিনদের সঙ্গে ভিড়লে? যদি লোভনীয় স্তেশাকে না হলে তোমার চলতই না তাহলে পচা গাছ থেকে ওকে উপড়ে আনলেই হত। একলা পেলে হয়ত ওকে মানুষ করতে পারতে। কিন্তু তুমি গেলে ওদের মাঝখানে। তোমার পক্ষে ওরা তিনজন অনেক বেশী দলে ভারি। সাবধান, ওরা তোমাকে কিছু না বানিয়ে ছাড়ে।'

ফিওদর কিছুই বলল না।

'সিলান্তি ধনী ছিল না কোনদিনই। এর জন্য যে উদ্যম চাই তা নেই তার। হয়ত ও খুব কিপটে। অপরের চাইতে বেশী উদ্যমী না হলে কেবল লোভ নিয়ে সবসময় বড়লোক হওয়া যায় না। টাকা বানাতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়, কিপটে হলে কাজ চলে না। সিলান্তি ঠিক তাই...

আমরা যখন যৌথখামার সুরু করি তখন কি ওর মত লোকের উপর নির্ভর করেছি! মধ্যচাষী, তাদের অন্য নাম দেওয়া চলে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে সত্যিকারের কলাক, যৌথখামারের আসল শত্রু! এখন তারা ঠিক শত্রু নয়, কিন্তু বাধা দিয়ে চলেছে। বিশেষ কোন ক্ষতি না করলেও চাকায় বালুর মত।'

'তুমি যেভাবে কথা বলছ তাতে আমার একটিমাত্র পথ আছে—তল্পিতল্পা গুটিয়ে দৌড় মারা।'

'না, তোমাকে তা করতে বলছি না। পচা মাড়ি থেকে দাঁতটা টেনে তোলার চেষ্টা কর। এটা প্রথমেই করা উচিত ছিল। এখন অবশ্য আরও কষ্টসাধ্য। আরে আমি জানি তার বাবার কাছ থেকে ঘোড়াটা ফিরিয়ে আনায় স্তেশার সঙ্গে তোমার একটা কাণ্ড বেধেছে। তার মা-বাবাকে সে তোমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে। এ জন্যই আমি এত সব কথা বলছি। সেই পুরোনো প্রবাদের মত যাতে না দাঁড়ায়—"পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।" তোমার লড়াই করা চাই।'

'আমার ত মনে হয়, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ভাবতেও লজ্জা হয়।'

'অবশ্য এরকম ঘটে। এড়াবার উপায় তোমার নেই...

খুব বেশী মনে নিও না এ সব। নিজেকে কষ্ট দিও না। সুখী হতে হলে লড়াই চালিয়ে যাও, থেমো না। মনটাকে শান্ত রাখ, ঘটনায় যেন মন মুষড়ে না যায়।'

এতক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ ইগ্‌নাত কিছুই বলেনি। সে কৌতূহল নিয়ে শুনছিল। কিন্তু তার মনে হল বোতলের প্রতি বড় বেশী উপেক্ষা চলছে। বলল:

'এ সব কেটে যাবে। সংসার করতে গেলে ওরকম হয়েই থাকে। এ নিয়ে অত মাথা ঘামিও না। এস আর এক গ্লাস নেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, আর একথাও মনে রেখ,' ইগ্‌নাতের দিকে ফিরে ভারভারা বলল। 'এর একটি কথাও যদি গ্রামের কাউকে বল, আমার কাছে তোমার জবাবদিহি করতে হবে!... তুমি মেয়েদের কাজ শিখেছ, মেয়েদের হাবভাবও শিখেছ— একথা লুকিয়ে লাভ নেই তুমি কেলেঙ্কারিও কিছুটা পছন্দ কর, বকাটে বুড়ো।'

'আমি? ভারভারা, ভারভারা! তোমার মুখ বটে, জীবনে এরকম খারাপ কথা শুনিনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! এখানে এমন একটি লোক বসে আছে যে দুঃখ পাচ্ছে।'

'আর আমি ওর বন্ধু কি না বল? আচ্ছা, তুমি এখখুনি

বল, আমি কি তোমার বন্ধু নই?' বোতলের ক্রিয়া ইতিমধ্যে ফলতে সুরু করেছে।

অন্ধকার জানলার উপর একটা সতর্ক টোকা।

'কে? তোমার কাছে বোধ হয় কেউ এসেছে, ফিওদর? আমার কাছে যারা আসে তারা কেউ জানলায় টোকা মারে না, সিধে ঘরে ঢোকে।'

ভারভারা উঠল, একটু বাদে ফিরে এসে ফিওদরের দিকে মাথা নাড়ল: 'তোমার কাছে লোক এসেছে। যাও এবার।'

স্তেশা দাঁড়িয়ে আছে জানলার বাইরে, কাঠের দেয়ালের উপর মাথা হেলান। উষ্ণ সন্ধ্যা কিন্তু সে তার শরীরের উপর ভাল করে সাদা রেশমের শালখানা জড়িয়েছে।

ওরা কিছু না বলে সভাপতির বাড়ি থেকে দ্রুত চলে গেল। মোড় নিয়ে ভারভারা স্তেপানভনার বাড়ির জানলা না দেখেই চলতে লাগল আস্তে। এবার যুক্তিতর্ক আরম্ভ হবে, ভাবল ফিওদর। সে স্ত্রীর দিকে তাকাল। গাল গোলাপী নয়, কান্নায় চোখ লাল কিন্তু একটা শুকনো বিদ্যুৎ ঝলক মারছে তাতে।

'ও, তুমি তাহলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, আর মদ খাচ্ছ! এইত চাও তুমি। বোধ করি ওনার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিলে। জান দেখছি কার কাছে যাওয়া দরকার।

ভারভারা! আমাদের পরিবারকে বিষের মত ঘেন্না করে, বুড়ী ডাইনী! আর ও তোমাকে তাই শেখাবে!'

স্তেশা তার শাল কামড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

'তুমি যত খুশি কাঁদতে পার কিন্তু একটা কথা সরাসরি বলব তোমাকে।' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ফিওদর। 'আমি তোমাদের বাড়িতে থাকব না আগের মত। হয় আমরা দু'জনা এক সঙ্গে চলে যাব নয় আমি যাব একাই। তোমার বাপ-মার কাছ থেকে যতটা দূরে পারি। এই আমার শেষ কথা।'

'এ সবই ওর কাজ! ও-ও-ও, আমি ওর গলা কাটতে পারি। কুত্তীর বাচ্চা! গ্রামে আমাদের নিন্দে রটিয়েই ও খুশি নয়, আমার জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চায়! কিন্তু কেন?... কীসের জন্য? আমারা ওর কি ক্ষতি করেছি? আমার উপর ওর এত রাগ কেন?'

'ওকে গালমন্দ করে লাভ নেই। এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের পরিবারে বাস করতে রাজী হয়েই ভুল করেছিলাম। স্তেশা, চল আমরা একসঙ্গে চলে যাই। আমরা গ্রামের মধ্যে মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের পাশেই থাকব।'

'আমি কোথাও যাচ্ছিনে! এখানে তোমার আপত্তির কী আছে? নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু নিয়ে

তোমার মাথা ঘামাতে হয় না। তাহলে তুমি কেন এত অসুখী? বাগান, গরুবাছুর... ওখানে ত কেবল তোমার বেতনটুকু।'

'স্তেশা, কী নিয়ে দুশ্চিন্তা তোমার? সেখানেও দরকারী সবকিছুই পাব আমরা।'

'হুঁ, আমি সে সব জানি। কিন্তু কথা বলে লাভ কী? আমি যেতে পারব না। কেন, সেটা জানার একটু আগ্রহ থাকা উচিত ছিল তোমার... ভারভারার যেমন বিবেচনা তোমারও তেমনি হৃদয় কি না! আমার পেটে ছেলে।'

'ছেলে?'

'আজ কাজ করতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরেছে, অসুস্থ লেগেছে... মা আমাকে পরীক্ষা করেছেন... কী করে আমি ছেলে-পেটে বাড়ি ছেড়ে যাই? মাকে ছেড়ে অচেনা এক নার্স রাখতে যাব? চাওয়ার জিনিস পেলে লোকে আর বেশী কিছু চায় না, ফেদিয়া...'

স্তেশা আবার কাঁদতে লাগল। ফিওদর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এভাবেই তারা আবার বাড়িতে ঢুকল। একজন কাঁদছে নিঃশব্দে আর একজন চুপচাপ ও বিষণ্ণ। আলেভতিনা

ইভানভনা একটি কথাও না বলে দরজায় ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, পেছনে কিন্তু ওদের দিকে কটাক্ষ করল।

একটি সন্তান হতে চলেছে। এখনও জন্মায়নি কিন্তু তাদের জীবনে এর মধ্যেই সে অংশ নিয়েছে।

* * *

ফিওদর ভেবে পেল না সেই রাত্রিবেলার ঘটনার পর কী ভাবে সে একই বাড়িতে তার শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে থাকবে, একই উনুনের রান্না খাবে আর প্রতিদিনই দেখবে তাদের। তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবে, কিছু কথাবার্তাও হবে।

কিন্তু কথা না বলেও, কেবলমাত্র ওদের কথাবার্তা শোনাই বিরক্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট।

'ওরা কখনও যৌথখামারে আমাদের লোকদের দিকে ফিরেও দেখে না। ভুলেও ভাবে না।'

'তুমি কী আশা কর?' শ্বশুর গজর গজর করে উত্তর দেয়।

'শীগগিরই ত গরুর জন্য খড় কাটার সময় হয়ে আসছে... আমাদের কি আবার সমস্ত রাস্তা ধরে সেই সভিনিয়ে মাঠে বা আভদোতিনা খাতের কাছে যেতে হবে?'

'আবার কোথায়? ... না কি তুমি ভাবছ্ ওরা আমাদের নদীর ধারে একটা খাসা জায়গা দেবে?'

'এমন অনেক জায়গা আছে যা আমাদের দিতে পারে।'

'তাহলে যাও ভারভারার কাছে, গিয়ে তার কাছে কাঁদ, হয়ত সে আমাদের দেবে — দিতেও পারে না! ... কুজমিন বনের পরিষ্কার জায়গাটায় গিয়ে গাছের গোড়া তুলবার প্রস্তাব করছে তারা — ঠিক আমাদের পছন্দসই কাজ!'

'ওরা কেবল চায় ওদের জন্য কাজ করে হাড্ডিসার হই।'

এই ভাবেই শেষ হয় সব সময়, দিনের পর দিন, সেই একই জিনিস। ন্যক্কারজনক।

যখন আলেভতিনা ইভানভনা খুশি মেজাজে থাকে তখনও ঐ একই ধরনের ন্যক্কারজনক। 'আমাদের শুয়োর-ছানার ওজন এরিমধ্যে আট পুদ হয়ে গেছে, যৌথখামারের রোগাহ্যাংলা জানোয়ারগুলোর মত নয়।' রাস্তা থেকে বুড়োর ঐ মরচে-পড়া পেরেক কব্জা আর ঘোড়ার সাজের চামড়ার টুকরো কুড়িয়ে বেড়ানও ওর কাছে বিরক্তিকর। ওদের চারপাশের সবকিছুই বিরক্তিকর। কী করে সে ওখানে থাকবে? ...

কিন্তু চলে যাওয়া, ওদের সম্পর্ক ছাড়া মানে স্তেশাকেও ত্যাগ করা।

ওখানে থাকা অসম্ভব মনে হল, কিন্তু মনেই হল কেবল। দিন চলতে লাগল। ফিওদর তখনও বাস করছে রিয়াসকিনদের বাড়িতেই।

তারা পরস্পরকে এড়িয়ে চলত কিন্তু প্রায়ই ফিওদর স্পষ্ট অনুভব করত ওদের দৃষ্টি ওর পিঠে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। নিতান্ত প্রয়োজনের সময় কেবল তারা কথা বলে। 'স্তেশা আমাকে কাঠ কাটতে বলছে, কুড়োলটা কই?' সে বুড়োকে আর 'বাবা' বলে ডাকে না, এই শব্দটি আর উচ্চারণই করতে পারে না, পুরো নাম ও পদবী বলে ডাকা মানে বুড়োকে আপমান করা, কারণ আগে তাকে 'বাবা' বলে ডেকেছে।

স্তেশার চেহারা ক্লান্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত, তার সে সৌন্দর্য আর নেই—কেবলমাত্র গর্ভাবস্থার জন্যই এমনটি হয়নি। চোখ সবসময়ই আনত, তার মধ্যে গোপন শঙ্কা, দুঃখ এবং একটা চাপা ও ভারি রাগ, ফিওদরের বিরুদ্ধে ততটা নয় যতটা 'সেই বুড়ী ডাইনী ভারভারার' বিরুদ্ধে। দিন দিন সে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

কখনো কখনো ফিওদর তাকে লুকিয়ে দেখে। কী হয়

যদি সে তাকে জড়িয়ে ধরে, চুমো খেয়ে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলে?... না করাই ভাল। ফল দাঁড়াবে চোখের জল আর অনুযোগ আর তার পরেই শুরু হবে আর্তক্রন্দন। তার মা আর বাবা আবার আসবে ছুটে...

রাত্তিরে স্তেশা যখন দেয়ালের দিকে মুখ করে তার পাশে শুয়ে থাকে, সে অসহায় দুঃখে ডাক ছেড়ে কান্না আটকাবার জন্য আঙ্গুলের গোড়া কমড়াতে থাকে। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি নে! পারছি নে সহ্য করতে!'

ট্রাক্টরের সঙ্গে মাঠে বার হয়ে হাসিঠাট্টা আর মাশেঙ্কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে চিঝোভের হিংসে ধরিয়ে দেয়। হোস্টেলে চর্বি-মাখা তক্তার উপর বরং সে সুখে ছিল।

এটা স্পষ্ট যে সে তার উপযুক্ত ঘরে বাস করছে না। সাংঘাতিক ব্যাপার এটা!

বেশী করে এই চিন্তা তার মাথায় আসতে লাগল: 'চিরকাল এভাবে চলতে পারে না। এর শেষ হতেই হবে, কিন্তু কবে? কী ভাবে?'

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ—কিন্তু এর শেষ নেই কোথাও।

অভ্যেস মতো মেঝের উপর চোখ রেখে স্তেশা জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কি কাল কাজ থেকে ছুটি নিতে পার?'

'হ্যাঁ, পারি,' আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দেয় সে। স্তেশা প্রথমে শান্তভাবে কথা বলেছে বলে তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

'বাবা সভিনিয়ে মাঠে খড় কাটতে যাচ্ছে। তুমিও যাও, সাহায্য কর তাকে। আর যাই হোক, আমরাও ত দুধ খাই।'

'বেশ,' বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই তার উত্তরে।

রাত থাকতে সিলান্তি পেত্রোভিচ আর ফিওদর রওনা হয়ে গেল।

সভিনিয়ে খড়ো মাঠ পনরো কিলোমিটার দূরে।

সরু রাস্তাটা ফার গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে কোনরকমে, নরম হয়ে আছে পচন-ধারা পাইন কাঁটার ঘন স্তূপে। দু'জন যেন একটা কঠিন কাজে লাগার জন্য কষ্ট করে এগিয়ে চলেছে, শোনা যাচ্ছে তাদের আয়াসকৃত শ্বাসপ্রশ্বাসের ভারি আওয়াজ। এরকম জায়গায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পর্যন্ত কথা বলার ইচ্ছে হয় না। ফিওদর দু'বার শাপান্ত করল—একবার একটা ভাঙ্গা ডালের তীক্ষ্ণ ডগা তার মুখে খোঁচা মারল আর একবার যখন সে হোঁচট খেল একটা শিকড়ের উপরে। বুড়ো একবার মাত্র কথা কইল!

একটা আচাছা তক্তার উপর দিয়ে পার হচ্ছিল গভীর ছোট্ট একটা খাত। বলল :

'যতক্ষণ না পার হচ্ছি তুমি অপেক্ষা কর। দু'জনার ভার সইবে না।'

এ ছাড়া খড়ের জমিতে পেঁাছন পর্যন্ত ওরা রইল চুপ করে।

চার বছর আগে এখানে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। বিদ্যুৎ করাত দুঃখার্ত কান্নার মত আওয়াজ তুলেছে; ঝড়ের আগে বাতাসের মত বিপজ্জনক ছুটন্ত শব্দে ভেঙ্গে পড়েছে পাইন গাছগুলো। ট্র্যাক্টর গাছের গোড়া ও মাটিতে পড়া শাখার উপর লাফিয়ে-ওঠা গাছগুলোকে টেনে নিয়ে গেছে।

এখন জায়গাটা খালি, নিঃশব্দ, পরিত্যক্ত। দু'একটা গাছ এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ করে তাদের রেখে যাওয়া হয়নি। ওরা মা-গাছ। ওদের কাজ হল বীজ ছড়িয়ে দেওয়া, পরিষ্কার মাটিকে নূতন গাছে ভরে দেওয়া। একদিন সঙ্গীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ওরা বাস করেছে; আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, নীচে থেকে সূর্যের আলো না পাবার ভয় জেগেছে। কিন্তু বন আর নেই, কেবলমাত্র ওদের বাছাই করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। শীর্ষে যেখানে ওরা পাতা আর শাখার ক্ষুদ্র গোছা মেলে ধরেছে তার উন্মুক্ত গোলাকার

চেহারা দেখলে মনে হয় কে যেন ওদের ছিঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু তাদের পায়ের কাছে, কালো গাছের গোড়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ, বিরাট পত্রবহুল বার্চ, এল্ডার ও লার্চ গাছের দল। যেখানে মাটি নরম ও ভেজা সেখানে উইলো ও কালো কারাণ্ট গাছের ঝোপ। সাবধানী কৃষক, যারা খড়ের জন্য যৌথখামারের তৃণভূমির উপর খুব বেশী নির্ভর করে না, তারা সাধারণত এই স্যাঁতসেঁতে ভূমির খোঁজ করে বেড়ায়। এসব জায়গায় একধরনের বিশেষ রসাল ঘাস জন্মায়, গ্রামের লোকদের কাছে তা 'নল ঘাস' নামে পরিচিত। এর শাঁসাল ডাঁটের মজ্জা খেতে ছেলেপুলেরা ভালবাসে। ফুল হবার আগেই অবশ্য এগুলোকে কেটে ফেলতে হয়, নইলে ঝোপের মতো শক্ত হলে গরু এদের খাবে না।

কাছাকাছি বার্চ গাছের চূড়া উষ্ণ গোলাপী রোদে স্নান করছে। সূর্য উঠছে যদিও নীচ থেকে তার দেখা মিলছে না।

একটা ছোট্ট সমতল ভূমিতে ঘাস কাটতে শুরু করল ওরা। ফিওদর এক পাশ থেকে আরম্ভ করল, অন্য পাশ থেকে সিলান্তি পেত্রোভিচ। কাজ সুরু করার আগে বৃদ্ধ রুক্ষ গাম্ভীর্য নিয়ে (সে আশঙ্কা করছিল ফিওদর মনে মনে ওকে বিদ্রূপ করবে) গোলাপী চূড়া বার্চ গাছের

সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুশ করল। কাজ আরম্ভ করল সেই প্রথম। কাস্তের আবর্তন সতর্ক ও সুবিবেচিত কিন্তু আঘাতের মত তীক্ষ্ণ।

ফিওদর যেখানে জন্মেছে সেই জাওসিচের লোকেরা বলত: 'চার দিকে বন আর আকাশের জন্য উপরে একটু ফাঁক।' কাছাকাছি কোথাও জলা বা শুকনো তৃণভূমি ছিল না। ফিওদরের বাবাকে গ্রামের মধ্যে প্রধান খড়-কাটিয়ে বলা হত, ওঁর নিজেরও এতে গর্ব ছিল। 'সমতল ভূমিতে সহজ,' তিনি বলতেন, 'কিন্তু আমাদের অঞ্চলে কাস্তে ঘুরোন একটা ওস্তাদির ব্যাপার।'

পরে ফিওদর যখন একটা সাইকেল পেল, খ্রুস্‌ৎসভো বল্‌শভোর মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে খারাপ রাস্তায় বিশ কিলোমিটার যেতে শিখল এক ঘণ্টায়। প্রায়ই তার মনে পড়ত জলস্রোতকৃত খাতে, পোড়া জমির পাশে ঝোপওয়ালা বনের ছোট মাঠে তার আর তার বাবার ঘাস কাটার কথা।

সাইকেলে সবসময় তাকে ঐ রাস্তায় বদ্ধি খাটিয়ে চলতে হত। প্রত্যেকটি গর্ত, প্রতিটি বাল জমি, পশুর খুরে এবড়ো-খেবড়ো জায়গা, প্রতিটি চাকার খাত সাবধানে পেরুতে হত। সবকিছু এড়িয়ে সাইকেল চালাতে হত কৌশলে। অনেকটা জঙ্গলের মধ্যে ঘাস কাটার মত।

ঘন ঘাসের মধ্যে একটা ছোট্ট ঝোপ লুকিয়ে আছে। দেখ, অসাবধানে ওটার মধ্যে না কাস্তের ফলক ঢুকিয়ে যায়। গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস লুটিয়ে পড়ছে কাস্তের সামনে আর সারি সারি পড়ে থাকছে জমির উপর। যারা তাদের এমন ফাঁকা করছে তৃণমুক্ত ঝোপগুলো যেন তাদের দিকে তাকিয়ে রাগে দপদপ করছে। কিন্তু কোনও লাভ নেই। লোকটি ওদের পেরিয়ে গিয়ে আবার কাটতে সুরু করে... একটা পরিষ্কার জায়গা, ঘন, একই ধরনের ঘাসে বোঝাই — এক, দুই! ভালোভাবে বড় হাতে চোপান চলে। ঝুঁকে না পড়ে একেবারে কাঁধের কাছ থেকে হাত ঘুরোন যায় — কী যে আনন্দ। কিন্তু উৎসাহে অধীর হও না — ঘাসের ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা আধ-পচা গাছের গোড়া — অপেক্ষা করছে কাস্তেটাকে আটকে ফেলতে...

ঝোপ, গাছের গোড়া, পচন-ধরা মাটিতে লুটোন গাছ— সব কিছুকেই এড়াতে হবে, কৌশলে দাবাতে হবে, পরাজিত করতে হবে।

সময় সময় ফিওদর তার শ্বশুরের কথা ভুলে যাচ্ছিল।

বনের উপর সূর্য উঠল, গরম বাড়ল, সার্ট চেপেট গেল পিঠের সঙ্গে। সিলান্তি পেত্রোভিচের শানপাথরের আওয়াজ শুনেই থেমে গেল ফিওদর। নিজেও এক গোছা ঘাস দিয়ে

তার কাস্তের ফলকটা মুছে ফেলে নিজের পাথরখানাকে বার করল।

একই সঙ্গে তেষ্টা পেল তাদের। কাস্তে রেখে দুদিক থেকে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল জলার দিকে। ফিওদর সিলান্তি পেত্রোভিচের জন্য অপেক্ষা করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। শুয়ে পড়ে বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে জল খেল, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাথা তুলল সে, হলদে গোঁফ থেকে ঝরছে জলের ফোঁটা। প্রচুর জল খেয়ে মুখে জল ছিটোল এমনভাবে যাতে জলাটা ঘোলাটে না হয়। পরে নিঃশব্দে চলে গেল সে। ফিওদর শ্বশুরের জায়গায় গিয়ে মুখ নীচু করে স্যাঁতসেঁতে জমির উপর শুয়ে পড়ল, সেও জল খেতে লাগল মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের জন্য মাথা তুলে।

দুপুরের মাঝামাঝি দুজন দুজনার কাছাকাছি এসে গেল। মাত্র বিশ পা বাকি। ভূমি সমতল, গাছের গোড়া, ঝোপ বা গুঁড়ি নেই। কোপের পর কোপ, এক পা এক পা করে কাছে এগুচ্ছে, রক্তাভ, ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত, কর্মে নিবিষ্ট।

সম্ভবত তারা মুখোমুখী হবে, পরস্পরের দিকে চাইবে? সেই মুহূর্তে আগেকার ঝগড়াটা তাদের মনে পড়বে

কি? দু'জনাই কাজ করছে, দু'জনাই সমান ক্লান্ত, কেউ পিছিয়ে পড়েনি, গোপনে তারা দু'জনেই দু'জনকে নিয়ে খুশি...

আরও কাছে এল। শি, শি! একদিকে এক কোপ, আর একদিকে আর একটা। মধুর মর্মরধ্বনিতে ঘাসগুলো মাটিতে পড়ছে।

হঠাৎ ফিওদর টের পেল কাস্তেটা নরম একটা কিছুর ভিতর দিয়ে চলে গেল, আলের উপর শেওলার মত। কাস্তে থামিয়ে কুঁচকিয়ে তাকাল সে। ফলকের উপর রক্ত, মাটিতে লোটান ঘাসের উপর একজায়গায় রক্তের দাগ কিন্তু ফলকের রক্তের মত তেমন উজ্জ্বল নয়। একটা ছোট্ট, আকারহীন কালো বাদামী রঙের পিণ্ড পায়ের কাছে পড়ে আছে। খরগোসের একটা বাচ্চাকে সে কেটে ফেলেছে।

সিলান্তি পেত্রোভিচ কাস্তে রেখে ঘাসের মধ্যে কিছু একটা খুঁজতে লাগল। ওটাকে ধরে সাবধানে টান করল সে। ফিওদর এগিয়ে গেল কাছে।

'তুমি এটাকেও চোট দিয়েছ কাস্তের ডগা দিয়ে... দেখ, ওর পায়ে রক্তের দাগ।'

বুড়োর চওড়া হাতের চেটোয় আর একটা খরগোস; ভেলভেটের মতো কানদুটো কুঁজো করে লোমশ পিঠের

দুপাশে সাঁটা, কালো চোখদুটো চাইছে নিঃশঙ্ক কিন্তু তাতে দুঃখ পাওয়ার কষ্ট।

'এখানে নিশ্চয়ই খরগোসের আস্তানা ছিল। কী করেই বা দেখা সম্ভব?' ফিওদর অপরাধীর মত বিড়বিড় করে বলল।

'ইশ্বরের জীব, বুঝবার শক্তি নেই। পালিয়ে যাবার বুদ্ধি পায়নি, বসে থেকে বড় দেরী করে ফেলেছে।'

বুড়োর গলায় আর রোদ-পোড়া মুখের গভীর রেখায় একটা আন্তরিক দুঃখ, অকৃত্রিম মানবিক সহানুভূতি।

'ওদের দেখতে পাওনি...'

'হ্যাঁ, ওদের দেখা মুশকিল। আমাকে একটু ন্যাকড়া দাও। চল, পাটা বেঁধে বাড়ি নিয়ে যাই, মেয়েরা দেখাশুনো করবে। বেঁচে আছে বাচ্চাটা।'

বাকি জমিটুকু কেটে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল ওরা। সিলান্তি পেত্রোভিচ দু'খানা কাস্তেই নিল আর ফিওদর চলল সযত্নে নরম, উষ্ণ ছোট্ট খরগোসটিকে নিয়ে।

সেই সন্ধ্যায় আলাদা না হয়ে একই সঙ্গে খেল সবাই। বুড়োদের ঘরে সবাই মিলে খেতে বসল। টেবিলে কোন রকম মদ ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি উৎসবের ভাব এসেছে।

সিলান্তি পেত্রোভিচ আর ফিওদর পরিষ্কার সার্ট গায়ে পাশাপাশি বসল, ধীরেসুস্থে গৃহস্থালি সম্পর্কে কথাবার্তা কইতে লাগল।

'আমরা যদি আর হপ্তাখানেক দেরী করতাম তাহলে ঘাসগুলো অনেক শক্ত হয়ে যেত।'

'হ্যাঁ, কাঠের মত। তুমি ঐ ধরনের বন ঘাসের জমিতে বোধ হয় আগেও কাজ করেছ। আমি প্রশংসা করে বলছি না, আমার মত বুড়োর উপরও টেক্কা দিয়েছ।'

'কীভাবে কাটতে হয় আমার তা জানা আছে। আর যাই হোক, আমি ত আর সহর থেকে আসিনি।'

'তা ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।'

আলেভতিনা ইভানভনা উনুনের পাশে বেঞ্চে বসে খরগোসের আহত পায়ে ভেজা পাতা লাগিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলছে:

'ওরে আমার ছোট্ট বোকাটা, ভয় পাবার কী আছে রে, পুঁচকে। সোণামণি, এখন লাফাস নে, আগেই লাফান উচিত ছিল... অনেক আগে... তাহলে চোট পেতিস নে।'

টেবিলে মাংসের সূপের গন্ধ থেকে দূরে বসে, ওদের সকলকার দিকে খুশিভরে চেয়ে স্তেশা দুধ খাচ্ছে। উজ্জ্বল,

খুশিভরা চোখে ও তাকাল সকলের দিকে। গৃহে শান্তি। বিরোধ ভুলে গেল সবাই।

স্তেশা ছিল মা-বাবা আর ফিওদরের বিরোধের মাঝখানটায়। তাই সে সবচাইতে বেশী কষ্ট পেয়েছে; এখন সেই সবচাইতে বেশী খুশি।

বাড়িতে শান্তি এসেছে, বিবাদ ভুলে গেছে সবাই।

* *

পরের দিন সকালে দলপতি ফেদোত নোসভ এসে হাজির। লম্বা, সরু-কাঁধ লোক, ভারি চিবুকের উপর একটু দাড়ির গোছা। সে প্রায়ই সিলান্তি রিয়াসকিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসত। ফিওদর তখনো বুঝে উঠতে পারেনি এরা শত্রু না মিত্র। ফেদোত যখন ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে কোণার দিকে লক্ষ্য করে অভ্যর্থনা জানায়, টুপিও তোলে না বা বসেও না—এটা কিছু ভাল লক্ষণ নয়। আর যদি সোজা এসে বেঞ্চের উপর বসে তার ধূলিবোঝাই বিরাট বুটজোড়াকে বেঞ্চের নীচে ঢুকিয়ে দেয়, যেন তাদের দৃষ্টির বাইরে রাখতে চায় তখন দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর সখ্যতামূলক কথাবার্তা সুরু হয়, এমনকি একটা বোতল ও এসে হাজির হয় টেবিলের উপর।

কিন্তু এবার সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল, কারো দিকে চাইল না।

'সিলান্তি,' বলল গভীর গলায়, 'কাল ঘাস কাটবার জন্য তৈরী হও।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বলল সিলান্তি পেত্রোভিচ। সে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে ছিল। 'বাকি আর সকলের মত আমিও যাব।'

'ভারভারা আমাকে বলেছে এ বছর তোমাকে রান্নাবান্না করতে হবে না। ক্লাভদিয়া খাবার বানাবে। ওর অসুখ, ঘাস তোলার কাজ কষ্টকর। তোমার ঘাস কাটার কাজ তুমি ত নিজেই কর, যৌথখামারের জন্যও কিছুটা করতে পারবে।'

'তোমাদের কি লজ্জা হয় না, তোমার আর ভারভারার? আমি বুড়ো মানুষ। আমার নিজের জন্য ঘাস কেটেছি সত্যি কিন্তু তাতে আমার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। গোলমাল কর না ফেদোত, আমি যেমন বরাবর করে থাকি তেমনি রান্না করব।'

'এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ হল ভারভারার আদেশ।'

ফেদোত ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার নীচু কাঠের নীচে মাথা নাবিয়ে চলে গেল, আওয়াজ হল ভারি বুটের।

‘ভারভারা, ডাইনী কোথাকার! নিজের বুড়োকে রাখে উননের পাশে। আর ঐ ফেদোত, যেমনি এসে একটা থামের মত ওখানে দাঁড়াল, আমি চমকে উঠলাম। সারা গ্রীষ্ম ওদের জন্য হাড়গুড়ো করে কী পাওয়া যায়? মুখ হাঁ করে থাক, হয়ত ওরা একটা টুকরো ফেলে দেবে।’

সিলান্তি পেত্রোভিচ তার স্ত্রীর গজগজানিতে বাধা দিল।

‘খুব হয়েছে! একটু চুপ কর ত, বাপু। সন্ধ্যের জন্য বাড়িতে তৈরী মদ আছে কি?’

‘বাড়ির মদ… সবসময় ঘরে তৈরী মদ চাই। তুমি কি ভেবেছ, আমার এখানে ভাঁটিখানা আছে?’

সন্ধ্যায় দলপতি আবার এল কিন্তু এবার ঢুকল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। সোজা বেঞ্চের কাছে গিয়ে চুপ করে বসল, টুপি তুলে নিয়ে হাতের চেটো দিয়ে রুক্ষ শণের মত চুলগুলোকে সমান করে তিরস্কারের সুরে কিন্তু বন্ধুভাবে বলতে শুরু করল:

‘তুমি হচ্ছ একটি ঘাগী শেয়াল, সিলান্তি। নিজের বয়সের সুযোগ নিচ্ছ—এটা ঠিক নয়। তুমি বুড়ো বটে কিন্তু শক্তসমর্থ, কড়া হাড়ের লোক। ক্লাভদিয়ার বয়স তোমার চাইতে কম কিন্তু সে রুগ্‌ণ।’

ফিওদর জানত এই আলোচনা কী ভাবে শেষ হবে, নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল সে।

একটু বাদে স্তেশা এসে মৃদু গলায় বলল:

'তোমার এরকম একা একা থাকা ঠিক নয়, ফিওদর। এস আমাদের সঙ্গে বস, স্রেফ সঙ্গের খাতিরে।'

ফিওদর দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল।

'চাইনে আমি।'

স্তেশা মুহূর্তের জন্য তার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘুরে চলে গেল।

পরের দিন সকালে সবাই জানতে পারল সিলান্তি পেত্রোভিচ আবার রান্নার কাজ করবে।

বিশেষ করে কিছুই ঘটেনি। কোন চিৎকার, বকাঝকা, রাত্তিরে কোন কাণ্ডকারখানা হয়নি: তবু রিয়াসকিনদের বাড়িতে সবকিছুই পূর্বাপরের মত।

স্তেশা আবার তার স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে লাগল। আবার ফিওদর এবং তার শ্বশুর দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, আবার বুড়ী বকবক শুরু করে: 'চমৎকার এক জামাই ভগবান আমাদের জন্য বেছে পাঠিয়েছেন। আমার বুড়োটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে খেটে হাড়মাস কালি করে ফেলল আর ও গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুয়োরটা

শুয়ে গোবরে ডুবে আছে কিন্তু একটা আঙুল পর্যন্ত ও নড়াবে না, সবকিছু আমাদের জন্য ফেলে রাখে।' এ কথা ফিওদরের কানে এলে সে পরের দিন শ্বশুরকে বলত: উকনঠেঙ্গাটা দেখি...' আগের মত শ্বশুরকে নাম ধরে সে কোন সম্বোধনই করে না।

ফিওদর যথাসম্ভব কম সময় বাড়িতে থাকার চেষ্টা করে। ভোরে কাজে বেরিয়ে যায় আর আসে সন্ধ্যা হলে পর। যেখানে থাকে সেখানেই খাবার সারে, হয় ক্যাণ্টিনে বা ড্রাইভারদের সঙ্গে। খাবারের জন্য খরচা লাগে, তাই সব টাকাটা সে স্তেশাকে দিতে পারে না। অবশ্য সে জানে বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে এটার সুযোগ নিয়ে স্তেশার মনকে তার উপর বিষিয়ে তুলবে: 'চমৎকার স্বামী তোর! মদ খেতে আর ফুর্তি করতে গেছে নিশ্চয়। ওর পরিবার ওর কাছে কিছুই না! আঃ, একটা জ্বালা বটে!'

কাজের থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। দিনভোর অবসাদের কথা মনে হয় না—পেট্রোল যোগাড়, অন্যান্য দলপতির সঙ্গে ট্রেলারের জন্য ছেলেদের সম্পর্কে আলোচনা, ট্রাক্টরের অতিরিক্ত অংশ পাঠায়নি বলে ফোনে চিৎকার, কামারশালা থেকে খামার অফিসে ছুটোছুটি, এ সব নিয়ে সে অত্যধিক ব্যস্ত। সন্ধ্যা নাগাদ ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটে। বিছানায় শুয়ে অন্যদের মত শান্ত মনে যদি শুধু ঘুমোতে পারত, বিষণ্ন চিন্তায় পীড়া ও দুঃখ না পেত। কিন্তু কী করে এসব এড়িয়ে যাবে, সে যে কিছুতেই ভুলতে পারে না, যে নূতন সিঁড়ি ধরে সে বারান্দায় উঠছে তিন দিন আগে সেটা তৈরী করেছে তার শ্বশুর, যে ঘরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাদুর স্তেশা ঝেরেছে এবং পেতেছে, যে বিছানায় সে শুচ্ছে তা স্তেশারই বিছোন। প্রত্যেকটা টুকিটাকি জিনিসও সতত মনে করিয়ে দেয়, ভুলে যেও না কার ঘরে তুমি বাস করছ, ভুলে যেও না কার কাছে তুমি ঋণী! সময় সময় প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতেও তার শঙ্কা হয়—এমনকি এখানকার বাতাসও তার নয়—বাতাসটুকুও না!

কৃশ ও ক্লান্ত স্তেশা পীড়াদায়ক নৈশব্দে আসে তার কাছে। মাঝে মাঝে চোখে জল নিয়ে। সবচাইতে খারাপ এটা। স্বামীজনোচিত দরদে তার জিজ্ঞেস করা উচিত: কী ব্যাপার? কে তাকে পীড়া দিচ্ছে? কিন্তু কথা ছাড়াই যখন সবকিছু পরিষ্কার তখন প্রশ্ন করে কী লাভ? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাদের পারিবারিক জীবন খারাপ, তাই এই কান্না। কে তাকে বিব্রত করেছে? কেন, তার স্বামী—এইভাবেই সে জিনিসটাকে দেখে। জিজ্ঞেস না করাই

ভাল। কিন্তু চুপ করে থাকাও বড় সহজ নয়। যদি সে এখান থেকে চলে যেতে পারত—অন্য কোথাও রাত কাটাতে পারত—এমনকি খড়ের গাদাতেও! কিন্তু তা অসম্ভব। এই তোমার ঘর, এখানে থাকতে তুমি বাধ্য। এক বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে শুতেই হবে তোমাকে।

এই ভাবেই চলল, রাতের পর রাত।

এ ভাবে খুব বেশী দিন চলা সম্ভব নয়। যেমন করেই হোক শেষ হতেই হবে। যদি সেটা তাড়াতাড়ি হয়। হোক না কঠিন, হোক গে কুৎসিত—তবু শেষ ত বটে। এই মর্মপীড়ার চাইতে আর সব কিছুই ভালো!

এ ভাবে জীবনযাপন অসম্ভব!

অসম্ভব—তবু সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ফিওদর গ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে আনে রিয়াসকিনদের বাড়িতে।

* * *

ফিওদরের একখানা নোটবই ছিল যাকে সে বলত ‘গণনা ঘর’। ট্রাক্টর কতটা কাজ করল, প্রতিদিন কতটা পেট্রোল খরচা হল, এতে লিখে রাখত। জীর্ণ চটচটে বইখানা থাকত তার পকেটে। একদিন জ্যাকেটের সঙ্গে বইখানাকে বাড়িতে ফেলে এল সে।

বইখানা নেবার জন্য মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে বেড়ার উপর সাইকেল রাখল, উঠোনে ঢুকে শুনতে পেল বাড়ির পেছনে দিক থেকে আসছে একটা ছাগলের আর্ত চিৎকার। রিয়াসকিনরা ছাগল পোষে না। এটা নিশ্চয়ই কোন প্রতিবেশীর হবে। প্রাণীটা যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে। 'একটা ছাড়া ছাগল বেড়ার উপর লাফাতে গিয়ে আটকে গিয়ে চেঁচাচ্ছে,' ভাবল ফিওদর। বারান্দা থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে বাড়ির পিছনে গিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

ছাগলটা বেড়ার ওপর ঝুলছে না। দাঁড়িয়ে আছে, তীক্ষ্ণ ছোট্ট ক্ষুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে স্তেশা ওকে পিছন থেকে ধরে আছে আর আলেভতিনা ইভানভনা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দড়ি দিয়ে কী যেন করছে। তার মুখ দেখে ফিওদর চমকে উঠল — সাধারণত এত কোমল ও নড়বড়ে, এখন ক্রোধে বিকৃত।

'নচ্ছার, শয়তানের বাচ্চা! স্তেশা সোণা! ওটাকে শক্ত করে ধর ত! ঠিক হয়েছে! এবার তোর শিক্ষা হবে, নোংরা জানোয়ার!'

ফাঁস-আটকান গলায় শব্দ করতে করতে ছাগলটা ছটফট করতে লাগল পাগলের মত।

ফিওদর বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী... শিং বাঁধা শাস্তি।

ছাগল চতুর জানোয়ার, লোককে বিরক্ত করে, জিনিসপত্র নষ্ট করে। তরকারীর বাগান থেকে দূরে রাখা কঠিন। তাড়ান হয়, পিটোন হয়, আঁকাবাঁকা কাঠের নানা জিনিস গলায় আটকান হয় কিম্বা ভারী গলার বেড়ী। এ সবই স্বাভাবিক, কিন্তু শিং বাঁধার মত নিষ্ঠুর কাণ্ড কারও পক্ষে করা বিরল ব্যাপার। এটা করা হয় এইভাবে: যে শিংদুটো দুপাশে ছড়িয়ে থাকে তাদের যতটা সম্ভব একত্রে টেনে খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপর ছেড়ে দেয়া হয় ছাগলটাকে। শিংগুলির অস্বাভাবিক অবস্থা জানোয়ারটাকে অকথ্য যন্ত্রণা দেয়, ওটা এদিক ওদিক দৌড়তে থাকে, ছটফট করতে থাকে। মালিক যদি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি না খুলে দেয় তাহলে ছাগলটা একেবারেই দিশাহারা হয়ে পড়ে। অসংলগ্ন আর্তক্রন্দন করতে করতে হাঁটে, ঠিক খেতে পারে না, দুধ দেওয়া বন্ধ করে—এক কথায় গ্রামবাসীরা যা বলে—একেবারে 'অকেজো' হয়ে যায়।

'ব্যস্, স্তেশা সোণা। দাও ওটাকে ছেড়ে... শয়তান, চুরি করে বাগানে ঢুকেছিলি! আমাদের শশার উপর লোভ।'

স্তেশা আর তার মা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ওটাকে তাড়া করল। করুণস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছাগলটা ফিওদরের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

তার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা হল লজ্জা—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কুৎসিত কাজ দেখলে যে ভাব আসে মানুষের মনে। ফিওদরকে দেখে স্তেশা সম্ভবত এর কিছুটা অনুভব করেছিল কারণ সে ঘুরে শশার ক্ষেতের উপরে ঝুঁকে পড়ল। রাগে তখনও তার মুখ লাল, বুড়ী ফিওদরের দিকে না তাকিয়ে চলে গেল।

'আমাদের শশা চুরি! বাছাধন আর এধার মাড়াবে না!'

এমনকি নোটবই-এর জন্য ঘরে না ঢুকেই ফিওদর সাইকেলে চেপে মাঠে চলে গেল।

আগে যা সে অনুভব করেছে তারও চাইতে বিশ্রী একটা ভার তার উপর চেপে বসল। সত্যি যে জানোয়ারটা ওর হাতে পড়লে নিশ্চয়ই মনে রাখার মত একটা কিছু করত সে। কিন্তু এ লোকগুলোর মতিগতি সে কিছুতেই বুঝতে পারল না—এটাই হল মারাত্মক ব্যাপার। কী করে একটা লোক আহত খরগোসের সেবা করে, তার আহত জায়গা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়, আদর করে বলে, 'আহা বেচারী পুঁচকে'—আবার সেই হাতেই সোজাসুজি একটা জানোয়ারের উপর অত্যাচার করে? বুড়ীর মুখ বিকৃত, দুর্দান্ত। 'আমাদের শশা চুরি!' আচ্ছা, বুড়ীর ক্ষেত্রে এটা না হয় অবাক হবার মত এমন কিছু নয়। শশার জন্য সে

লোকের গায়ের চামড়াও তুলে নিতেও প্রস্তুত। কিন্তু স্তেশা! কয়েকটা শশার জন্য তার এরকম পাষণ্ড হওয়া ...

'কেবল স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী, দুধ আর মধু।'

ব্যাপারটা এমন কিছু বিরাট নয়। একটা ছাগলকে শাস্তি দিতে দেখেছে ওদের—কেন। সে যদি কাউকে বলে যে এ ব্যাপারটা তাকে পীড়া দিচ্ছে তাহলে তারা হেসে উঠবে। বরং খেয়াল না রাখা ভালো, মনের থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, ভুলে যাওয়া ভালো। কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার কথা অসহ্য। আবার ফিরে-যাওয়া, দেয়ালের ওপাশে বুড়ীর গজর গজর শোনা, ওদের উননে রান্না খাবার খাওয়া, বুড়োকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, একই শয্যায় স্তেশার সঙ্গে শোওয়া!

'আর কতদিন সে এই যন্ত্রণা সইবে? যথেষ্ট হয়েছে তার। সব শেষ করবার সময় হয়েছে, ছেড়ে যাবার সময় এসেছে!

কিন্তু সন্তান জন্মাতে আর দেরী নেই। ফিওদর, তুমি বাবা হতে চলেছ!

সে কী করতে পারে? ... সন্তানের খাতিরে তাদের জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করবে? বুড়ীর মত শশা নিয়ে রাগে উন্মাদ হবে? অথবা সবকিছু জলাঞ্জলি

দিয়ে বুড়োর সেই অক্লান্ত নালিশের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবে: ‘ওদের জন্য কাজ করে পিঠ বাঁকিয়ে ফেল, ওরা তাই চায়।’ সন্তানের জন্য তার বিবেককে পঙ্গু করবে?...

না, তা সে করতে পারবে না? এ সব শেষ করার সময় হয়েছে! ছেড়ে যাওয়ার সময় এসেছে!’

পিছনে চষা মাটির বুকে দাগ কেটে বনের ধারের ঝোপের পাশ দিয়ে একটা ট্রাক্টর চলেছে আস্তে আস্তে।

ফিওদর ডেইজি-ছাওয়া ঢিবির উপর সাইকেল রেখে সোজা ট্রাক্টরের কাছে চলে গেল। চিঝোভ ট্রাক্টর চালাচ্ছিল। থামল সে। ধীরে ধীরে নেবে এসে লাঙ্গল-চালান ছুলি-ওয়ালা ছেলেটার দিকে মাথা নেড়ে বলল:

‘আর একটু জিরিয়ে নাও! আচ্ছা ফিওদর, তুমি পেট্রোলের ব্যবস্থা করেছ?’

ফিওদর ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

‘না, আমার নোটবই বাড়ি ফেলে এসেছি।’

‘গিয়ে নিয়ে আসছ না কেন?’

ফিওদর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

‘শোন,’ শেষটায় বলল, ‘আমার সাইকেলটা ওখানে, গিয়ে আমায় নোটবইটা নিয়ে এস, যাবে?’

‘তুমি নিজে কেন যেতে চাইছ না?’

'কী আসে যায়। তোমার খুব অসুবিধে হবে না কি?'

'রাগ কর না। তুমি আমার বদলে কাজ করলে আমি যেতে পারি।'

চিঝোভ যাবার জন্য ফেরামাত্র ফিওদর লাফিয়ে উঠে ওর আস্তিন ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল।

'একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ওরা দুজনে বসল ছোট্ট একটা বার্চের ছায়ায়। পুরোনো রাগ অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিল কিন্তু ফিওদর চিঝোভকে কখনও পারিবারিক বিষয়ে কথা বলেনি। লোকের সামনে নোংরা ঘাঁটতে চায়নি সে, বিশেষ করে চিঝোভের মত লোকের কাছে অভিযোগ জানাতে তার লজ্জা। কিন্তু এখন এতে কিছু আসে যায় না, সবার জানতে আর দেরী নেই, আজ না হলে কাল। চিঝোভও জানতে পারবে, অতিরঞ্জনের অভাব হবে না। এই অতিরঞ্জনকে এড়াবার উপায় নেই, কোনদিনই ছিল না।

তবু ফিওদর অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে সিগারেট টানল, ঈষৎ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকাল চিঝোভ। মাথার উপর বার্চের মৃদু মর্মর।

'আচ্ছা, কী ব্যাপার?' শেষ পর্যন্ত চিঝোভ জিজ্ঞেস করল।

'শোন কী বলছি, বাড়িতে ওদের বলবে,' ফিওদর আরম্ভ করে থেমে গেল, 'ওদের বলবে,' আবার দৃঢ়ভাবে সুরু করল সে, 'আমি ওখানে আর যাচ্ছি না... একেবারেই না। বলবে আমার জিনিসগুলো যেন একসঙ্গে করে রাখে... এক জোড়া নতুন উঁচু বুটজুতো সিন্দুকের ভেতর আছে... আর আমার শীতের কোট, সার্ট, রেডিও... আমি তোমাদের কাছে গিয়ে থাকব।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? কী হয়েছে তোমার?'

'ওদের বলবে আজ সন্ধ্যায় তোমরা আমার জিনিস আনতে যাবে।'

'ফিওদর! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বোঝবার কী আছে? ওটা আমার পক্ষে ঠিক জায়গা নয়, এই ব্যাপার। আমি ওদের বাড়িতে থাকা আর বরদাস্ত করতে পারছি না।'

'কিন্তু কেন?'

'বুঝিয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে... এমন কথা আছে যা ভাষায় বলা যায় না। ওরা ঠিক ধরনের মানুষ নয়, ওদের সঙ্গে থাকা কঠিন... আমাকে আর জিজ্ঞেস কর না, লক্ষ্মীটি। যা বলছি তাই কর, আমায় কষ্ট দিও না। তোমার প্রশ্ন ছাড়াই আমি যথেষ্ট খারাপ বোধ করছি...'

চিঝোভ যেখানে বসেছিল সেখানেই আর একটু সময় বসে থাকল ফিওদর আরও কিছু বলে কি না দেখবার জন্য। ফিওদর চুপচাপ। তখন ইতস্তত করে চিঝোভ উঠে দাঁড়াল। মাথার পিছনে-ঠেলা টুপি, উঁচু কাঁধ, দুপাশে চাপা শক্ত কনুইদুটো — চলে যাওয়ার সময় সব কিছুই তার বিব্রতভাবকে প্রকাশ করল।

ফিওদর সিগারেটের শেষাংশ টুক করে ফেলে দিয়ে উঠে গেল ট্রাক্টরের কাছে।

গিয়ার ঠেলে সে সাবধানে ক্লাচ ছেড়ে দিল। মাটি-ওপড়ান লাঙলের পাঁচটা ফলা যন্ত্রের ভারি টান অনুভব করল। পিছনে ভারি জিনিস টেনে-আনা ট্রাক্টরের অব্যর্থ শক্তির সেই পরিচিত বোধ, ফিওদর একটু সান্ত্বনা পেল।

... মনে হল চিঝোভ খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে।

'ওদের বলেছ সবকিছু?'

'তুমি যা যা বলেছ সবই।'

'আর ওরা?'

'স্তেশা কাঁদল। পরে রাগ করে চেঁচাতে শুরু করল আর তোমাকে আমাকে গালাগালি দিতে লাগল... ভাবলাম ও আমার মুখ আঁচড়ে দেবে... আচ্ছা, ও আগে কত না সুন্দর ছিল!'

শেষের কথাগুলো ফিওদরের সামনে স্তেশার একটা জ্বলজ্যান্ত ছবি তুলে ধরল। তার ক্ষীণ মুখ, গর্ভজনিত চামড়ার ঘোলাটে রঙ, আলুথালু চুল আর রাগ ও বিরক্তিতে বিকৃত মুখ। 'আগে এত সুন্দর ছিল!' চিঝোভের মনের কথাটা ধরা পড়েছে। সম্ভবত তখন পর্যন্ত সে ফিওদরকে হিংসে করত — একটা চটপটে ছেলে — সব মেয়েরা তার পিছনে ছোটে। কিন্তু এখন হিংসে করার কী আছে? চিঝোভ খোলাখুলিভাবেই তাকে করুণা করে।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে মাঠ শান্ত। পেট্রোল, রোদ-তাতা মাটি আর ক্লোভার ঘাসের একটা মিশ-খাওয়া গন্ধ। ফিওদরের ইচ্ছে হল মাটিতে শুয়ে কাঁদে, কাঁদে নিজের দুঃখে, তার ছারখার হয়ে যাওয়া জীবনের দুঃখে।

কিন্তু ক্ষুদ্র লজ্জা প্রচণ্ড দুঃখের চাইতে প্রবল।

চিঝোভ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে, লাঙ্গল থেকে আসা খালি পা ছেলেটিও কাছেই। সুতরাং ফিওদর শুলও না, কাঁদলও না।

* * *

নিরেট পাইন কাঠ দিয়ে তৈরী একটা সাধারণ বাড়ি। তক্তা দিয়ে তৈরী ছাদের সামনেটা ত্রিকোণাকৃতি, ছোট ছোট অনেক জানলা। জানলার নীচে র‍্যাস্পবেরি লতা আর

উঠোনের মাঝখানে একটা বাড়ন্ত বার্চ গাছ, এর গায়ে আটকান কৃশ দণ্ড দেখে মনে হয় যেন পাখীর ঘরটাকে আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আরও পিছনে একটা চালা—ওখানে যাবার রাস্তাটা ঘাসে ছাওয়া। সবকিছুই কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা।

সাধারণ একটা বাড়ি, অবাক হবার মত কিছু নেই। এরকম বাড়ি গ্রামে অনেক আছে। বেড়াটা সাধারণ, দশ ফুটও উঁচু হবে না। মাথায় নেই তীক্ষ্ণ কাষ্ঠফলক, তৈরী খুঁটি আর সরু ফেঁকড়ি দিয়ে, দৃঢ় ঘনসম্বদ্ধ, অচেনা একটা বিড়ালের সাধ্যি নেই ওর ভিতর থাবা ঢুকোতে পারে। তবু বেড়াটার একটা গোপন শক্তি আছে—ওটা দুর্ভেদ্য।

ফিওদর টিকে থাকতে পারেনি। সে চলে গেছে।

সে চলে আসার এক সপ্তাহ পর স্তেশার বিশ বছরের জন্মদিন এল। বরাবরের মত তার মা-বাবা একটি উপহার এনে দিল, পোষাকের কাপড়। গতবছর এটা ছিল ছোট ছোট ফিকে গোলাপী রঙের ফুল আঁকা নীল ক্রেপের টুকরো, এবার এটা লাইলাক সিল্কের, তার উপর ছিট ছিট ফোঁটা। এটাকে রাখা হল সিন্দুকে। সেই বরাবরের মত তৈরী করা হল অনেক পিঠা: ডিম আর পেঁয়াজের, ডিম আর বাঁধাকপির, শুধু ডিম আর মাছের পুর দেওয়া। বাবা যেমন করে থাকে

একটা বোতল নিয়ে এল, মার জন্য ভর্তি করল ছোট একটা গ্লাস। অন্যান্য বারের মত মেয়ের উদ্দেশ্যে গ্লাস তুলে নিচু হয়ে মা বলল: 'তোমার উদ্দেশ্যে, আমাদের চোখের মণি। তোমার উদ্দেশ্যে, মেয়ে। তুমি সুন্দর মেয়ে—সবার চোখে পড়ার মত!' বুড়ী পান করল, কাশল এবং যথারীতি ভদকাকে তিরস্কার জানাল: 'হে আমাদের প্রিয় প্রভু! ইস, আমার পক্ষে বড্ডো বেশী। এটা খ্রীষ্ট-বিরোধীর পানীয়!' বরাবরের মত বুড়ো সংক্ষেপে বলল, 'আচ্ছা, স্তেশা, তোমার স্বাস্থ্য পান করছি!' ভদকা খাবার পর সভ্রান্ত ভাব নিয়ে গোঁফে হাত বুলাল। হ্যাঁ, সবকিছুই আগের মত, কেবল একটা জিনিসের অভাব—সেটা হল আনন্দ। সেই শান্তিপূর্ণ, আরামী ঘরোয়া আনন্দ আর নেই। যতদিন স্তেশা স্মরণ করতে পারে, উৎসবের সঙ্গে সে আনন্দের স্মৃতি জড়িত। সবকিছুই করা হল যেমন করা হয়ে থাকে। ফিওদরের নাম উল্লেখ করা হল না। একমাত্র শেষটায় বুড়ী নিজেকে আর সামলাতে পারল না। বুকে হাত রেখে মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ পর্যন্ত বলল:

'ওর জন্য অস্থির হও না, লক্ষ্মীটি। ওকে যেতে দাও। বেটা অপদার্থ। ওর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।'

স্তেশা কান্নায় ফেটে পড়ে নিজের ঘরে দৌড়ে চলে গেল।

গত কয়েক সপ্তাহ সে বালিশে মাথা রেখে প্রায়ই কেঁদেছে।

'ফিওদরের জীবন কি এখানে এতই খারাপ ছিল? কেন ও আমার মা-বাবাকে খেঁকিয়ে উঠত? আমার বেলায় সবকিছু এত কঠোর কেন? বিয়ের আগে এত ফুর্তিবাজ ছিল ও, আমার উপর এত নজর, কে ভাবতে পেরেছিল তার হবে এই পরিণতি?... সেবার গিয়েছিল ভারভারার কাছে—তার মানে অবশ্য বোঝা যায়। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, চেঁচিয়েছিলাম, মা গালমন্দ করেছিলেন। কিন্তু এবার—কেউ ত একটা কথাও বলেনি। কেন, এমন কি মার কোন অভিযোগ থাকলেও দূরে সরে যেতেন, ও কাছে থাকলে কিছু বলতে ভয় পেতেন। ও হয়ত ভাবছে আমি ওর পিছু ধাওয়া করব, কাকুতি-মিনতি করব আবার? তার জন্য ওকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

প্রচণ্ড কাঁদল স্তেশা, আর তার শিশু পেটের মধ্যে রেগে লাথি চালাল।

কিন্তু স্তেশার প্রতিজ্ঞা টিকল না।

কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে ফিওদরকে দেখতে পেল। একটা ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে আছে অফিস ঘরের কাছে। ভারভারা স্তেপানভনা আর ড্রাইভার জোরে জোরে কী যেন বলাবলি করছে। স্তেশা ওদের হাসি শুনতে পেল। ফিওদর দাঁড়িয়ে আছে ভারভারার পাশে, সেও হাসছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে—দেখতে ঠিক সেই বিয়ের আগেরই মত লম্বা, সুগঠিত। আর সে—তার পেট বাড়িতে তৈরী রুটির মত, মুখটা এমন যে আয়নাতে তাকিয়ে সহ্য করতে পারে না।

'দূরে দাঁড়িয়ে থাক, কোণ থেকে লুকিয়ে তাকাও ওর দিকে, ঠোঁট কামড়াও, চোখের জল ঢাল, রাগ কর আর মনে মনে অভিসম্পাত দাও!... হাসছে! হুঁ—সিধে কাছে গিয়ে বেহায়া মুখের উপর থুথু দিতে হয়: "তুমি শুয়োর কোথাকার! আমার এরকম অবস্থা করে ভেগে পড়েছ!..." সবার সামনে ওকে বলা দরকার!... কিন্তু কী আসে যায় ওদের?... ভারভারা, ড্রাইভাররা আর গ্রামের সবাই স্তেশা রিয়াসকিনা নিজেকে বোকা বানিয়েছে দেখে কেবল আনন্দই পাবে। ফিওদরকে তারা ভালোবাসে। এমনিতেই সবাই কানাঘুষো করছে যে ওরা ওর সঙ্গে

খারাপ ব্যবহার করেছে, এত যন্ত্রণা দিয়েছে যে ও আর সহ্য করতে পারেনি। কে ওকে যাতনা দিয়েছে? ওই ত তাদের জীবন ছারখার করে দিয়েছে...'

স্তেশা বাড়িতে এসে আগের মত বিছানার উপর মুখ রেখে গা এলিয়ে দিল না। পাদুটো মেঝের উপর দিয়ে ওকে আর টেনে নিতে পারছে না। একটা চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়ল সে। অনুভব করল পেটের মধ্যে বাচ্চাটা নড়াচড়া করছে। ফিওদরের প্রতি ঘেন্নায় সে যন্ত্রণা পেতে লাগল, 'আমাকে ছেড়ে গেছে!... ভুলে গেছে!... ওখানে দাঁড়িয়ে হাসছে!... বেহায়া কোথাকার। কি সাহস।'

অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকল স্তেশা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর সহ্য করতে পারল না। দুঃখার্ত ও উত্ত্যক্ত চিন্তা যেন তাকে পাগল করে তুলল। লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড়ে গেল। বাইরের বাতাস ঠাণ্ডা, তুলোর পোষাকে কাঁপতে লাগল সে, কিন্তু শাল নেবার জন্য ফিরে গেল না। ভয় হল হয়ত তার উদ্বেলিত ক্রোধ পড়ে যাবে, হয়ত ওর উপর বর্ষণ করার মত ক্রোধকে পুরোপুরি জিইয়ে রাখতে পারবে না।

ট্রাক্টর ড্রাইভাররা থাকে একটা বড়ো বাড়িতে। এর দেখাশোনা করে ইয়েরেমেয়েভনা নামে এক বৃদ্ধা। গলার

স্বর আর টিনের প্লেটে চামচের আওয়াজ আসছিল খোলা জানলা দিয়ে—বোঝা গেল ওরা সাপার খাচ্ছে। স্তেশা জোরে উদ্ধতভাবে জানলায় টোকা দিতে লাগল। চিঝোভ কী একটা চিবোতে চিবোতে জানলা থেকে উঁকি মেরে স্তেশাকে দেখতে পেল, তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার জানিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্তেশা। পাদুটো আবার দুর্বল লাগল।

ফিওদর বেরিয়ে এল, দেখতে সেই ঘরে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি—সার্ট পরা, গলার বোতাম খোলা। মুখ বিবর্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত, এক গোছা চুল এসে পড়েছে কুঞ্চিত ভ্রূর উপর… আর যাই হোক, তখনো ত তার স্বামী। স্তেশার প্রিয় সে। আর ওর শণ-রঙা চুল আর ভারি আঁচড় লাগা হাত… সবই প্রিয়, সবকিছু… কিন্তু এখনো ও হাসতে পারে। জীবন তার পক্ষে সহজ। সন্তানের কথা সে ভুলে গেছে!…

স্তেশা ওর কাছে এগিয়ে এল।

'মাটির দিকে তাকিও না, আমার দিকে তাকাও!' সক্রোধে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল সে। 'দেখছ আমি কী রকম দেখতে? সুন্দর, তাই না? কী দেখে চোখ পিট পিট করছ? সন্তানের ভয়?'

'তুমি আমাকে ফিরে যাবার কথা বলতে এসেছ?' ফিওদর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, কণ্ঠ কর্কশ। 'আমি যাব না।'

'তুমি বোধ করি চাও যে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ি?'

'স্তেশা!'

'স্তেশা, স্তেশা!... দেখ, স্তেশার কি হাল করেছ। ভালো করে দেখ, মনে রাখ। তোমার বৌ কেমন তা গিয়ে বল ভারভারা আর তোমার বন্ধুদের কাছে, ঠাট্টা কর তাকে নিয়ে!'

'স্তেশা! শোন!...'

'না, তুমি শোন! আমি হতভাগী—তুমি নও।'

'স্তেশা, ওই বাড়িটা ছেড়ে চলে এস, আমার কাছে এস, স্তেশা! এস, আমরা ঐ সব দুঃখ ভুলে যাই!'

'চলে এস! বাড়ি ছেড়ে দাও!... আমার মা-বাবা তোমার কী ক্ষতিটা করেছে? কেন তুমি তাদের ঘেন্না কর?... সবসময় নিজের বিবেকের কথা বল... এখন কোথায় গেল তোমার সেই বিবেক? তোমার তা আদৌ নেই!' স্তেশা গলা চড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল, যে সব ড্রাইভাররা বারান্দায় বেরিয়ে আসছে তাদের জন্য তার ভ্রূক্ষেপ নেই। 'তুমি একটা দানব, একটা পাষণ্ড! আমার জীবন তুমি ছারখার করে দিয়েছ!'

'নিজেকে সংযত কর। লজ্জা হচ্ছে না তোমার?'

'আমার লজ্জা? আমার? আর তুমি আমার মুখের দিকে চাইতে পারছ! তুমি!... নির্লজ্জ!... বেহায়া!... এই নাও।' সে একগাল থুথু ছুঁড়ে মারল তার মুখে, তার সার্ট আঁকড়ে ধরল।

ফিওদর ধরল ওর কব্জি।

'স্তেশা!... স্তেশা!... নিজেকে সংযত কর!... চারদিকে লোক যে!'

স্তেশা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাতে কামড় দেবার চেষ্টা করল।

'লো-ও-ককে আমি থোরাই কেয়া-য়ার করি! ওরা দেখুক চে-য়ে-য়ে!'

চারপাশে ভীড় জমে গেল।

ফিওদর স্তেশার মোচড়-দিতে-থাকা হাতদুটোকে ধরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা নিজের মুখ ঢাকবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ স্তেশা ওর পায়ের কাছে দুর্বলভাবে এলিয়ে পড়ল। ফিওদর তার হাতদুটো ছেড়ে দিল। পায়ে-দলা ঘাসের উপর মুখ রেখে স্তেশা কাঁদতে লাগল নীরবে, তার কাঁধদুটো কাঁপছে। দাঁড়িয়ে রইল ফিওদর, নিষ্পেষিত, বিভ্রান্ত, মুখ লাল।

‘ওকে তোল! বাড়ি নিয়ে যাও।—দেখবার মতো কিছু নেই। সরাও ওকে!’ ভারভারা স্তেপানভনা লোকজনকে একপাশে ঠেলে দিতে দিতে বলল।

লিওস্‌কা স্থবোতিন নামে বলিষ্ঠ এক ড্রাইভার আর কামার ইভান প্রোনিন স্তেশাকে সাবধানে তুলল।

‘আচ্ছা, এস তবে, চলে এস—হ্যাঁ এইভাবে কষ্ট হচ্ছে কি? আমরা তোমাকে ঠিক এমনি ভালোভাবে বাড়ি নিয়ে যাব, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই ত চাই...’

ওরা ওকে তুলতেই ভারভারা স্তেপানভনাকে দেখতে পেয়ে স্তেশা আবার ওদের বলিষ্ঠ বাহু থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

‘এসব তোমার কাজ! কেউটে কোথাকার! তুমিই ওকে এমনি করতে বলেছ! তুমি পৃথিবী থেকে আমাদের সরাতে চাও! আমরা তোমার কী করেছি? কী করেছি?’

ভারভারা স্তেপানভনা বিষণ্ণভাবে স্তেশার দিকে চাইল কিন্তু কিছু বলল না।

‘আচ্ছা, এরকম কথা বল না এখন, মেয়ে,’ কামার প্রোনিন অনুরোধ জানাল। ‘এরকম কথা বলা ঠিক নয়, এটা অন্যায়। আমাদের সঙ্গে ঘরে চল দেখি, চলে এস আমাদের সঙ্গে।’

'তোমরা সবাই সমান! তোমাদের প্রত্যেকে!... কেন তোমরা আমাদের ঘেন্না কর? আমরা কারও ক্ষতি করিনি! নিজেরা রোজগার করে খাই!...'

সযত্নে ওকে নিয়ে চলল তারা। ওর ফোঁপানর শব্দ অনেকক্ষণ শোনা গেল।

সেদিন রাত করে চিঝোভকে সঙ্গে নিয়ে ফিওদর ভারভারা স্তেপানভনার বাড়ি গেল।

'আমাকে অন্য যৌথখামারে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাব। এরকম কাণ্ডের পর আমি আর এখানে থাকতে পারব না। এখন আমি মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে যাচ্ছি। ও এখন আমার বদলিতে কাজ করবে।' ফিওদর চিঝোভের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। চিঝোভ অস্বস্তিতে এ পায়ে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'ভারভারা স্তেপানভনা, ওকে বুঝিয়ে বল।'

ওরা যখন এসেছিল ভারভারা স্তেপানভনা একখানা বই পড়ছিল। এবার সে বই-এর পাতাটায় চিহ্ন দেবার জন্য ধীরেসুস্থে টেবিলের উপর হাতড়াতে লাগল কিছু একটার জন্য, একটা চাবি তুলে বই-এর ভিতর রেখে ওটাকে বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

‘তুমি নও, মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন যেতে দেবে না আমাকে। কিন্তু আমি থাকব না। কাজ একেবারেই ছেড়ে দেব। এখানকার লোকেদের মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। কী ভাবে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব?’

‘আমি এ সবকিছুই জানি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না। সবে আমাদের অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠছি। তোমার দলই আমাদের আসল ভরসা। ফসল তোলার সময় এসে পড়েছে, এখন দলপতি বদলান চলে না। কে জানে কী রকম লোক পাব... ইচ্ছে হলে তুমি নিজে চলে যেতে পার। তাতে আমি বাধা দিতে পারিনে কিন্তু মনে রেখ আমি তোমার পিছনে লেগে থাকব। আমি জেলা পার্টি কমিটির কাছে, জেলা কার্যকরী কমিটির কাছে, তোমার মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে যাব। চেষ্টা করব যাতে তোমার যাওয়া বন্ধ হয়। বরং যাবার কথা ছেড়ে দাও। আর লজ্জার কথা যদি বল... এ নিয়ে একটু চিন্তা কর। মন শান্ত হলে ধীরেসুস্থে ভেবে দেখ। তুমি বুঝতে পারবে এর থেকে পালিয়ে গিয়ে লাভ নেই।’

‘না, ভেবে দেখে কোন লাভ হবে না। বিদায়। আমি চিঝোভকে বলেছি, তুমি চিঝোভকে বলতে পার কী করতে হবে...’

ফিওদর চলে গেল।

'একেই বলে বিয়ে। দুরকম মনোভাব থাকলে জোড় বেঁধে বেশী দূর এগুন চলে না। দীর্ঘপথ ফিওদর আর স্তেশার একত্রে চলা উচিত ছিল কিন্তু ওরা দুজন আলাদাভাবে তৈরী... এর থেকে শিক্ষা নাও, ছোকরা। মানুষকে যত্ন করে চিনতে শেখ।' ভারভারা স্তেপানভনা নিঃশব্দে শান্তভাবে চিঝোভকে খুঁটিয়ে দেখল।

'যাই হোক, তুমি ওকে ফেরাতে পার না?' অনিশ্চিত সুরে বলল চিঝোভ।

'কোথায়, যৌথখামারে?'

'যৌথখামারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি বলছিলাম ওর স্ত্রীর কাছে ফেরার কথা। শীগগিরই একটা বাচ্চা হবে।'

'ফিরে যাবে রিয়াসকিনদের বাড়িতে? না, আমি নিজের ওপর এ ভার নিয়ে পারব না। তুমি ত কাণ্ডটা দেখলে? বাড়িতে যদি রোজ রোজ এরকম ঘটে? চারপাশে লোক থাকবে না, একা আর চার দেয়ালের মাঝখানে... তাকে এরকম করাবার চেষ্টা করে কোন ফল হবে না, ও সহ্য করতে পারবে না এসব। স্তেশাকে ওই বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া—সেটা অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু ওখানে ও গেঁথে আছে, তুলে নেওয়া যাবে না। আমি ওদের

জানি, ওদের যা তা ওরা শক্ত করে আঁকড়ে থাকে।'

'কিন্তু সন্তান।'

'ওটাই একমাত্র ভরসা। হয়ত সন্তান হলে স্তেশার বুদ্ধি হবে... আচ্ছা তুমি এখন এস।'

'কিন্তু কী আদেশ দিচ্ছ?'

'তোমার কোন আদেশের দরকার নেই। আজ যা করেছ কাল তুমি তাই করবে, পরশু ফিওদর ফিরে আসবে।'

'আমার ত মনে হয় না ফিরবে। একরোখা।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে কে বেশী একরোখা। ফেরবার পথে একবার আরসেন্তির কাছে গিয়ে বল আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সে এখানে আমার বদলে কাজ করবে। কাল সারাদিন আমাকে অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে। তোমার ফিওদর আমাকে কিছু ভোগাল বটে।'

সে আবার বই তুলে নিল।

* * *

ভারভারা স্তেপানভনার দৃঢ়তা অনেক বেশী। ফিওদর খামারেই থাকল। অবশ্য গ্রামের মধ্যে যে এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা হল না তা নয় কিন্তু ফিওদর সেসব কিছু শুনতে

পেল না। লোকেরা তার সঙ্গে আগের মতই ব্যবহার করতে লাগল।

স্তেশা কিন্তু কোনদিনও ভাবতে পারেনি যে গ্রামের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত রাস্তা ধরে কাজে যাওয়া এরকম যন্ত্রণাদায়ক হবে। সে অনুভব করে যেন সকলের চোখ সর্বত্র ওরই উপর — জানলা থেকে, বারান্দা থেকে — অপরিচিত কৌতূহলী চোখ দেখছে তাকে। সবকিছুতে তার ভয় শুরু হল। ভয় এই যে যাদের সঙ্গেই দেখা হবে তারাই পেছন থেকে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। ভয় পেল যখন অন্য গ্রামের লোক, দুধ-নিয়ে-আসা গাড়ীচালকরাও তাকে দেখে দৃষ্টি বিনিময় করল। সব দৃষ্টিতে সে যেন অনুভব করে একটি সংক্ষিপ্ত তবু সাংঘাতিক প্রশ্ন: 'ঐ মেয়েটি?'

প্রায়ই সে ভাবে, ওদের উচিত ফিওদরের নিন্দে করা, আমার নয়। ওই ত চলে গেছে, আমাকে ত্যাগ করেছে, আমার যখন বাচ্চা হতে যাচ্ছে তখন ছেড়ে গেছে আমাকে! কিন্তু ওরা যাকে নিন্দা করছে সে ফিওদর নয়, সে হচ্ছি আমি। এর মধ্যে বিবেচনা কোথায়? পৃথিবীতে বিচার বলে কিছু নেই!

ফিওদর মাথা নীচু করে তার কাছে ফিরে আসবে, এ আশা আর তার নেই তবু সে ভাবে কোথাও তার সঙ্গে দেখা হবে।

একবার তাদের দেখা হল, কিন্তু ফিওদর ছিল অন্য লোকদের সঙ্গে। রক্তিম হয়ে উঠে জোর করে একটা অভ্যর্থনার শব্দ উচ্চারণ করল ও, কিন্তু স্তেশা চলে গেল কোন জবাব না দিয়ে। বাকি রাস্তা সে সক্রোধে শালের তলায় তার হাতকে মুঠি বেঁধে রাখল। এবার ভিতরে ভিতরে সে যে রাগ করল তা স্বামীর উপর নয়, সবকিছুর উপর —যৌথখামার, লোকজন—সবকিছুর উপর... 'ফিওদর লজ্জা পায় লোকদের। সব গোলমালের গোড়ায় ত ওরা। ও লোকদের নিজের পরিবারের চেয়ে বড়ো করে দেখে। ওরা এটা জানে; তাই ওকে ত্যাগ না করে সমর্থন জানায়। এর মধ্যে বিচার কোথায়?'

প্রথম বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীত এল, ফিওদর অনেকদিনের জন্য চলে গেল মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে। এখন আর অপেক্ষা করার মত কিছু নেই। শীঘ্রই সন্তান জন্মাবে। অবস্থাটা তাহলে এরকমটা না হয়ে উপায় নেই, সে কুমারীও নয় বিধবাও নয়—পরিত্যক্তা স্ত্রী শুধু।

সিলান্তি পেত্রোভিচ বিষণ্ন, চুপচাপ। তার স্বাভাবিক কঠোরতা কমে গেছে। স্তেশা যখন কাঁদে সে ওকে নিজের মত করে সান্ত্বনা দেয়: 'ঠিক আছে, কেঁদে নাও প্রাণ ভরে। তাহলে আরো ভালো লাগবে... তোমার সামনে এখনো

জীবন পড়ে আছে। এখনও সুখের দিন বাকি। তুমি আমাদের কাছ্-ছাড়া হওনি, আমরা অপরিচিত নই। এসব কিছু কাটিয়ে উঠব আমরা যা হোক করে।'

স্তেশার মা সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে, এখন এক কথা তখন এক কথা বলে। কখনো কখনো বলে: 'ওকে আদালতে নিয়ে যাও। আদালত ওকে ঘরে ফিরতে বাধ্য করবে। ওর পক্ষে স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাতে আমাদের কলঙ্ক ঘুচবে না। আর তাতেই বা কী হবে? কত টাকাই বা ও পায়?' অন্য সময় সে মেয়েকে বোঝায়: 'ওর কথা ভেবে অস্থির হও না, সোণা। একটু সবুর কর, তুমি আবার আগের মত সুন্দরী হবে, বসন্তের ফুলের মত, অন্য লোক খুঁজে নিতে পারবে, অপদার্থ ইতরটার চাইতে অনেক ভালো লোক। আমরা ওকে শান্তিতে থাকতে দেব না। ছেলের জন্য ওকে টাকা দিতে হবে।'

স্তেশা নিজে অবশ্য যা স্থির করল সেটা তার মা-বাবার মাথায় কখনো আসা সম্ভব ছিল না। কমসমোলের কথা তার মনে পড়ল। আগে যখন কোন প্রয়োজন ছিল না এর কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল একেবারে কিন্তু এখন আবার তার কথা ভাবতে লাগল।

প্রথম বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথ-চলতি একখানা

স্লেজে চড়ে সে জেলা কমসমোল কমিটির উদ্দেশে যাত্রা করল। তার মা এই বলে তাকে বিদায় দিল: 'ভারভারার কথা ভুলো না। ওদের বলবে কী করে সে ওকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে।' ওর বাবা শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'হুঁ, চেষ্টা করে দেখ।'

কমসমোল সেক্রেটারীর অফিস শুধু পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদই নয়। বাসিন্দের মেয়েলি হাতের ছাপ বুঝতে সময় লাগে না একেবারে। জানলার তাকে-রাখা টবের গাছ, সারের মত সিগারেটের টুকরো ছড়ান অফিসের রুগণ্ ভাঙা ফলের চারার মত নয়, এ হল ঘন পাতা বোঝাই দীর্ঘ নিখুঁত পুষ্পস্তবক। স্তালিনের লেখা নানা বই-এর নীচে বিছোন একখানা তুষার-শুভ্র ঢাকনী আর অত্যন্ত কঠোর চেহারার দোয়াত দানের পাশে একটি ছোট শিল্পদ্রব্য— চীনামাটির তৈরী একটা খরগোস। চোখ কালো ও দানাদানা।

সেক্রেটারী নিনা গ্লাজীচেভার আঙ্গুল দীর্ঘ ও পাতলা, চুল পেঁজাতুলোর মত, দুটো ভ্রূর মধ্যে একটি দৃঢ় সুস্পষ্ট রেখা। ভদ্রতা করে শান্ত গলায় স্তেশাকে একখানা চেয়ারে বসতে বলল।

'দয়া করে বসুন, আমি কী করতে পারি আপনার জন্য?'

স্তেশা তার কাহিনী সুরু করল, ধীরস্থির থাকার চেষ্টা করল সে, চেষ্টা করল প্রাণপণে কিন্তু সেক্রেটারীর দরদী চোখ তার আত্মসংযমকে দুর্বল করে দিল, কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। নিনা তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল ভরে ধীরে অথচ কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'দয়া করে বলে যান।'

'আমার মা-বাবাকে ওর ভাল লাগেনি, কেন আমি জানি না। আমাকে বলেছিল বাড়ি ছেড়ে দিতে, মা-বাবার কথা একেবারে ভুলে যেতে, বলেছিল তাহলে আমাকে নিয়ে থাকবে।'

'মা-বাবাকে ভুলে যাবেন?... হুঁ, তার পর।'

'কিন্তু আমার বাচ্চা হতে চলেছে, মাত্র ক'দিন বাকি। নিজেই ভেবে দেখুন—নতুন একটা জায়গায় নিজের বাসা ছেড়ে যাব অথচ আমাদের নিজের বলতে কিছু নেই... তাছাড়া আমাকে একজন নার্স রাখতে হত। আমাদের যৌথখামারের সভাপতি ওকে দিয়ে এটা করিয়েছে—ওর স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়েছে। কেন সে এরকমটা করল আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নে। হিংসে বা অন্য কিছু...' স্তেশা তার জলভরা চোখ নিয়ে করুণভাবে চীনামাটির খরগোসটার দিকে তাকাল।

‘জঘন্য।’ সেক্রেটারী কৃশ আঙ্গুলের মধ্যে ধরা মোটা পেন্সিলটাকে কাগজের উপর জোরে ঠুকল।

কী ভাবে তার রাগ না হয়ে পারে? একটি মেয়ে এসেছে তার কাছে সাহায্য চাইতে। মেয়েটি এমনকি তীব্র দুঃখে চোখের জল চাপতে পারছে না—মুখ কৃশ ও মলিন, পোষাকটা প্রকাণ্ড পেটের উপর এঁটে আছে... ভাবী মাতা! এমন অবস্থায় তাকে ছেড়ে যাওয়া? জঘন্য!

‘আমার কাছে এসে ঠিক করেছেন। এখন আর কাঁদবেন না। নিজেকে বিচলিত করবেন না। আমরা সবকিছু ঠিক করব। ফিওদর সলভেইকভ! মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের সেরা দলপতি! তাজ্জব ব্যাপার!’

তার কনুই ধরে ধীরে ও সযত্নে সেক্রেটারী স্তেশাকে দরজায় নিয়ে গেল—যেমন করে লোক অসুস্থ লোককে নিয়ে যায় তেমনি করে। স্তেশা তখনও কাঁদছে, কেবলমাত্র দুঃখে নয়, একজন লোক যে তাকে করুণা দেখাচ্ছে সে জন্য, আর সম্ভবত কৃতজ্ঞতায়।

‘ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনিই সবপ্রথম আমাকে দরদের কথা বললেন। গ্রামে আমাকে সবাই কটাক্ষ করে।’

'জঘন্য! আমাদের যুগে কি না এরকম ব্যাপার। আমরা সবকিছু করব, সাধ্যমত সব করব। দয়া করে নিজেকে শান্ত করুন, কমরেড সলভেইকভা।'

স্তেশা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিনা গ্লাজীচেভা টেলিফোনে বসল।

'আমাকে মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন দাও, কমসমোল সেক্রেটারীকে ডেকে দিন!... জুরাভলিওভ না কি?... সলভেইকভকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এস!... আমি তোমাদের অপেক্ষায় থাকব!' টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। জোরে বলে উঠল, 'জঘন্য!'

নিনা গ্লাজীচেভা মনে করল, ফিওদর সলভেইকভ মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র যে প্রেম তাকে পদদলিত করে কমসমোলের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধজনক কাজ করেছে। তার ওপর আবার ভাবী মাতাকে পরিত্যাগ করা!...

নিনা নিজে দু'বছর ধরে কুরিল দ্বীপে চাকরি-করা একটি লেফটেনাণ্টের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছে, বই পাঠায় তাকে। প্রত্যেকটি বই-এর নামপত্রে সে পরিষ্কার অক্ষরে একটি কথা লিখে পাঠায়। কথাটা অর্থের দিক থেকে বড় সুন্দর ও মহান, কিন্তু তা সকলের জানা। সবসময়েই

এই সরল বাক্যাংশটি যোগ করে: ‘এই শব্দগুলিকে মনে রেখ, ভিতিয়া।’ একমাত্র গোলমেলে ব্যাপার, ইদানীং ভিতিয়ার চিঠি বড়ই কম আসছে।

* *

ব্যাপারটা খুব সহজ হওয়া উচিত ছিল। সে পাকাপাকিভাবে ত সিদ্ধান্ত করেছে যে রিয়াসকিন পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, উপলব্ধি করেছে সিলান্তি পেত্রোভিচ ও আলেভতিনা ইভানভনার সঙ্গে এক ঘরে বাস করা অসম্ভব, তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে স্তেশা তার উপযুক্ত স্ত্রী নয়, তাকে গ্রহণ করে সে ভুল করেছে, তবু কেন সে মানসিক যন্ত্রণা পাচ্ছে? সে তাদের সম্পর্ক ছেড়েছে, এইখানেই সবকিছুর শেষ। ব্যাপারটা একেবারে ভুলে যাও।

কিন্তু ফিওদর ভুলতে পারল না।

রাত্রিতে জেগে থেকে সে এপাশ ওপাশ করে, দেখতে পায় স্তেশাকে, স্তেশার সবকিছু—তার বিবর্ধিত ফ্রক, রক্তিম বিকৃত মুখ, ঘৃণায় কালো তার চোখ। মনে পড়ে কীভাবে স্তেশা তার পায়ের কাছে থপ করে বসে পড়েছিল, তার মুঠি থেকে হাত ছাড়াবার জন্য, তার মুখ আঁচড়াবার জন্য কী চেষ্টা করেছিল। ওর মুখে থুথু ফেলেছে সে, গলা

ফাটিয়ে ওকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়েছে, লোকের সামনে গালাগালি দিয়েছে, তবু ওর উপর রাগ বা বিরক্তি আসছে না। কী করতে পারে সে? স্তেশা ত মানুষ, ওর নিজেরও ত স্বপ্ন ছিল, ও সুখী হতে চেয়েছিল — আর কী সুখ জুটল ওর ভাগ্যে — স্বামী পরিত্যক্তা আসন্ন সন্তানসম্ভবা।

ওর জন্য মায়া হয় ফিওদরের, কিন্তু সে জানে দুঃখে বিগলিত হলে চলবে না। ফিরে যাবে? মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসবাস করবে, ওদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত ভয় পাবে?... না! সে সব শেষ করে এসেছে! সে চলে এসেছে। ব্যস্, আর কোন কথা নয়।

কিন্তু কী করবে সে?

ফিওদর চলে যেতে চেয়েছিল এমন এক জায়গায় যেখানে কেউ তাকে চেনে না। সেখানে সে তার নিজের মত জীবন চালাতে পারত, স্তেশাকে টাকা পাঠাতে পারত... কিন্তু সব ব্যাপারেই ভারভারা স্তেপানভনা সব আগে এসে হাজির হয়। জেলা কার্যকরী কমিটির সভাপতি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

‘তুমি তোমার কাজ ছেড়ে দিতে চাও?’ জিজ্ঞেস করেছিলেন। ‘কিন্তু কারণটা কী?’

'কী কারণ?' এ কথা সবাই জিজ্ঞেস করে আর ফিওদর অনুভব করে এর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই ওর। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন সে স্ত্রীকে ছেড়েছে, হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হবে... বাধ্য হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই থাকতে হচ্ছে তাকে।

চিঝোভ, ভারভারা স্তেপানভনা এবং ফিওদরের অন্যান্য বন্ধুরা তার কাছে ওর স্ত্রী সম্পর্কে কোন আলোচনা করে না। ব্যথার জায়গাটিতে হাত দেবার কী দরকার?

যন্ত্রবিদ মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের কমসমোল সঙ্ঘের সেক্রেটারী আরকাদি জুরাভলিওভের সঙ্গে গেল জেলা কমিটির কাছে, আসন্ন গোলযোগের চিন্তায় ক্লিষ্ট।

নিনা গ্লাজীচেভা ভুরু কুঁচকিয়ে মাথা নেড়ে তাকে একখানা চেয়ার দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে কথা কইল না সে। কাগজপত্র দেখতে লাগল যাতে ফিওদর তাকে দেখে তার মেজাজটা বুঝবার অবকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত ফিওদরের দিকে চোখ তুলে চাইল সে।

'কমরেড সলভেইকভ!' একটু বিরতি। 'আপনি যেখানে বসে আছেন, মাত্র একঘণ্টা আগে সেখানে আপনার স্ত্রী বসেছিল।'

একটি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। চুপচাপ। ফিওদর নিশ্চল, তার মুখ কিন্তু কালো হয়ে গেল।

'ও পরিত্যক্তা! সন্তান আসন্ন! কাঁদছিল! দুঃখে আত্মহারা! ... আচ্ছা, আপনার কি কিছু বলার নেই? আমার মুখের দিকে চাইতে ভয় পাচ্ছেন?'

ফিওদর কিছুই বলল না, চোখ তুলল না, এতটুকু নড়লও না।

'আপনি কি লজ্জিত? ... কমসমোল সদস্য হিসেবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি—এরকম লজ্জাকর আচরণের কি কারণ আপনার ঘটেছিল? ... মনে করবেন না এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আচরণ ঘটিত প্রশ্ন সামাজিক ব্যাপার। কী বলার আছে আপনার? ... আপনার বক্তব্যের জন্য আমি অপেক্ষা করছি।'

'সবকিছু বুঝিয়ে বলতে অনেক সময় লাগবে।'

'যদি শোনার ফলে আপনার স্ত্রী ও আপনার মধ্যে বর্তমান যুগের পথে বিসদৃশ ব্যবহারের অবসান ঘটে, তাহলে আপনার কথা সারাদিন সারারাত ধরে শুনতে রাজী।'

ফিওদরের কপালে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে সব কথা বলতে হবে—কী ভাবে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার প্রতি স্তেশার আকর্ষণ, স্তেশার নীল পোষাক, পোষাকের গলার ফাঁকে তার আনত কোমল জায়গাটি। তাকে বলতে হবে কী ভাবে তারা জীবন শুরু করেছিল,

উননের তাপে রাঙা মুখ নিয়ে যখন স্তেশা তার কাছে আসত তখনকার সেই শান্তিপূর্ণ সুখের কথা, তার বাবা, সেই ঘোড়াটা, খরগোসটা আর সেই 'আমাদের শশা চোর' ছাগলটা —সবকিছুই বিশদভাবে বলতে হবে। কিন্তু সবকিছু বুঝিয়ে কী ভাবে সে বলতে পারে? এর ভিতর কোনটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ — সবকিছুর চুম্বক?

'ওরা লোক ভালো নয়,' সে বলল।

'কী ভাবে ভালো নয়?'

'ওরা যৌথখামারের সদস্য কিন্তু এর বিরোধী। ও সব লোকের সঙ্গে বাস করা কঠিন, কেননা ওরা দিনের পর দিন কেবলই বলে; "ওরা মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, ওদের কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই... ওদের জন্য খেটে খেটে হাড়মাস কালি করা।" এ হল যৌথখামার সম্পর্কে তাদের মন্তব্য...'

'আর আপনি ভাবী মাতাকে তাই ত্যাগ করলেন? আপনার উচিত ছিল ওকে প্রভাবিত করা, শিক্ষাদান করা, ওর বাপ-মাকেও, ওদের প্রত্যেককে! ওদের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা উচিত ছিল যে একজন কমসমোল সদস্য এসেছে ওদের পরিবারে!'

'এটা করার চাইতে বলা সহজ। কী করে আপনি

বয়স্ক লোকদের জীবনধারা বদলাবেন?' ফিওদর আপত্তি জানাল, পরমুহূর্তে তার মনে হল চুপ করে থাকলেই হত।

নিনা গ্লাজীচেভা হাতটা দুপাশে ছুঁড়ে দিল।

'এই কি আপনার বক্তব্য?... অসহায়তার ছুতো করাটা চূড়ান্ত লজ্জার ব্যাপার। আপনি কি ওদের গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন? আমার মনে হয় করেননি!'

কথা বলে বা তর্ক করে লাভ কী? ভারভারা স্তেপানভনা জানত সিলান্তি রিয়াসকিন কী প্রকৃতির লোক। বিনা ব্যাখ্যাতেই সে ফিওদরকে বুঝতে পেরেছিল। ইচ্ছে হল এই বাক্যবাগীশটিকে রিয়াসকিনদের সঙ্গে বাস করার জন্য পাঠিয়ে দিক। গিয়ে দেখুক সিলান্তি রিয়াসকিনকে কতদূর গড়ে তোলা যায়।

'আপনি কথা বলছেন না কেন? কিছুই কি বলার নেই? আপনার স্ত্রী কমসমোলে নেই। কেবল এ ব্যাপারটাই প্রমাণ করে তার প্রতি আপনার অনাসক্তি। আমি একটু আগে বুঝতে পেরেছি সে কী ধরনের মেয়ে ছিল— সাধারণ মেয়ে, সরল ও খোলামেলা, মূর্খ বলে আমি মনে করিনে—এরকম একটি মেয়েকে বেশ ভালো কমসমোল সদস্য করা চলত।'

'ও কমসমোলে ছিল। চার বছর আগে... এমনিই ছেড়ে দেয়। জেলা কমিটি কেন তাহলে তাকে একজন ভালো কমসমোল সদস্য বানায়নি?'

'তাই না কি?... আমি জানতাম না... কিন্তু আপনার মত লোকের জেলা কমিটিকে তিরস্কার করা উচিত নয়। জেলাতে প্রায় এক হাজার কমসমোল সদস্য আছে; কমিটি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের শিক্ষার ভার নিতে পারে না। আপনার মত লোকের উচিত তাদের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করা। আর কী ভাবে আপনি তা করছেন? আপনার স্ত্রী যখন সন্তান-সম্ভবা তখন আপনি তাকে ছেড়ে এলেন! সাহায্য দূরের কথা, একটা অপরাধ করলেন!'

ফিওদরের আপত্তি জানাবার আর অবকাশ ছিল না, সে কেবল শুনে যেতে পারে। মাক্সিম গোর্কি 'মানুষ' শব্দটির গর্বভরা দ্যোতনা সম্পর্কে যা বলেছেন তার উল্লেখ করল নিনা গ্লাজীচেভা, কী ভাবে নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি ভালবাসতে জানতেন তার বিষয়ে বলল এবং সোজা ফিরে গেল ডিসেম্বরিস্টদের কথায়, ওদের স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে নির্বাসনে গিয়েছিল। ইঙ্গিতটা এই যে ডিসেম্বরিস্টরা জানতেন কী ভাবে স্ত্রীদের গড়ে তুলতে হয়।

ফিওদরকে যা বলার সবকিছু সাঙ্গ করে, নিনা কোণায় চুপচাপ বসে-থাকা আরকাদি জুরাভলিওভের দিকে ফিরল।

'তুমি মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের কমসমোল সঙ্ঘের সেক্রেটারী। কোথায় ছিল তোমার চোখ? কমসমোল সদস্যরা কী ভাবে জীবন চালায় তা দেখা কি তোমার কর্তব্য নয়? কেন তুমি জেলা কমিটিকে কিছু বলনি?'

স্থূলকায়, দয়ার্দ্রচিত্ত আরকাদি জুরাভলিওভ ট্রাক্টর ড্রাইভারদের কাছ থেকে ফিওদরের দাম্পত্য গোলযোগ সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলতে সে পারল না। নিনার বক্তৃতায় থ মেরে গেল সে, বিশেষ করে সে যখন বিখ্যাত লোকদের নানা নীতিবাক্যের কথা বলল। কী করে ওর সঙ্গে তর্ক করে? একমাত্র দরকার হল ঝড় কাটবার সময় দেওয়া।

'বেশ তাহলে!' নিনা তার সরু করতলকে কাঁচ-ঢাকা টেবিলের উপর রাখল, ইঙ্গিতটা এই যে কথাবার্তা শেষ হয়েছে। 'কমসমোলের অনুপযুক্ত একটা কাজ প্রকাশ পেয়েছে! ব্যাপারটাকে আমাদের পরিষদের সভায় তুলতে হবে। আমি আপনাকে দশ দিন সময় দিচ্ছি, কমরেড সলভেইকভ, পরামর্শ দিচ্ছি সভার আগে নিজের আচরণ সম্পর্কে খুব ভালো করে ভেবে দেখবেন!'

...মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের কাছাকাছি তার ভাড়া-নেওয়া ঘরটিতে ফিওদর একা ফিরে গেল। জুরাভলিওভ তাকে জেলা কমিটির অফিসের বাইরে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে শুধু বলল :

'তাহলে ব্যাপারটা এ রকম মোড় নিতে চলেছে। খারাপ লাগছে।'

হ্যাঁ, খারাপ বটে! ফিওদর অনেক বছর ধরে কমসমোলে আছে; তার বয়স পঁচিশ, পার্টিতে যোগ দেওয়া সম্পর্কে বিবেচনার সময় হয়েছে। সে কখনো তিরস্কৃত হয়নি, কাজের প্রশংসা পেয়েছে; কমসমোলের কর্তব্য করেছে যথাযথভাবে। কিন্তু পরীক্ষার সময় এল, আর দেখা গেল সে কমসমোলের একজন খারাপ সদস্য। সম্ভবত তা সত্য, কিন্তু কী করা তার উচিত ছিল? সেক্রেটারী বলেছে, প্রভাব বিস্তার করতে, গড়ে তুলতে ওদের... অনেক কথা কপচেছে সে, এমনকি ডিসেম্বরিস্টদের কথাও, কিন্তু কী ভাবে ওদের শিক্ষা দিতে হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলেনি। শিক্ষা দাও, ব্যস্, ঐ পর্যন্ত!

একটা সভা বসবে। সবকিছুই আলোচিত হবে। জেলাব্যাপী এ নিয়ে কথা হবে। সে ভেবেছিল সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কষ্ট সে পেয়েছে, সহ্য করেছে এবং শেষ

পর্যন্ত দুর্ভাগা জিনিসটার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে, কিন্তু সবচাইতে খারাপ ব্যাপার এখনও বাকি। জিনিসটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এর চাইতে খারাপ আর হতে পারে না।

প্রথম শীতের সন্ধ্যা নাবছিল ঘরবাড়ি বাগানের উপর। ইতস্তত ছড়ান বরফকুঁচি হাওয়ায় ভেসে নীচে পড়ছে। সবকিছু শূন্য ও শান্ত। জানলায় জানলায় আলো — প্রতিটি আলো এক একটি পরিবার। প্রত্যেকের পরিবার আছে — আছে নিজের বাসা। কিন্তু তুমি ফিওদর — তুমি যাও তোমার একলা ঘরে, সেখানে আছে খালি টেবিলের উপর একটা রেডিও আর কোণায় একটা বিছানা ... এমন সময়ও আসে যখন পঁচিশ বছরের যুবক নিজেকে নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত শিশুর মত মনে করে।

*

এক মাসের মধ্যে স্তেশা ক্বচিৎ কখনো বাড়ি ছেড়েছে। তার আগে অবশ্য তাকে কারখানায় যেতে হত কিন্তু এখন সে পোয়াতি ছুটিতে। চোখের সামনে শুধু ঘরের চারটে দেয়াল, এমনকি শার্সির উপর নক্সা-কাটা তুষারের জন্য জানলার ভিতর দিয়ে ছোট্ট উঠোনটুকুকেও দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট, পীড়িত।

ব্যাপারটা বার বার চিন্তা করে দেখেছে। এমন কিছু নেই যা সে নতুন করে চিন্তার সঙ্গে যোগ করতে পারে। সে কেবল নিজেকে পীড়াই দিত, কিন্তু এক একটি দিন আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমী... দিনের পর দিন চলেছে, শেষ নেই, শান্তি নেই... গতকালও তেমনি কেটেছে।

কিন্তু এখন আছে তার সেই ফিরে আসার স্মৃতি– স্লেজটা তীক্ষ্ণ বাঁকের মুখে কাত হয়ে পড়ছে, তুষার বাতাসে গাড়ীর শুকনো খড়ের গন্ধ, বরফ-ঢাকা ফার গাছ, জেলা কমসমোল সেক্রেটারীর দয়া ও মমতাভরা দুটি চোখ... স্তেশা মনে বল পেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

ঘরের মেঝে কাঠের চাঁচুনি ও টুকরোতে ভর্তি, ঘরের মাঝখানটা জুড়ে একটা বড় আধা শেষ-হওয়া স্লেজ, তার থেকে ভেসে আসছে পাখী-চেরির উগ্রগন্ধ।

বাবার হাতে কুড়োল, সযত্নে ফলকে ধার দিচ্ছে। সিলান্তি পেত্রোভিচ ভাল স্লেজ বানায় কিন্তু সেটা করে কদাচিৎ। তার ক্রেতারা হল বেশ দূর থেকে আসা যৌথখামারের লোক। সে তাদের বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলতে। তা না হলে ভারভারার আবার তাকে কাজ লাগাবার কথা মনে হবে। সে স্লেজ বানাবে,

যৌথখামার তা বেচবে, কেবলমাত্র কাজের দিনের জন্য টাকা পাবে সে। তাতে লাভ কি?

স্তেশা ঘরে ঢুকতে সিলান্তি পেত্রোভিচ তার দিকে একবার শুধু তাকিয়ে চুপচাপ কাজ করে চলল, তীক্ষ্ণ কুড়োল থেকে পাতলা চাঁচুনি ঘন হয়ে পড়তে লাগল।

ওর মা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করতে সুরু করল, 'আচ্ছা সোণা, কীরকম হল? কী বলল ওরা?'

স্তেশা তার শাল ঢিলে করে কোট না খুলেই বেঞ্চের উপর বসে পড়ল। আশায় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সবকিছু বলতে শুরু করল, কী ভাবে সেক্রেটারী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে কত সহানুভূতি নিয়ে সে কথা বলেছে, প্রায় হাতে হাত ধরে তারা দরজা পর্যন্ত এসেছে।

আলেভতিনা ইভানভনার বিজয়সূচক চিৎকারে ওর কথায় বাধা পড়ল। 'ওরা বাছাধনের গোঁফ পোড়াবে, ওকে সিধে করে ছাড়বে। উচিত শাস্তি হবে।'

'কেবল কথা,' সিলান্তি পেত্রোভিচ রুক্ষভাবে খেঁকিয়ে উঠল। 'বিশেষ কিছু হবে বলে আশা করতে শুরু কর না। ওরা সব এক গোয়ালের গরু।'

সম্ভবত জীবনেই এই প্রথম স্তেশার মনে তার বাবার কথার ধরনে ঘৃণার ঢেউ খেলে গেল — এমনকি বাবার প্রতিও —

তার নীচু কাঁধ, কপালের সঙ্গে লেপটে-থাকা সাদা চুলের গোছা, বিষণ্ন বাঁকা নাক, গ্রন্থিল হাতে মুষ্টিবদ্ধ কুড়োল... 'কেন উনি ওরকম কথা বলছেন? হামেশাই সবকিছুর সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেন। কিন্তু পৃথিবীতে ভালো লোকও ত আছে! অবশ্যই আছে!'

'হতে পারে এ কেবল কথার কথা নয়। হতে পারে যে ওরা ওকে সিধে করবে,' মা বলল অনিশ্চিতভাবে।

'আচ্ছা, ধর ওরা কিছু করবে? ধর ওরা ওকে অপদস্থ করল, হয়ত শাস্তি দেবার কথাও ভাবল — তাতে আমাদের স্তেশার কী লাভটা হল?'

আলেভতিনা ইভানভনা কিছু বলল না। স্তেশাও চুপ করে রইল। অল্প আনন্দের যে উষ্ণ অনুভূতি সে নিয়ে এসেছিল তা লোপ পেল।

'দশ দিনের সময় দিলাম। আমি আপনাকে নিজের আচরণ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার উপদেশ দিচ্ছি।' অপ্রয়োজনীয় উপদেশ... মাঝে মধ্যে কাজ তাকে সম্পূর্ণ পেয়ে বসলে শুধু ফিওদর ভুলে থাকতে পারে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে ভাবে আর ভাবে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারে না।

বৎসরের এক চতুর্থাংশের সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা কী

হবে তাই নিয়ে পরিষদের সভার আলোচনা শুরু হল, তার পর এল অন্যান্য বিষয়। সব সময়টা ফিওদর বসে রইল আলাদা, নিপীড়িতভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। 'ওরা যদি একটু তাড়াতাড়ি করে শুধু, এভাবে শিকেয় ঝুলিয়ে না রাখে...'

অবশেষে কাজের ভঙ্গী ছেড়ে মুখে কঠোর বিরোধের ভাব এনে নিনা গ্লাজীচেভা ঘোষণা করল:

'এবার আমরা কমসমোল সদস্য ফিওদর সলভেইকভের ব্যাপারটা আলোচনা করব।'

অন্যান্য মুখে এল ঐ একই অভিব্যক্তি। জেলার অন্যতম সর্ববৃহৎ কমসমোল সঙ্ঘ, 'রাইট রোড' যৌথখামারের সেক্রেটারী স্তিওপা রুকাভকভ শুধু তিরস্কারসূচক চোখে ফিওদরের দিকে চাইল। চোখে একটা ধূর্ত চাউনি, যেন বলতে চায়: 'ওহে ভায়া, ওরা তাহলে তোমাকে পরিষদের সভায় ধরে এনেছে, এ্যাঁ?' আর লেভ জাখারভিচ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক, তার লম্বা সোজা চুলগুলো এসে পড়েছে গালের উপর, চশমার ভিতর দিয়ে মেঝের দিকে চাইল সে।

'এই সে দিন সলভেইকভের স্ত্রী আমার কাছে এসেছিলেন...' কণ্ঠস্বরের সমতা বজায় রেখে নিনা বিবরণ পেশ করল—

এমন স্বরে বলল যার মানে হল: 'আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমি আপনাদের শুধু তথ্য পরিবেশন করছি।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মুখ কঠোরতর হয়ে উঠল। জেলা কৃষি অফিসের পশুজনন বিশেষজ্ঞ ইরচকা মস্কভিনা নিজেকে সামলাতে পারল না:

'ঘেন্নার কথা।'

কাজের লোকের মত গলায় নিনা স্তেশার চেহারার বর্ণনা দিল, তার লাল স্ফীত চোখ, তার কাঁপা গলার কথা বলল এবং ঐ সঙ্গে ফিওদর যখন তাকে ত্যাগ করে তখন তার ক'মাস গর্ভ তাও জানাল।

'এই হল, সংক্ষেপে, ঘটনার সারাংশ।' নিনা কথা শেষ করে ফিওদরের দিকে তাকাল। 'কমরেড সলভেইকভ, পরিষদের সদস্যদের সামনে আপনার কী বলার আছে? আমরা অপেক্ষা করছি।'

ফিওদর দাঁড়াল।

'ঘটনার সারাংশ।' কিন্তু ব্যাপার ত দুটো—তার নিজের একটা এবং স্তেশা ও তার মা-বাবার আর একটা। নিনা কেবল তাদের তরফের কথাই বলেছে।

নিজের বুটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল: 'না, সবকিছু বুঝিয়ে বলা অসম্ভব... স্তেশার

দিকটা সহজেই বোঝা যায়, সেটা ত সবার চোখের সামনে...'

'আপনি আমাকে চিন্তা করতে বলেছিলেন,' সে বলল নিস্তেজভাবে। 'আর আমিও চিন্তা করে চলেছি... আমি ফিরে যেতে পারি না। ওর কী ভাবে গড়ে তোলা যায় জানি না। স্তেশা এসে আমার সঙ্গে থাকুক, তা হলে হয়ত আমি ওকে গড়ে তুলতে পারব। এ ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারছিনে... খোলাখুলি বলছি কথাগুলি।' চুপ করে গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এবং কারও দিকে না তাকিয়ে বসে পড়ল। 'এ ছাড়া আমার বলার কিছু নেই।' আবার সে চেয়ারে ঝুঁকে পড়ল।

'আমি একটা কথা বলতে পারি কি?' ফিওদরের দিকে ভয় দেখান দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল স্তিওপা রুকাভকভ। 'তুমি একটা গোলমালে পড়েছিলে। আর কী ভাবে তার সমাধান করলে? আসি বলে পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে! এই কি কমসমোল সদস্যের কাজ করার রীতি? না! এটা হল ঘৃণ্য পন্থা!... কিন্তু কমরেডস...'

নিনা গ্লাজীচেভা সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সে স্তিওপা রুকাভকভকে জানত। যদি কোন লোকের সৎগুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে প্রশংসা করে সে শুরু করে, তাহলে

অতি অবশ্য সে শেষ করবে নীরস ধিক্কারে, আর যদি সে শুরু করে বজ্রকঠোরভাবে তাহলে তা শেষ হবে সম্পূর্ণ দোষক্ষালনে। আর উভয় ক্ষেত্রে সংযোগকারী শব্দ হল ঐ দু'টি, 'কিন্তু কমরেডস ...'

এবারেও সে শুরু করল বজ্রকঠোরভাবে। নিনা সতর্ক হয়ে রইল।

'কিন্তু কমরেডস। ... আমরা শুনেছি ফিওদর সলভেইকভের স্ত্রী ছিলেন কমসমোলের সদস্যা। আর তিনি তা পরিত্যাগ করেন। এর জন্য দোষী কে? দোষী জেলা কমিটি, পুরাতন কমসমোল সদস্যবৃন্দ এই আমরা এবং সর্বাগ্রে তিনি নিজে।'

স্তিওপা রুকাভকভ লোকটি ছোটখাট, লাল চুল, মুখে ছুলির দাগ, কিন্তু যৌথখামারের বহু মেয়ে তাদের সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে খুশি হয়। তার ধরণধারণ ভালো, ওজন রেখে কথা বলে, দ্রুত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে শব্দের উপর জোর দেয়।

'নিশ্চয়ই সলভেইকভের ঘাড়ে সব দোষ চাপান চলবে না। কিন্তু ঠিক তাই করা হচ্ছে—এর সবটাই—সমস্ত দোষের বোঝা। ... তাকে দোষী বলতে হবে, হ্যাঁ সত্যিই তাই। কিন্তু তাকে অত বেশী দোষ দেওয়া চলে না। আমি প্রস্তাব করি তাকে শুধু সামান্য তিরস্কার করা হোক।'

'বেশী দোষ দেওয়া চলে না? তিনি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন। সামান্য তিরস্কার। এ করা হল ক্ষমার সমান। এ ছাড়া এর আর কোন্ অর্থ আমরা করতে পারি?' নিনা গ্লাজীচেভা সক্রোধে উঠে দাঁড়াল।

'আমরা ওঁকে বার করে দেব, আর তাও ত খুবই সামান্য শাস্তি।' ইরচকা মস্ক্ভিনা বিব্রতভাবে লাল হয়ে বলে উঠল। এ হল পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। সব সময়েই এমন কিছু বলতে ভয় পায় যা নিনাকে অসন্তুষ্ট করবে।

একটা বিতর্ক শুরু হল—ফিওদরের বিরুদ্ধে কঠোর অথবা সাধারণ অনুযোগ জানান হবে, না কি শুধু সামান্য তিরস্কার। ফিওদর চেয়ারে নিচু হয়ে বসে উদাসীনভাবে শুনতে লাগল।

'এ সবকিছু অপ্রাসঙ্গিক।' লেভ জাখারভিচ কিছুক্ষণ চশমার ভিতর দিয়ে তর্কে মত্ত লোকগুলিকে সক্রোধে চেয়ে দেখছিল। 'আমরা কঠোর বা সাধারণ অনুযোগ জানাতে পারি, আমাদের সিদ্ধান্ত লিখতে পারি। তা করা যথেষ্ট সহজ। কিন্তু ওর স্ত্রী অসুখী এবং ও নিজেও, ওর দিকে চেয়ে দেখুন। আর আমরা কি না কাগজ আর কলমে সবকিছুর সমাধান করে দিতে চাইছি।'

কপাল থেকে চুল পিছনে সরিয়ে সে ধীর শান্তভাবে কথা বলল। সাধারণত শান্ত প্রকৃতির লোক এবং কদাচিৎ সভায় কথা বলে কিন্তু যখন বলে লোকে তার কথা শোনে কারণ সে এমন জিনিসের অবতারণা করে যা কেউ ভাবেনি। আর যাই হোক, সে ওদের চাইতে বেশী জানে এবং ওর বিদ্যা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

'কেন আজ আমরা মিলিত হয়েছি? কেবল অনুযোগ জানাতে? ... আমরা এখানে এসেছিলাম একটি মানুষকে সাহায্য করতে।'

'ঠিক কথা! সাহায্য করতে!' নিনা সোৎসাহে বলে উঠল।

'একমাত্র প্রশ্ন হল, কী ভাবে?' বলে চলে লেভ জাখারভিচ। 'ঐটেই হল প্রশ্ন। আমার কথা বলতে গেলে, স্বীকার করছি আমি তা জানি না।'

'কমরেড সলভেইকভ,' ফিওদরের দিকে তাকিয়ে নিনা বলল, 'এটা আপনার বলার কথা—কী সাহায্য চাই আপনার? আমরা আপনাকে তা দেব।'

'সাহায্য?...' ফিওদর চারদিকে চাইল, বিভ্রান্ত সে। কী সাহায্য হতে পারে? স্তেশাকে তার বাপ-মার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু জেলা কমিটি বাড়ি ছেড়ে স্বামীর কাছে

যাবার জন্য তাকে আদেশ দিতে পারে না আর দিলেও স্তেশা তা শুনবে না।

'আমি জানি না,' নিরুৎসাহ কণ্ঠে সে বলল।

প্রত্যেকেই চুপচাপ। নিনা অসন্তুষ্ট হয়ে ফিওদরের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল: 'এমনকি এ ব্যাপারেও ফিওদরের নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই।'

'আমরা জানি না কী ভাবে ওকে সাহায্য করব,' লেভ জাখারভিচ বলতে লাগল। 'এবং যে হেতু আমরা জানি না তিরস্কার করা হবে কি হবে না অতএব এই বিতর্কও অর্থহীন।'

'সুতরাং সলভেইকভের আচরণ শাস্তি যোগ্য নয়?' ক্রোধে নিনার স্বর আবার তিক্ত হয়ে উঠল।

লেভ জাখারভিচ ঘাড় নাড়ল।

'ধরুন আমরা ওকে অনুযোগ দিলাম—তাতে অবস্থার কী কোন পরিবর্তন ঘটবে? অবস্থা যা ছিল ঠিক তাই থাকবে।'

নিনা উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা সুরু করল। সে বলল, লেভ জাখারভিচ জেলা কমিটির পরিষদের কর্তব্য কী তা ঠিক বুঝতে পারেননি। সলভেইকভকে কঠোর অনুযোগের মানে অন্যদের সাবধান করে দেয়া ... অনেকক্ষণ ধরে বলল

সে, বরাবরের মত সাহিত্য ও মহা পুরুষদের জীবন থেকে উদাহরণ হাজির করল।

তার বক্তৃতা শেষ হলে আবার বিতর্ক সুরু হল— অনুযোগ অথবা মৃদু তিরস্কার? লেভ জাখারভিচ রাগে গুম হয়ে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত অনুযোগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

রাস্তায় স্তিওপা রুকাভকভ ফিওদরকে ধরে ফেলল। সুন্দর পাট করা শীতের কোট আর ভেড়ার লোমের টুপিতে স্তিওপাকে বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তাকে যৌথখামারের সব চেয়ে চটপটে ছোকরা বলে মনে করা হয়।

'শিক্ষক যদি নাক না গলাতেন তাহলে আমরা তোমাকে ছাড়াতে পারতাম,' স্তিওপা বন্ধুত্বের সুরে বলল। 'ওর প্রচুর বিদ্যে আর মনটাও ভাল কিন্তু যথেষ্ট বিবেচনা নেই।'

ওর আত্মতুষ্টিমূলক ভাব দেখে এটা অনুমান করা কষ্টকর নয় যে জেলা কমসমোল কমিটিতে যদি কেউ প্রকৃত বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সেটি হল স্তিওপা নিজে।

ফিওদর হাত নাড়াল।

'অনুযোগ অথবা সামান্য তিরস্কার—সবই সমান। এতে অবস্থা এতটুকুও সহজ হয় না। আজ তোমরা সারাদিন

ধরে এই কথা শুনলে, কাল হয়ত ভুলে যাবে। অপরের দুঃখ সহজেই সহ্য করা চলে।'

স্তিওপা হঠাৎ অবাক হয়ে শিস দিল। 'তুমি বুঝি ব্যাপারটাকে এই ভাবে নিয়েছ? এটা কিন্তু ঠিক নয়, ভায়া।'

* * *

একদিন ফিওদর অনেক রাত পর্যন্ত মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে থাকল। কাজের চাপ বেশী বলে নয়, কেবল এই কারণে যে তার ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে একা একা বিষণ্ণ চিন্তা নিয়ে থাকাটা অসহ্য।

যখন বাড়ি ফিরল রাত হয়ে গেছে। বেড়ার ধারে স্লেজের সঙ্গে জোতা একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে ফিওদর দেখতে পেল ইগ্‌নাত দাদু, ভারভারা স্তেপানভনার স্বামী, প্রায় নিভে-যাওয়া উনুনের পাশে বসে বাড়ির মালিকের সঙ্গে গল্প করছে।

'কোথায় এতক্ষণ ধরে আড্ডা মারছিলে, খোকা,' বুড়ো বলল। 'এখন যে আমাকে অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'কী ব্যাপার? কোনকিছুর জন্য আমাকে দরকার না কি?'

'আমার বাড়ির মালিক তোমার জন্য একটি খবর পাঠিয়েছে...' ইগ্‌নাত তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে গোপন

কথা জানানোর ভঙ্গীতে বলল (ইতিমধ্যেই তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু বনে গেছে বোঝা গেল) : 'এফিম, তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও, আমাদের একটু ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলার আছে।'

'বেশ, যত খুশি গোপন কথা বল, কেবল চুল্লির উপর ড্যাম্পারটা বন্ধ করতে ভুলো না।' লোকটি বেরিয়ে গেল।

ইগ্‌নাত দাদু ফিওদরের দিকে তাকাল। 'আজ সিলান্তি আর আমি তোমার বউকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা এই আর কি।'

'কী ?!'

'কী ? একটা বাচ্চা ছাড়া কিছুই না ... তুমি কি এটা আশা করনি ? ... আমার বুড়ীটা তোমাকে জানাতে বলল। বলল, সিলান্তি নিজেও এটা করতে পারত, কিন্তু সে তোমার কাছে আসবে না।'

'কখন নিয়ে গেছে ওকে ?'

'আজ বিকেলে।'

'হয়ত সন্তান জন্মেছে ?'

'তা জানি না। এ সব ব্যাপার আমাদের জানার বাইরে।'

গলা বরফে ভেজা টুপিটাকে ফিওদর মাথায় চাপাল।

'আমি যাচ্ছি, ইগ্‌নাত দাদু, আমি এখখুনি যাচ্ছি... তুমি কেন মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে আসোনি?...'

শেষের কথা কয়টি ভেসে এল দরজার বাইরে থেকে।

মাথা নেড়ে ইগ্‌নাত তার কোট পরতে আরম্ভ করল, তারপর চুল্লির কথা মনে পড়ল তার। এর পাশে একখানা চেয়ার রেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তার উপর উঠে ড্যাম্পারটা বন্ধ করে দিল।

'এফিম, এই এফিম!' সে চেঁচিয়ে বলল 'আজ দরজা বন্ধ কর না। ও মাঝে মধ্যে শরীর গরম করার জন্য আসতে পারে।'

ফিওদর তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত দৌড়তে শুরু করল...

কেন সে দৌড়চ্ছে? এত উত্তেজিত কেন সে? দুঃখে নিষ্পেষিত হয়ে, তার উপর বর্ষিত ছোট বড় অশান্তির চোটে মনে হচ্ছিল স্তেশার প্রতি তার প্রেম লুপ্ত হয়েছে! স্তেশার জন্য তার সমস্ত অনুভূতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ধ্বসের নীচে চাপা-পড়া উলুখড়ের মত। সন্তানের প্রতি অনুরাগ কি তাকে বিচলিত করছে? কিন্তু সে ত সন্তানটিকে দেখেনি, এমনকি তাকে কল্পনাও করতে পারে না। যা দেখেনি তাকে কী করে ভালবাসা যায়?... এ কি সম্ভব

যে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, একটা কিছু যেন উদ্‌গত হচ্ছে, কিছু একটা যেন এখনো বেঁচে আছে?

হাসপাতালটি গ্রামের বাইরে লাইম কুঞ্জের মধ্যে। ফিওদর বড় ফটকের কাছে দৌড়ে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

এখানে সে ছুটে এসেছে—কিন্তু কীসের জন্য?... স্তেশাকে অভিনন্দন জানাতে?... অভিনন্দন নিয়ে ও কী করবে? আনন্দের? কে বলতে পারে জিনিসটা কি দাঁড়াবে—আনন্দের হবে না আর এক দুঃখের বোঝা বাড়াবে? কিন্তু ফিরে যাওয়া, বিছানায় শুয়ে ঘুমোন—অসম্ভব। তার স্ত্রীর বাচ্চা হতে চলেছে। তার পর তার মনে পড়ল এ ক্ষেত্রে সবাই সাধারণত ফুল বা উপহার নিয়ে আসে। আর সে এখানে এসেছে খালি হাতে, যেন এ কথা বলতে—আমি নিজেকে নিয়ে এসেছি—এই যে, আমাকে নাও। না, তার কিছু কেনা দরকার।

ফিওদর ঘুরে দাঁড়াল।

একটা দোকান রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। চিবুকের দুটো ভাঁজওয়ালা, বিরাট বলিষ্ঠ পাভলা পাভলভনাকে বহু দূরের লোকরাও চেনে, সন্ধ্যে ছটা থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সে দেরীতে-আসা ক্রেতাদের জিনিসপত্র দেয়। এদের বেশীর ভাগই লরি ড্রাইভার, যাদের

পক্ষে কিছু খাবার বা হঠাৎ-করে যাত্রী পাওয়ার জন্য এখানে অপেক্ষা করা সুবিধেজনক।

'ফিওদর!' বিস্ময়সূচক হাঁক মেরে একটা লোক কাউণ্টার থেকে ঘুরে দাঁড়াল — টপির তলা থেকে ঘন কোঁকড়ান চুল দেখা যাচ্ছে। বাতাস ও বরফে মুখ লাল ও কর্কশ, পিট পিট করছে দুটো চোখ — খ্রম্‌ৎসভো যৌথখামারের ভাসিয়া লুবিমভ। সে ফিওদরের হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

'পাভলা পাভলভনা, তাক থেকে আর একটা বোতল দাও ত, পুরোনো ইয়ার জুটেছে একজন।'

'ভাসিয়া! আমি পারব না — পারলে খুশি হতাম কিন্তু পারব না। আমার সময় নেই।'

'ফিওদর! এ কি তোমার কথা! এক বছর বাদে দেখা তোমার সঙ্গে।'

'আমার বউ হাসপাতালে, বাচ্চা হবে। আমি ওর জন্য কিছু কিনতে ছুটে এসেছি।'

'ও-ও-ও, এই ব্যাপার! ... উৎসবের উপযুক্ত সময়। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি। অভিনন্দন, ভায়া! হাতটা দাও ত। এমন সময়ে বন্ধু আর নিজেকেও ভুলে যাওয়া চলে ... একটি ছেলে, ফিওদর, একটি ছেলে! ...

হতে পারে আমরা তোমার ছেলের নাম করে পান করব... আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বুঝতে পারছি... তাহলে তুমি আমাদের ছাড়িয়ে গেলে! আর আমি শুধু বিয়ের কথা ভাবছি।'

ভাসিয়া উল্লাসভরা আনন্দ চালাতে লাগল, ফিওদরকে মিষ্টি আর দোমড়ানো কাগজে চকোলেট কিনতে দেখে আর সবাই নির্বাক শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমাদের ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে। তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না! একেবারে উধাও!... হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে করছে এখানে থেকে আর একটু আনন্দ করি। কিন্তু সময় মত ঐ কন্‌সেনট্রাটেস না পেঁাছতে পারলে পলিকারপভিচ আমাকে জ্যান্ত গিলে খাবে। ভেব না, আমি অবশ্য ছেলেদের বলব — সলভেইকভের একটি ছেলে, এক বংশধর জন্মেছে। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি তুমি যেতে চাইছ... যাও যাও, আমি তোমাকে ধরে রাখব না। হাতটা আর একবার দাও ত।'

এই সাক্ষাতের আগে ফিওদরের মনটা ভরেছিল উত্তেজনাময় বিভ্রান্তিতে। ভাসিয়ার হৈচৈভরা আনন্দের ফলে উত্তেজনা থাকল বটে কিন্তু এখন তার সঙ্গে মিশল আনন্দ ও আশা। কী মূর্খ সে। ক্রমাগত চিন্তা করেছে, সব ব্যাপারটা এত সহজ, অথচ তিলকে তাল করে দেখেছে — সন্তান

আসছে, সে বাবা হতে চলেছে। তার অধিকার আছে এ কথা বলার যে স্তেশা এসে তার সঙ্গে বাস করুক। আর সেটা যাতে হয় তা ও দেখবে। সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

ফিওদর নির্জন পথ ধরে দৌড়ে হাসপাতালে পৌঁছল।

প্রসূতিসদনের বসার ঘরে একটি মাত্র লোক। লোকটি বয়স্ক, পরনে ভালো কোট, ভেড়ার লোমের লম্বা টুপি মাথায়, দেখে মনে হচ্ছে অফিসে কোন কাজ করে। দৌড়ে আসার জন্য এবং বড় কিছু একটা ঘটার আশায় ফিওদরের বুকে যেন হাতুড়ি পিটছে। মনে একটা অনির্দেশ্য ধারণা যে ভিতরে আসা মাত্র তাকে দেখে লোকেরা হৈচৈ করে সর্বত্র ছুটোছুটি করবে। কিন্তু এখানে একটি মাত্র লোক— বড়সড়, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ঘরে বসে তার দিকে শান্ত দয়ালু চোখে চেয়ে আছে।

'এই কি আপনার প্রথম?' লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'কী বললেন?' ফিওদর প্রথমটায় বুঝতে পারেনি।

'এই কি প্রথম আপনার স্ত্রী এখানে এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' লোকটির ভাবে বিচলিত হয়ে ফিওদর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বুঝতে পেরেছি। প্রতি বছরই আসি এখানে, এ হল আমার চার নম্বর।'

একটি নার্স কিছু পোষাক নিয়ে এল — একটা কোট, শাল আর ফেল্ট বুট।

'এই যে।'

আগন্তুক জিনিসগুলি নিল, ধীরেসুস্থে বাঁধল সুন্দর করে।

'বউ-এর বদলে একটা পোঁটলা। আসি তাহলে। চিন্তা করবেন না। ব্যাপারটা অতি সাধারণ। কী চান আপনি — ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে, অবশ্য।'

'তাহলে মেয়ে হবে।'

'কেন?'

'আমি অভিজ্ঞতা থেকে জানি। মেয়েদের আমি বেশী ভালবাসি কিন্তু প্রতিবছরে সেই একই জিনিস — আর একটা ছেলে। সেটা অবশ্য খারাপ নয়। ওরা হৈচৈ করতে পারে। একঘেয়েমির জ্বালা নেই।'

বন্ধুত্বসূচক নমস্কার জানিয়ে লোকটি চলে গেল। নার্স তার পিছনে দরজা বন্ধ করে ফিওদরের কাছে এল।

'কী নাম?'

‘সলভেইকভ, ফিওদর সলভেইকভ।’

‘আমাদের এখানে কোন ফিওদর নেই। আপনি বোধ হয় স্তেশা সলভেইকভের স্বামী? উনি আজ এসেছেন। আপনি ওর জন্য কিছু এনেছেন? যাতে ঠিক পায় আমি দেখব।’

‘বাচ্চা হয়েছে কি?’

‘না, এত তাড়াতাড়ির ব্যাপার নয়। আপনি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোন। আমরা আপনাকে খবর দেব।’

‘আমি অপেক্ষা করব।’

‘না আপনার যাওয়াই ভালো। হয়ত বা তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। ব্যাপারটা কখনো বা এমনি দাঁড়ায়— তাড়াতাড়ি করাবার উপায় নেই।’

ফিওদর অনেকক্ষণ ধরে প্রসূতিসদনের আলোকিত জানলার তলায় পায়চারি করল, উৎকর্ণ হয়ে রইল, দু’দুটো শার্সির ভিতর দিয়ে স্তেশার আর্ত চীৎকার কি শুনতে পাবে? কিন্তু সে কেবল শুনতে পেল তার বুটের তলায় বরফের কড়মড় শব্দ।

রাতে অনেকবার সে এই জানলার কাছে এল, দেয়াল বরাবর পায়চারি করল। মাঝে মধ্যে বরফ পড়ছে, নীহার হিম রাত্রি কিন্তু ফিওদর দেখতে পেল উজ্জ্বল গ্রীষ্মের সকাল—

শিশিরে ঝিকমিক করছে তৃণভূমি আর তার মধ্য দিয়ে গেছে দুটি কালো পথ—একটা তার পায়ের অপরটি তার সন্তানের—তারা মাছ ধরতে চলেছে। সব পরিষ্কার দেখতে পেল—শিশিরে ভেজা তৃণভূমি, ভেজা ঘাসের উপর পথ, নদীর তীর, সেখানে ঝোপে লাগা কুয়াসার শেষ চিহ্ন। কিন্তু একটা জিনিস সে দেখতে পাচ্ছে না, যেটা সব চাইতে জরুরী—তার সন্তান। একটা শণ রঙা চুল বোঝাই মাথা, কাঁধের উপর লম্বা ছিপ—আর এই হল সব... কিন্তু সেটা ত যথেষ্ট নয়!

আপাদমস্তক ঠাণ্ডায় জমে সে বাড়ি ফিরল কিন্তু আলো জ্বালাল না বা পোষাক ছাড়ল না। উননের পাশে বসে রইল গরম হবার জন্য, তখনও ছেলের কথা, শিশিরে ভেজা তৃণভূমি আর তার ভিতর দিয়ে রাস্তার কথা ভাবছে। ত্রফিম অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তবু দরজা খোলা পেয়েছে বলে মাঝে মধ্যে অবাক বোধ করছে। ত্রফিম নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিল, এটা এক হঠাৎ ভাগ্যি। ওকে জাগাবার দরকার নেই।

ফিওদর সারারাত জেগে রইল কিন্তু কাজের সময় কোন ক্লান্তি বোধ করল না। প্রতি ঘণ্টায় জিজ্ঞেসাবাদের জন্য

আগ্রহভরে টেলিফোনে দৌড়চ্ছে কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হতে হচ্ছে।

বিকেল পড়ে এসেছে, স্তেশার সন্তান হল।

*

প্রতিবারই যন্ত্রণা আসার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার উপর ছটফটিয়ে স্তেশা চেঁচাচ্ছিল, 'আমি চাই না! আমি চাই না!' ডাক্তার আর নার্স আর্ত কান্না শুনতে অভ্যস্ত, তারা কোন খেয়াল করল না। নিজেদের মত করে ওর কান্নার অর্থ করল: 'আমি এ যন্ত্রণা চাইনে!' কিন্তু স্তেশার চিৎকার শুধু যন্ত্রণার জন্যই নয়। 'আমি চাইনে!' সন্তানকে উদ্দেশ্য করে তার এই চিৎকার। পরিত্যক্তা স্ত্রী সে, সন্তান দিয়ে কী করবে?

তার পর তারা তাকে এনে দিল একটা ছোট্ট পুঁটলি। সাদা আবরণের মধ্য থেকে একখানা ছোট্ট লাল মুখ দেখা দিল। ওকে রাখা হল স্তেশার বিছানায় আর ডাক্তার, নার্স এমনকি তার পার্শ্ববর্তিনীও হাসল, ওকে অভ্যর্থনা জানাল। প্রত্যেকেই সদয়ভাবে ওর দিকে চাইছে। একটি নূতন মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, কে তার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে?

উষ্ণ ছোট্ট মুখখানা স্তনাগ্রচূড়ায় আবদ্ধ, স্তেশার মধ্য দিয়ে একটা অদ্ভুত মিষ্টি অনুভূতি বয়ে গেল। স্তেশা আরো কাছে সরে এল, সাবধানে শিশুকে কাছে টেনে নিল আর বড় বড় ফোঁটা চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তার। সান্ত্বনার অশ্রু, আর 'আমি সন্তান চাইনে' চিন্তার জন্য লজ্জা পাওয়ার অশ্রু। আনন্দের অশ্রু এটা, তার নিজের আর এই নতুন প্রাণীটির জন্য, এত বিশ্বাসভরে তার বুকের সঙ্গে আঁকড়ে-থাকা এই উষ্ণ জীবন্ত পুঁটলিটির জন্য মমতার অশ্রু।

দ্বিতীয় বার যখন সে শিশুকে দুধ খাওয়াল, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে পরীক্ষা করতে লাগল তার ভাঁজ পড়া গাল, ছোট্ট কুঞ্চিত কান, মাথার পেছনে কচি চুল, হঠাৎ মনে হল কে একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা তুলল সে। ফিওদর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, বিস্ময় ও আশঙ্কায় ওর মুখ আড়ষ্ট।

অভ্যর্থনার কোন শব্দই তারা উচ্চারণ করল না। ফিওদর বসল, কয়েকটি সঙ্কটময় মুহূর্ত ধরে অপেক্ষা করল, তারপর বলল, 'তোমার কী কিছু চাই? আমি কয়েকটা আপেল এনেছি...' তারপর যখন দেখল স্তেশা রাগ করছে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, ওর মুখে এক গাল হাসি দেখা দিল। 'ও তাহলে এরকম দেখতে... একটি মেয়ে। চমৎকার!'

স্তেশা আপত্তি জানাল না — অবশ্যই চমৎকার।

‘ও সব সময়েই ঘুমোয়। মাই খায় আর তার পর — দেখ, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।’

ফিওদর বেশীক্ষণ থাকল না। ওদের সমস্ত কথাই হল শিশুকে নিয়ে — কত ওজন, কী কী আনা দরকার, কাঁথা, ফতুয়া, এবং খুব দরকার গরম কম্বলের।

নার্স এসে মনে করিয়ে দিল, ফিওদর কথা দিয়েছিল মিনিটখানেক উঁকি মেরেই চলে যাবে, অথচ ইতিমধ্যে সে পৌনে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে। ফিওদর উঠে দাঁড়াল আর কেবল তখনই কোমল অথচ দৃঢ়ভাবে বলল, ‘তুমি এখন থেকে আমার কাছে থাকবে স্তেশা, আর কোথাও নয়।’

যে কোন কারণেই হোক আগে স্তেশাকে কখনো এত ভালো লাগেনি তার, এমনকি বিয়ের আগেও নয়। ওই মুহূর্তে এই হাসপাতালের সাদা ঝোলা পোষাকে, আস্তিনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে থাকা তার লম্বা হাত আর গম্ভীর মুখ শুদ্ধ স্তেশাকে এখন সবচেয়ে প্রিয় লাগছে।

তবু স্তেশা একটু মৃদু প্রতিবাদ জানাল। ‘বাড়িতে বাচ্চার পক্ষে ভাল হবে, ফিওদর। সেখানে মা থাকবেন

মেয়ে সমেত আমাকে সাহায্য করতে।' কিন্তু তার গলার স্বর করুণ, অনিশ্চিত।

পরের দিন ওর মা এল। স্তেশা গোপনে দেখা করতে এল অভ্যর্থনা ঘরে। কৃশ, আয়ত চোখ, অবিন্যস্ত চুল। আলেভতিনা ইভানভনা সঙ্গে সঙ্গে তার বিলাপ সুরু করল: 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য। ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের ওপর রাগ করবেন ...' তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে কাজের লোকের মত বলতে লাগল: 'এখন আর তুমি অস্থির হও না, তোমার যা যা দরকার সবই আমার আছে। সাতটা কাঁথা করেছি, ছোটখাট আরও কতকগুলো পরার জিনিস। উনি একটা দোলনা বানিয়েছেন।'

'মা,' স্তেশা ভীরুর মত বাধা দিয়ে বলল। 'আমি ফিওদরের কাছে যাচ্ছি, সে আমাকে যেতে বলেছে।'

'তোমাকে যেতে বলেছে? ও, ওর বিবেকে লাগছে বুঝি? অবশ্য এতটা লাগছে না যে বাড়ি এসে আমাদের কাছে ক্ষমা চায়, আমাদের সঙ্গে এসে আবার থাকে।'

'ও আর আমাদের কাছে ফিরে আসবে না,' স্তেশা ওর মায়ের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল। 'আর আমিই বা কী করে সন্তান নিয়ে বাস করি স্বামী ছাড়া? সবাই আমাকে কথা শোনাবে!'

'এ সবের মানে কী? কে অনুমতি দিয়েছে? নার্সরা ভেবেছে কী? এখখুনি বিছানায় যান আর খবরদার বিছানা ছাড়বেন না! ... শুনছেন আমি কী বলছি? বিছানায় যান!' একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ইনি ডাক্তার।

আলেভতিনা ইভানভ্না স্তেশার অবিন্যস্ত চুল চাপড়িয়ে বলল :

'এখন তুমি কিছু ভেব না সোণা, কিছু ভেব না ... যাও, ফিরে যাও, দেখছ ডাক্তার তোমার উপর রাগ করছেন।'

রাত্রিতে বরফ পড়েছে, বাতাস ঈষৎ তুষার-হিম। সমস্ত গ্রামটিকেই ধোয়া বলে মনে হচ্ছে। সবকিছু থেকে একটা কোমল আলো ফুটে বেরুচ্ছে — ছাদ, রাস্তা, বেড়ার পাশে বায়ুচালিত তুষার থেকে। এমনকি মনে হচ্ছে হাওয়া পর্যন্ত ধোয়া। সবকিছু এতই সতেজ ও প্রাণবন্ত। চিমণী থেকে ধোয়া উঠছে আর রুটি সেঁকার রসাল গন্ধে বাতাস ভরে যাচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ধীরেসুস্থে বাড়ি ফেরা ছোট পরিবারটির উপর বিরাজ করছে শান্তি ও শুভেচ্ছা।

ফিওদরের বাচ্চার বিছানা কেনার সময় হল না। তখনকার মত দু'টো চেয়ার জোড়া দিয়ে শিশুর জন্য বিছানা বানাতে হল। এর জন্য সে অপরাধী ভাবল নিজেকে।

'কিন্তু শত হলেও, আমরা সবে সংসার সুরু করেছি,'

সে ওজর দেখিয়ে বলল। 'আমরাই কেবল নই। প্রত্যেকেই বহু জিনিস কম নিয়ে শুরু করে... সময়ে আমাদের সব হবে — ঘর, অথবা হতে পারে আমাদের নিজস্ব বাড়ি, একটি বাগান, কিছু ঘর-পোষা জন্তু। সব কিছুই সুন্দর হবে।'

স্তেশা এ কথা মেনে নিল, তার কোন অভিযোগ নেই। সেই দিন তারা স্থির করল খুকীর নাম হবে ওলগা।

পরের দিন সকালে প্রথম অভ্যাগত এল। সে কিন্তু ফিওদর বা স্তেশার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

একটা টোকা; তার পর একটি তরুণী ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক হাতের দস্তানা দিয়ে পশমের কলার থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

'নমস্কার। ওলগা সলভেইকভা কি এখানে থাকে?'

ফিওদর ও স্তেশা মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত বোধ করল, কোন উত্তর দিল না। হ্যাঁ, ওলগা সলভেইকভা বাস করে ওখানে... মাত্র দশ দিন হল ওর জীবন শুরু হয়েছে, মাত্র কাল একটা নাম পেয়েছে সে, কেবল গতকাল থেকে সে এ ঘরে বাস করছে।

'হ্যাঁ — ভিতরে আসুন।'

তরুণী কোট খুলে তার স্যুটকেস থেকে একটা সাদা ঝোলা পোষাক বার করল, গরমজল দিয়ে ধুয়ে ফেলল হাত।

'আপনাদের শিশুর বিছানা জোগাড় করতে হবে, এটা অবশ্যই প্রয়োজন।'

তরুণী অনেকক্ষণ ধরে স্তেশার সঙ্গে কথা বলল, খুকীকে স্নান করাবার জন্য জলের উত্তাপ কেমন হওয়া দরকার, তাকে দুধ দেবার, ঘুম পাড়াবার এবং বাইরে নেবার সময়ের বিষয়ে পরামর্শ দিল। স্তেশা তরুণীকে চা খেতে বলল কিন্তু সে রাজী হল না।

'আমার দেখাশোনা করার তালিকায় আপনার এই তরুণী মহিলাই যে একা, তা নয়।'

ডাক্তার হল সব প্রথম আগন্তুক, কিন্তু পরে এল আর সবাই। প্রতিদিনই কয়েক জন করে লোক আসতে লাগল।

একেবারে গোড়ার দিকে এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এল ভারভারা স্তেপানভনা। কোট ছেড়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাতদুটো ঘষে নিল।

'একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও,' সে তার ভারি গলায় বলল, 'আমার গা থেকে ঠাণ্ডাটাকে একটু ঝেড়ে ফেলি। তার পর তোমাদের মেয়েকে দেখব। অনেক সময় আছে।'

প্রথমটায় সে সঙ্গে আনা অনেকগুলো পুঁটলি খুলতে লাগল।

'এই যে, এটা তোমার জন্য,' সে স্তেশার দিকে তাকাল।

স্তেশার কঠোর স্তব্ধতায় আদৌ বিব্রত বোধ করল না। ‘এটা যৌথখামারের উপহার। আর ফিওদর, তুমি লক্ষ্য রাখবে তোমার স্ত্রী যাতে যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া করে। এটা মনে রাখবে সে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে! স্তেশা, এখানে এস... এবার একটু বুদ্ধিমতী হও। বোবার ভান করে লাভ নেই। আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হবার মত কিছুই আর নেই। আমাদের বন্ধু হতে হবে। এখানে এস। এটা আমার দেওয়া। সাদা থান। দেখ, এ দিয়ে যেন ছেলের কাঁথা বানিও না। তোমার স্বামীর পুরোনো সার্ট দিয়েই সে কাজ চলবে। ছিঁড়ে জলে ভালো করে সেদ্ধ করে নেবে। ময়লা করার ব্যাপারে ওর কাছে সব কিছুই সমান... এটা পোষাক ও বালিশের ওয়ারের কাজে লাগাবে। গৃহস্থালির ব্যাপারে তোমাকে বুদ্ধিমতী হতে হবে।’

স্তেশা অপরিচিতদের কাছ থেকে সহৃদয়তা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে গড়ে ওঠেনি, বিশেষ করে ভারভারা স্তেপানভনার মত স্ত্রীলোকের কাছ থেকে—প্রথমটায় সে হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু ভারভারা স্তেপানভনা যখন চেয়ারদুটো দেখে একথা বলল যে সেদিনই সে ছুতোর ইয়েগরকে বাচ্চার খাট তৈরী করার আদেশ দেবে, স্তেশার মন গলে গেল সম্পূর্ণ।

ভারভারা বাচ্চার কাছে গিয়ে তার খাটো আর মোটা তর্জনী ওর নাকের উপর নাচাতে লাগল, ফলে বাচ্চা চিৎকার করে উঠল।

'ওয়া, ওয়া!' ভারভারা বাচ্চাকে নকল করে বলে উঠল, তার মুখের প্রতিটি রেখায় আনন্দ। 'গলার আওয়াজটা ত খাসা। শুনেই বোঝা যাচ্ছে এ তোমার মেয়ে, ফিওদর। রিয়াসকিনরা এরকম শব্দ করে না, আনন্দ বা রাগ যাই হোক, নিজের মধ্যে চেপে রাখে।'

কী কারণে স্তেশা এ কথাতেও চটল না।

চিঝোভ এল। হাতদুটো সযত্নে সাফ করা, মুখ সবে মাত্র কামান, অ্য দি কোলোনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একসঙ্গে সবাই চা খেল, চিঝোভ কিছুতেই বিস্কুট খাবে না বলতে লাগল।

শেষে এল সিলান্তি পেত্রোভিচ ও আলেভতিনা ইভানভনা। ফিওদর ওদের অভ্যর্থনা জানাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। বৃদ্ধের জন্য এক বোতল ভদকা আনতে গেল, ওদের 'বাবা' ও 'মা' বলে সম্বোধন করল, কিন্তু শীঘ্রই চুপ করে গেল সে। দিদিমা আর দাদু আনন্দমুখর অতিথি নয়। সিলান্তি পেত্রোভিচ পান করতে অস্বীকার করল। 'এমনিতেই আমাদের দেরী হয়ে গেছে। সময়মত ঘোড়া ফিরিয়ে না দিলে

ভারভারা আমার গায়ের চামড়া তুলে নেবে।' বৃদ্ধা আদৌ খাবার টেবিলে বসল না। মর্যাদাভরা গাম্ভীর্যে বসল দরজার কাছে, ঠোঁটদুটো বন্ধ, প্রথমত মেয়ে ও পরে শিশুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাল, প্রতিটি চাউনি ও ভঙ্গী পরিষ্কার বলছে: 'কেন তোমরা সুখী হবার ভান দেখাচ্ছ, তোমরা দুর্ভাগা, ক্লিষ্ট প্রাণী ...' ঘন ঘন ছোট্ট ঘরখানার চার দিকে চাইতে লাগল, ঘরের মধ্যে উননের পাশে কাঁথাগুলো ঝুলছে। ফিওদরের দিকে একবারও না তাকাবার চেষ্টা করল বুড়ী।

তাদের যা বলার ছিল পাঁচ মিনিটেই বলতে পারত। কিন্তু কর্তব্য বোধে বুড়োবুড়ী সেখানে আধঘণ্টা বসে রইল— যাবার যে তাড়াহুড়ো নেই তা দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই আধঘণ্টার মধ্যে সবসময়েই ফিওদরের মনে হল সে তার নিজের ঘরে বসে নেই, আবার যেন রিয়াসকিনদের ঘরে বসেছে। স্তেশা ঠিক আগের মত চোখ তুলে চাইল না, স্বামীর দিকে চাইতে ভয় পাচ্ছে সে।

'সেই রিয়াসকিনদের আবহাওয়া,' ভাবল ফিওদর। 'এখানেও দেখছি ওরা আমাদের জীবন ধ্বংস করবে, বেজন্মারা কোথাকার। স্তেশা আমার দিকে তাকাচ্ছে না ...' মাইনে, ঘর এবং বসন্তকালে ফ্ল্যাট পাবে কি না বুড়োর এই সব প্রশ্নের উত্তর সে দিল বিরসভাবে।

তারা চলে যাবার পর অবশ্য স্তেশা আবার স্বাভাবিক হল। মনে হল মা-বাবা যে বেশীক্ষণ থাকেনি এ জন্য বাস্তবিকই সে আনন্দিত।

স্তেশা এবং ফিওদরের পক্ষে খুব অপ্রত্যাশিত অতিথি হল নিনা গ্লাজীচেভা, জেলা কমসমোল কমিটির সেক্রেটারী।

সে থাকল মাত্র মিনিটখানেক, এমনকি কোটও খুলল না।

'আমার সময় নেই, সত্যি নেই। একটু সময়ের জন্য আমি দৌড়ে এসেছি। আচ্ছা, এখন আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে আছেন, দেখছেন ত সেটা কী ভাল। অপূর্ব।... আর আপনাদের একটা খাসা বাচ্চা হয়েছে, সুন্দর। একবার ভেবে দেখুন—ভবিষ্যৎ ত ওরই। ও বেঁচে থেকে সাম্যবাদ দেখবে।'

স্তেশা তার প্রতি নিনার দয়ালু মনোভাবের কথা মনে করে রক্তিম হয়ে উঠল, নিনার দিকে চাইল কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে। ফিওদরও লজ্জা পেয়ে অপরাধীর মতো হাসল, কোন রাগ নেই তার।

ফিওদর, স্তেশা, শিশু এবং সব চাইতে বেশী নিজের উপর খুশি হয়ে নিনা চলে গেল। এখন সে বলতে পারে: 'আমরা ব্যক্তিগত সমস্যাতেও হাত দিয়েছিলাম,

কর্তৃত্বের সঙ্গে বলতে পারি কৃতিত্বের সঙ্গে তার সমাধানও করেছি।'

ঐ প্রথম কয়েকদিন ফিওদরের নিঃসঙ্গ ছোট ঘরটি আনন্দে ভরে উঠল।

* * *

ফিওদরের যে একটি কন্যা জন্মেছে এ ধারণায় তার বন্ধুবান্ধবরা অভ্যস্ত হয়ে গেল।

অভ্যাগত, অভিনন্দন, উপহার (এমনকি চিঝোভ একটি খেলনা এনেছে)—সবকিছু একটা উৎসবের ভাব নিয়ে এল। কিন্তু এসব শেষ হতে দেরী হল না।

সাধারণ একঘেয়ে জীবন শুরু হল। স্তেশার পক্ষে নতুন, এই সব প্রথম সে বাড়ী-ছাড়া।

ত্রফিম নিকিতিচ প্রোষিত-ভর্তা। তার স্ত্রী বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে থাকে, এক এক ছেলেকে দেখে বেড়ায় এবং যে হেতু তাদের ছ'ছেলে দেশের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে এ জন্য স্ত্রীর সাক্ষাৎ খুব কমই পায়।

সে ছুতোর মিস্ত্রী। প্রোষিত-ভর্তা হওয়ায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে এবং ভাড়াটেদের ঘরে একবার করে যায়। পায়ে ভর দিয়ে টলতে টলতে, শিশুর

বিছানার দিকে চোখ পাকিয়ে সে সাবধানী তর্জনী দেখিয়ে জোরে ফিসফিসিয়ে ওঠে:

'স্-স্-স্-স্!... আমি খুব চুপচাপ থাকব, একেবারে চুপচাপ...' পরমুহূর্তেই সে ধাক্কা মেরে কিছু একটা ফেলে —বাটি রাখা চেয়ার বা খালি বালতি আর জাগিয়ে দেয় বাচ্চাকে।

তার পর বসে পড়ে সে কথা শুরু করে—সবসময় একই কথা।

'আমি তোমাদের বার করে দেব না। না, তোমরা এখানে থাকতে পার। আমার বিবেক আছে ত?'

এই ধরনের কথা ফিওদর আর স্তেশার কাছে খুবই পরিষ্কার করে দিত যে সে তার ভাড়াটের উপর খুব খুশি নয়। অবিবাহিত লোকের সঙ্গে বাস করা এক জিনিস, আর শিশু নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলাদা। এখানে কাঁথা শুকোচ্ছে, সারাদিন আগুন জ্বলছে আর শিশু প্যান প্যান করছে।

এরকম অসুবিধে যে তারও ছিল একথা ত্রফিম বহুদিন আগে ভুলে গেছে।

ত্রফিম আপত্তি জানায় না বা গালমন্দ করে না বলেই স্তেশার হাত পা বাধা থাকার অনুভূতিটা প্রবল হল।

একদিন ফিওদর অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। স্তেশা ঘুমোয়নি, তার আসার আগেই বাড়ির জন্য মন কেমন করায় সে একটু কাঁদছিল। সে দেখল তার স্বামী এসে রাতের খাবার খেতে বসল। স্তেশা মুখ ফিরাল। এই মুহূর্তে বিরক্ত লাগল তার। ওখানে বসে ও খাবার চিবোচ্ছে, ওর কানদুটো ওঠা নামা করছে, একটা পরিতৃপ্তির ভাব, যেন সে খাবার পেয়ে খুব খুশি।

'স্তেশা,' সে নরম স্বরে ডাকল, 'স্তেশা শোন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে।'

'কী কথা?'

'আমরা বাড়ি তৈরী করতে যাচ্ছি। মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশন বাড়ি তৈরীর একটা গোটা এলাকা পাচ্ছে। আজই তারা এ সম্পর্কে হিসেব নিকেশ করল। প্রত্যেক ট্রাক্টর ড্রাইভারের জন্য এক একখানা ঘর আর দলপতিদের একটা পুরো বাড়ি। একবার ভেবে দেখ কথাটা!... চমৎকার নয়? আমাদের হবে নিজেদের বাড়ি, আমরা বাগান বানাব, জানালার নীচে ফুল ফুটবে...'

'কত দিন লাগবে?'

'মস্কো কি একদিনে তৈরী হয়েছিল? কী বল, স্তেশা! নিজেদের পায়ে দাঁড়ান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বাচ্চাটা আর

একটু বড় হলে আমরা পড়তে সুরু করব। আমি তোমারই মত — মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করিনি। অন্যান্য বিষয় পড়ে এর অভাব পূরণের পাঠ্যধারায় পড়াশুনা করেছি। একবার ভেবে দেখ — আমি যদি ইনস্টিটিউট পর্যন্ত যেতে পারি।’

‘আচ্ছা, ছাত্র মশাই, বিছানায় এস,’ স্নেহভরে বলল স্তেশা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত স্তেশা শুয়ে শুয়ে স্বপ্নের জাল বুনল। পুরোনো স্বপ্ন। তার নিজের বাড়ি, তার বাগান আর গরুবাছুর। তার মা-বাবার বাড়ির মত নয়, পাটাতন, বেঞ্চ আর দেয়ালে পাতা-ফেলে-দেওয়া ক্যালেণ্ডার। তার হবে রঙ করা মেঝে আর দেয়ালে থাকবে কার্পেট ... সকালে উঠে খালি পায়ে যাব বাগানে। জানলার নীচে ফুল ... আচ্ছা, এ পর্যন্ত ত বেশ হল কিন্তু ফুল ত আর খাওয়া চলে না। আমাদের থাকবে তরকারীর বাগান, পুষব মৌমাছি ... ভোরে বাঁধাকপির পাতাগুলো শিশিরে ভারি আর হাতে ঠাণ্ডা লাগবে। ফিওদর পড়াশুনো করবে, সম্ভবত ও হবে মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের পরিচালক, সংস্কৃতিবান লোক। ও চায় আমিও পড়াশুনো করি ... কিন্তু আমি কেন করতে যাব? আমি ঘরদোর গুছোতে, বাগানের তদারক

আর ছেলেপুলে মানুষ করতে যথেষ্টই জানি। সবসময় একটু নতুন খেয়াল—এই আমার লোকটার! তোমার সঙ্গে বাস করা সহজ নয়, কী বল প্রিয়তম।

* * *

ওর মা এল বাড়ির স্মৃতি নিয়ে। যতই তোমার স্বামী জানলায় তলায় ফুলের কথা বলুক না কেন, নিজের বাড়ির কথা ভুলো না—সেই পুরোনো বার্চ গাছ্ আর সেই পথ যার উপর বসন্তে ঘাস জন্মায়। প্রায়ই এর কথা ভাব, জীবন যতই মধুর হোক না কেন এর জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল। ফিওদর তার মা-বাবাকে যতই অপছন্দ করুক না কেন মা মা-ই। তার সকালের সেই কণ্ঠস্বর: 'আবার ঘুমোতে যাও, ওরে আমার সোণা, ঘুমোও গিয়ে আমার মাণিক।' এই স্বর সবসময় হৃদয়কে উত্তপ্ত করে।

ফিওদর বাড়িতে ছিল না। স্তেশা মাকে কী করে অভ্যর্থনা জানাবে ভেবে পেল না।

'স্বামী তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে?' পিরিচ থেকে চা খেতে খেতে আলেভতিনা ইভানভনা জিজ্ঞেস করল।

‘ও আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে, মা। দয়ামায়া খুব। যা পারে সব কিছুই করে।’

‘হুঁ, তুমি যে রোগা হয়ে গেছ তাইতেই দেখতে পাচ্ছি ও তোমার সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করে। আমার হতভাগা মেয়ে রে।’

ওরা দু’জনেই কাঁদতে লাগল। চা গেল ঠাণ্ডা হয়ে।

ফিওদর সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকতেই স্তেশা তাকে জানাল: ‘আমি এখানে থাকতে পারব না। বাড়ি চলে যাচ্ছি... কিছু দিনের জন্য। মাসখানেক, হয়ত বেশী, সেটা ভেবে দেখব পরে।’

তার কথাই যে শুধু ফিওদরকে বিচলিত করল না তাই নয়—তার গম্ভীর ও বিরক্তিভরা গলার স্বর আর আনত চোখও।

‘আমি তোমাকে ওখানে ফিরে যেতে দিতে পারি না, স্তেশা... আর দেবও না আমি। একটু অপেক্ষা কর, আমরা নতুন জায়গায় যাব, নার্স রাখব... কিন্তু আমি তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেব না। তাহলে আমাদের দুজনার সম্পর্ক আবার খারাপ হয়ে যাবে। ও বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত দুষ্ট। সে হাওয়া নেওয়া মাত্র তুমি আমার পর হয়ে যাবে।’

'তুমি নিজেই দুষ্ট, তুমিই আপনার লোক নও।'

স্তেশা চাইল চেঁচিয়ে উঠতে, বলতে চাইল জানলার নীচে ফুলশুদ্ধ বাড়ি গপ্প মাত্র, কখনই কোন কিছুর উন্নতি ঘটবে না। সে যদি ওকে সুখী করতে চায় তাহলে ওকে এখানে রাখা উচিত হবে না; বাবা-মার কাছে সে ভাল থাকবে।... তুমি ভালো থাকলে আর কিছু চাও না, কিন্তু এসব কথা আরম্ভ করার আগে, চড়া গলার আওয়াজে মেয়েটা কেঁদে উঠল। স্তেশা ছুটে গেল শিশুর বিছানার কাছে, তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল:

'ওরে আমরা দুঃখী হেলাফেলার ওলগা, যেমন ছিলাম আগে! তোমার বাবা আমাদের চেয়ে ট্রাক্টরের কথা বেশী ভাবে।'

রিয়াসকিনদের ঘরের সেই দূষিত বাতাস এখানেও মনে হয় এসে ঢুকেছে। চুপ করে থাকা কঠিন কিন্তু কথা বলাও বৃথা। ফিওদর যদি প্রতিবাদ জানায় একটা কাণ্ড বাঁধবে।

কাজের পর ফিওদর তাড়াতাড়ি করে দোকানে গেল টেবিল ল্যাম্পের একটা ঢাকনা কিনতে। একটা কাঁচের ঢাকনা, নিচটা দুধের মতো সাদা, গ্রীষ্মশেষের গাঢ় সবুজ পাতার মত উপরটা।

এই কেনা দেখে স্তেশা আনন্দে আত্মহারা হবে এটা সে আশা করেনি। স্তেশা আলোর ঢাকনা চায় না। তার আকাংক্ষা বাড়ি যাবার, বাপ-মায়ের কাছে। স্তেশা স্তব্ধ ও বিষণ্ণ, ঘর অপরিচ্ছন্ন। নিজের চেহারার প্রতি উদাসীন। কিছু ভেব না, ফিওদর, এগিয়ে যাও, মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনে ভবিষ্যতে বিরাট অনেক কিছু ঘটবে। শান্তিপূর্ণ কাইগোরোদিসে গ্রামে একটা বসবাসের অঞ্চল হবে। কিছু ভেব না। স্তেশা এখন রাগ করুক। আমি সয়ে যাব। এমন সময় আসবে যখন ওকে যেতে দেইনি বলে ও আমাকে ধন্যবাদ দেবে। আবার ও স্নেহময়ী হবে, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরী হবে—হবে সবার সেরা।

হ্যাঁ, সময় আসবে... সন্ধ্যাবেলায় ফিওদর ফিরে আসবে বাড়িতে, চাঁদের আলো ভরা রাতের মত ঘর হবে মৃদু আলোকিত, ঠিক আলোর নীচে টেবিলের উপর একটু জায়গা শুধু উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, আলো শুধু আহ্বান জানাবে ওর নীচে বসে একখানা বই পড়তে। সে নিজে পড়বে, ওকেও পড়াবে। ওকে ধন্যবাদ জানাবার সময় আসবে স্তেশার।

সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, বগলে কেনা জিনিসটা, বুটের থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে ঘরে ঢুকল সে।

কেউ নেই সেখানে। শিশুর যে খাট ভারভারা স্তেপানভনা পাঠিয়েছিল তা খালি। স্তেশার তিনপীস্ কাঠের বড় কালো স্যুটকেসটা ছিল কোণায়—সেটাও নেই। বিছানা থেকে জোড়াতালি দেওয়া লেপটা অদৃশ্য হয়েছে—এটাও ছিল স্তেশার সম্পত্তি। চিঝোভের দেয়া উপহার, একটা ঝুমঝুমি, পড়ে আছে মেঝেতে।

ফিওদর তার কেনা জিনিসটা টেবিলে রেখে কোট না ছেড়ে ধপ করে বসে পড়ল।

'এই তাহলে তোমার আলোর ঢাকনা আর ওকে পড়াবার জন্য তোমার যত পরিকল্পনা ... ও চলে গেছে... আমি শুধু ভাবছি, বিশেষ করে ওকে নেবার জন্যই ওরা এসেছিল, না কি এমনিই একটা লরি এখান দিয়ে যাচ্ছিল?... কিন্তু তাতে কী আসে যায়? ও চলে গেছে ... এই হল সত্যিকারের সবকিছুর শেষ। আমি রিয়াসকিনদের কাছে ওকে ভিক্ষে করে ফিরিয়ে আনতে যাব না। জেলা কমিটি এই ধারণাই করুক যে কী করে ওকে গড়ে তুলতে হয় আমি জানি না। আমার ক্ষমতা নেই। আর এই হল এর শেষ...'

হঠাৎ একটা যন্ত্রণাকর চিন্তায় ফিওদর ডুকরে উঠল: 'ওলগাকেও ও নিয়ে গেছে!'

শরৎকাল। বিরস জানলা ছোট বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে।

সারা গ্রীষ্মটা বৃষ্টি পড়েছে। কেবলমাত্র আগষ্ট মাসে দেখা গেছে নির্মেঘ দিন, গভীর নীল আকাশ আর সেই সূর্য যে উত্তাপ দিয়েছে কিন্তু দগ্ধ করেনি। সে সময় সুখোব্লিনভোর লোকেরা মাঠ থেকে সবকিছু কুড়িয়ে আনতে পেরেছে। তারা যখন হিসাব নিকাশ করল, দেখতে পেল গ্রীষ্মঋতুটা খারাপ থাকা সত্বেও তাদের ফসল হয়েছে বেশ ভাল।

শরৎকাল। প্লাবিত জানলা। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। উননের উপর থেকে লাফান বিড়ালটা চমকে দেয়, 'ভাগ ওখান থেকে, জানোয়ার।'

শিশু ঘুমিয়ে আছে। বৃদ্ধরা চুপচাপ—তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। এরকম সন্ধ্যায় আর কী করা চলে? শরৎকাল, গুঁড়ি গুঁড়ি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে প্লাবিত জানলা।

স্তেশা ঐ জানলাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চাইল, তার চিন্তা উদ্দেশ্যহীনভাবে বয়ে চলেছে। সবকিছু কী নিরানন্দ ও ধূসর। একঘেয়েমী ও অবসাদের জ্বালায় সে কাঁদতে পারে। কেঁদেওছে সে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি—একঘেয়েমী রয়েই গেছে।

গ্রামে খামার অফিসের পাশে ক্লাবঘর বিজলী আলোতে

উজ্জ্বল। দলে দলে লোক ঢুকছে তাতে। যৌথখামার ফসলের উৎসব করছে।

একজন পরিচিত একর্ডিয়ন বাজিয়েকে ভিন গ্রাম থেকে আনা হয়েছে। বহু দূর থেকে আসবে তরুণতরুণীরা। ফিওদরও সেখানে যাবে। সে নাচে চমৎকার, সবকিছুর মধ্যমণি সে।

স্তেশাকে সে টাকা পাঠায়। সম্ভবত মেয়ের কথা ভাবে, কিন্তু স্ত্রীকে সে ভুলে গেছে। সে নাচতে, হাসতে এবং আনন্দ করতে পারে। সে মুক্ত, তার বোঝা স্বরূপ কোন সন্তান নেই ... লোকে তাকে ভালবাসে, পুরো নামে ডাকে।

একশ বার স্তেশা নিজেকে এই প্রশ্ন করল: কী সে কারণ যার জন্য তার বাপ-মাকে লোকে এত অপছন্দ করে? ওরা ত কারও কিছু আত্মসাৎ বা চুরি করে না, ওরা থাকে আর সবারই মত। কারও ক্ষতি ওরা করেনি, সৎভাবে ওদের অন্নসংস্থান করে। অপরকে আঘাত দেওয়ার মত কী করেছে ওরা? তবু ওদের লোকে পছন্দ করে না ...

'ও-হো-ও সোণা! বসে বসে কি ভাবছ অন্ধকারে?' একটা আরামের হাই তুলে ওর মা চুল্লির তাক থেকে নেবে ফেল্ট বুট-পরা পা ধীরে ধীরে মেঝের উপর রাখল। 'আমি আলো জেলে দিচ্ছি।'

মৃদু প্রদীপের আলোকে স্তেশা তার মায়ের মুখ দেখল, ঘুমে ফোলা আর দম-আটকান বাতাসে বিবর্ণ।

'বিজলী বাতিও এসেছে। কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি। পর্ষদের চারপাশে সবচাইতে বেশী ঘুরঘুর করে যারা তারা যা চায় সবকিছুই পায়।'

নিজের অবিশ্রান্ত গজর গজরে এমনকি বৃদ্ধার নিজেকেও বিরক্ত মনে হল।

'মা,' কর্কশ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাধা দিল স্তেশা।

'এঁ্যা,' চমকে চেঁচিয়ে উঠল আলেভতিনা ইভানভনা। ইদানীং তার মেয়ে একেবারে বদলে গেছে, স্বভাব হয়েছে খারাপ। সবসময় ঘ্যান ঘ্যান, মাকে খোঁটা দিচ্ছে। আগে কখনো এমন ছিল না।

'মা... আমাকে বল ত, কেন এই গ্রামে ওরা আমাদের পছন্দ করে না।'

'এ হল হিংসে, মা, সবটাই হিংসে। হিংসেই হল সব বিদ্বেষের মূল।'

'কিন্তু কেউ আমাদের হিংসে করবে কেন? আমরা ত সবকিছুর বাইরে। আমরা নিষ্ক্রিয়। আমরা অপরের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছি।'

'আমি তোমার কথা আজকাল বুঝতে পারি নে, স্তেশা সোণা আমার, তুমি আর আগের মত নেই।'

'বুঝতে পার না? খুব শক্ত ত নয়। আমার বিয়ে হল। স্বামীকে এখানে এনেছিলাম আর সে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে তোমরা উত্ত্যক্ত করলে। আমি অন্য লোকের মত থাকতে চাই। আর তোমরা আমাকে তা করতে দাও না। আমি গিয়েছিলাম স্বামীর সঙ্গে বাস করতে। তুমি গিয়ে ফিসফিসিয়ে ওর বিরুদ্ধে আমাকে লাগিয়ে দিলে, বার বার উত্ত্যক্ত করতে লাগলে—"ওকে বিশ্বাস করিসনে, ও মিথ্যে বলছে"... ফলে, আমি ওকে অবিশ্বাস করলাম—আর এখন চেয়ে দেখ, মেশিন-ট্রাক্টর স্টেশনের মধ্যে ওরা কি জিনিস গড়ে তুলেছে! তোমরা আমাকে আমার নিজের মত করে জীবন চালাতে দেবে না। তোমরা নিজেও কিছু বোঝ না আর আমাকেও মূর্খ বানিয়েছ।'

'হায় ঈশ্বর! কী হল তোমার? আবার কেন চেঁচামেচি? তুমি কথা বলছ তোমার মায়ের সঙ্গে। ভেবে দেখ তুমি কী বলছ।'

'ভেবে দেখব? আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু খুব বেশী দেরী হয়ে গেছে এখন!'

'হায় ঈশ্বর, আমার নিজের মেয়ের কাছ্ থেকে এই শুনতে হল, এই বুড়ো বয়সে।'

চড়া কণ্ঠস্বর শুনে বাবা এসে হাজির, মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

'আবার স্বুরু করেছ, স্তেশা? তোমাকে শিক্ষা দিতে হবে।'

'তোমার কাছ্ থেকে অনেক শিক্ষা পেয়েছি! তোমার শিক্ষা আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে।'

সিলান্তি পেত্রোভিচ সবকিছু শেষ করার মত একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করল।

'তুমি পরিবারের কলঙ্ক। রিয়াসকিনরা কখনও ঝগড়া করেনি, আর এখন—এমন একটা দিনও যায় না যখন তুমি চিৎকার বা কান্নাকাটি না কর।'

'এ সবই ওর জন্য! সব ওর ওই স্বামীটার জন্য! সে ওকে বিষিয়ে দিয়েছে। এখানে এসেছিল সাপের মত, আমাদের অপমান করেছে, একটা বাচ্চা রেখে চলে গেছে! সবই ওর জন্য। ওর জন্য!'

'তোমরা আমার জীবন ছারখার করেছ! জীবন ছারখার করে দিয়েছ!' স্তেশা বিলাপ করতে লাগল।

আর ঠিক সেই সময়ে, একর্ডিয়ন বাজছিল ক্লাব ঘরে।

সবদিক থেকে ফিওদরের ডাক আসছিল কিন্তু সে একগুঁয়ে হয়ে প্রত্যাখ্যান করছে। শেষটার দর্শকদের সরে আসা খালি করা বৃত্তের মাঝখানে তাকে ঠেলে দেওয়া হল। তার কাঁধ থেকে খসে-পড়া জ্যাকেটকে কে একজন কুড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করল।

ঈষৎ কাঁপা হাতে ফিওদর চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিল। চারদিক থেকে চেপে-আসা দর্শকের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে সে ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে বৃত্তের পাশে ঘুরল, তবু অদৃশ্যভাবে পদপাতের বেগ বাড়িয়ে একর্ডিয়ন বাজিয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'চালাও।' মড়্- মড়্ শব্দে যন্ত্রটা প্রতিধ্বনি করে উঠল আর সুরগুলো লাফিয়ে এল একটার উপর আর একটা। জানলার শার্সিগুলোতে জাগল প্রতিধ্বনি, মেঝের উপর শুকনো কাঠ গোড়ালির ধাক্কায় মড়্ মড়্ করে উঠল আর শব্দের গুঞ্জন স্ফীত হল উল্লাসময় আর্তনাদে। জীবনভর তুমি বিষণ্ণ থাকতে পার না। ওদিকে সরে যাও, সর সর। আরও জায়গা চাই আমি।

দর্শকরা তালে তালে হাততালি দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে প্রাণপণ, তাদের কাঁধ দুলছে — পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। মেঝের উপর হঠাৎ একটা আওয়াজ করে ফিওদর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, বিবর্ণ, ঘর্মাক্ত সে, সকলের মাথার

উপর দিয়ে তাকাচ্ছে সে। একটা বিলাপের ধ্বনি করে একর্ডিয়নটা থেমে গেল। কণ্ঠস্বরের উচ্চধ্বনি গেল থেমে—হঠাৎ স্তব্ধতার মাঝখানে শোনা গেল আয়সকৃত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। ফিওদর যে দিকে তাকিয়ে আছে সে দিকে তাকাল সবাই।

বাইরে, প্লাবিত জানলার শার্সির উপর স্তেশার চাপা মুখের অস্পষ্ট আভাস...

১৯৫৪

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা :

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১ জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21 Zubovsky boulevard,
Moscow, Soviet Union.

Вл. ТЕНДРЯКОВ

НЕ КО ДВОРУ